সংক্ষিপ্ত ভারতাখ্যান।

মালদহ বাঙ্গালা আদর্শ বিদ্যালয়ের

প্রধান পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

প্রণীত।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ও

প্রচারিত।

কলিকাতা;

ভবানীপুর—বকুলবাগান

অরুণ যন্ত্রে

শ্রীহারাণচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।

বাঙ্গালা ১৩০০ সাল। খৃঃঅব্দ ১৮৯৩।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

মহাভারত গ্রন্থ কেবল হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র নহে; যত্ন পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া যে কোন ব্যক্তি ইহা হইতে অনেক মহোচ্চনীতি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। আবার, এই গ্রন্থ হিন্দু-রাজত্ব কালের একখানি প্রধান ইতিহাস। অতএব এই পুস্তক কেবল হিন্দু-বালকদিগেরই পাঠ্য এমত নহে; অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগেরও পঠনীয়। এই জন্য, এই গ্রন্থের আদর ইউরোপ ও আমেরিকায় এত অধিক হইয়াছে যে ইংরেজী ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রচারিত হইতেছে। ফলতঃ এই গ্রন্থ এই দেশীয় ব্যক্তি মাত্রেরই অতি আদরের বস্তু; সকলেরই ইহা যত্ন পূর্ব্বক অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। এদেশের বিদ্যালয় সকলে এই গ্রন্থের অধ্যাপনা হওয়াও নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়; অন্ততঃ বহু দিন পূর্ব্ব হইতে আমার এই প্রকার বোধ হইয়াছে। কিন্তু সুবৃহৎ মহাভারত গ্রন্থ আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন পূর্ব্বক তাহার আখ্যানভাগ শিক্ষা এবং নীতি সকল সংগ্রহ করিতে হইলে যে পরিশ্রম করিতে হয়, বিদ্যালয়ের অল্প-বয়স্ক বালকগণের অনেকেই সে পরিশ্রম করিতে পশ্চাৎপদ হইতে পারেন; এই ভাবিয়া আমি কোন সময়ে মহাভারতের আখ্যান-ভাগ সঙ্কলন পূর্ব্বক সঙ্ক্ষিপ্ত আকারে প্রচার করিবার অভিলাষ করি, এবং হুগলী-চুঁচুড়া অবস্থান কালে ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই; কিন্তু নানা কারণে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলাম।

মালদহে অবস্থান কালে তথাকার বাঙ্গালা আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত মহাশয় স্বপ্রণীত ঐ বিষয়ক এক খানি হস্তলিপি-গ্রন্থ আমাকে দেখিতে দেন, এবং তাহার যথেচ্ছপ্রয়োগ করিতে বলেন। আমি ঐ হস্তলিপি প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্ত্তিত করিয়া "সংক্ষিপ্ত ভারতাখ্যান" নাম দিয়া এই গ্রন্থ প্রচারিত করিলাম।

এ সময়ে এদেশের বিদ্যালয় সকলে উচ্চ অঙ্গের নীতি শিক্ষা দেওয়ার যে প্রকার আয়োজন হইতেছে, তাহাতে, বোধ হয় যে, মহাভারতান্তর্গত নীতি সকল সমাদরে পঠিত হইবার সম্ভাবনা। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি এই পুস্তক ছাত্রদিগের পাঠ্য রূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই এই গ্রন্থের সঙ্কলন ও প্রচারণে যে পরিশ্রম হইয়াছে তাহা সার্থক হইবে। ইতি।

শ্রীরাজকৃষ্ণ শর্ম্মা,

২৫এ আষাঢ়, ১৩০০ সাল।

সংক্ষিপ্ত ভারতাখ্যান।

—:০:—

মুখবন্ধ।

ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজ্যগুলির বৃত্তান্ত জানিবার অগ্রে যে যে জাতি কর্ত্তৃক তত্তৎ রাজ্য স্থাপিত হয় তাহাদের বিবরণ জানা আবশ্যক। ভারতবর্ষ যে মহামহিমান্বিত আর্য্য-জাতির কর্ম্মক্ষেত্র, ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতানুসারে সেই জাতি, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমস্থিত কোন স্থানের আদিম অধিবাসী ছিলেন (১)। এইস্থান প্রাচীন-পারসীকদিগের অবস্থাগ্রন্থে ঐর্য্যাণাম্-বইজো এবং প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে উত্তর-কুরুবর্ষ নামে অভিহিত হইয়াছে। এইস্থান তিব্বতের পশ্চিমাংশ এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম তাতারের অধিকাংশ লইয়া সীমা-বিশিষ্ট। ইহার পূর্ব্বদিকে দুর্দ্দান্ত তুরানীয় জাতি বাস করিত। ইহার উত্তরবর্ত্তী প্রদেশ হিমানী দ্বারা পরিবৃত থাকিত এবং

---

(১) ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কহেন যে যিশুখৃষ্ট জন্মিবার চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরে অক্সস্ এবং জক-সার্টিস নদী-তীরে আদিম আর্য্য জাতির বসতি-স্থান ছিল। হিন্দু, পারসীক, গ্রীক, রোমক, জর্ম্মণ, ইংরেজ প্রভৃতি অনেক জাতি ঐ আদিম আর্য্য-জাতির শাখা।

দক্ষিণদিকে বাসের যোগ্য প্রচুর স্থান ছিল। প্রয়োজন বশতঃ আর্য্যগণ দক্ষিণদিকে পারস্য, আফ্‌গানিস্থান ও পঞ্জাবে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই পরাক্রান্ত জাতির কয়েকটী শাখা, গঙ্গা-যমুনার অববাহিকায় কয়েকটী রাজ্য স্থাপন করে। এই সকল রাজ্যের মধ্যে কুরু, পঞ্চাল, কোশল, কাশী, ও বিদেহ রাজ্য অতি প্রসিদ্ধ ছিল। আমাদের এই পুস্তকে কুরু ও পঞ্চাল রাজ্যের বিবরণ লিখিত হইবে।

উত্তর-কুরু হইতে নূতন উপনিবেশের পথে এই জাতির মদ্র ও আরট্ট নামক দুটী রাজ্য ছিল। মদ্ররাজ্য, ক্রমশঃ শতদ্রু ও বিপাসা নদীর মধ্যবর্ত্তী অনেক স্থানে বিস্তৃত হয়। এই জাতি, মদ্র ও আরট্টের পশ্চিমদিকে বাহ্লীক নামে আর একটী রাজ্য স্থাপন করে। বাহ্লীকের বর্ত্তমান নাম বল্‌খ।

বিস্তীর্ণ-মহাভারত-গ্রন্থ, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের প্রধান অবলম্বন। বেদ যেমন আর্য্য-সমাজের আদিম অবস্থার চিত্র, মহাভারত তেমনি ঐ সমাজের মধ্যম অবস্থার আচার ব্যবহারের প্রধান পরিচয়-স্থান। অপিচ, বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্, এবং দর্শনের সময়ের আচার ব্যবহার মহাভারতে সুন্দররূপে বর্ণিত আছে; কুসংস্কার-বিহীন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মনোযোগ পুর্ব্বক এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারেন যে ভারতবর্ষে কোন হিরোডোটাস্ অথবা জেনোফন্ জন্মে নাই বলিয়া দুঃখিত হওয়ার কারণ নাই।

এখন আমরা মহাভারত গ্রন্থ যত বৃহৎ দেখিতে পাই; ইহার আদিম আকার তাহার একপাদ মাত্র। মহা-মনীষী কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-ব্যাস, এই গ্রন্থের রচনা করেন। যে সময়ে কুরু-পাণ্ডবেরা ভারতবর্ষের অগণ্য রাজন্যবর্গসহ কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে জীবন-নিরপেক্ষ হইয়া, অতুল্য বীরত্ব প্রদর্শন করিতে করিতে অনন্ত-শয়নে শয়ন করিয়াছিলেন, ব্যাসদেব সেই সময়ে জীবিত ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রান্তরে মর্ত্তুকাম বীরসিংহগণের গভীর সমর-গর্জ্জন, বীরনৃত্য, ও যুদ্ধ-সজ্জা দেখিয়া জ্ঞানরাশি ব্যাসদেবের বিস্ময়ের উদয় হয়; এবং তিনি সেই বিস্ময়-ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রজ্ঞাচক্ষু, অন্ধরাজ, ধৃতরাষ্ট্র সমীপে উপস্থিত হন; এবং এই মহাঘটনার আদ্যোপান্ত বিবরণ ও দিগন্ত-বিশ্রুত কুরুবংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে হয়ত ভুবন-বিখ্যাত ভারত-বংশ লয় প্রাপ্ত হইবে, এই ভয় করিয়া ধৃতরাষ্ট্র, ব্যাসের প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন। অনন্তর, ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করিলে পর তদীয় শিষ্য বৈশম্পায়ন ঋষি, রাজা জনমেজয়ের সভায় ঐ গ্রন্থ পাঠ করেন; রাজা, পূর্ব্ব-পুরুষদিগের কীর্ত্তি-কলাপ ঐ পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া তাহার প্রচারে যথেষ্ট উৎসাহ দেন।

সংক্ষিপ্ত ভারতাখ্যান।

—:o:—

প্রথম অধ্যায়।

মহাভারত বা ভারতগ্রন্থ কুরুবংশের ইতিহাস; এই ইতিহাসে কুরু-বংশের প্রত্যেক রাজার বিস্তৃত বর্ণন আছে; কিন্তু আমরা কেবল প্রধান প্রধান নৃপতিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পুস্তকে নিবেশিত করিব।

কুরু-বংশীয় নৃপতিগণ যে আর্য্য-জাতির অন্তর্গত, ঐ জাতি যখন ভারতে প্রথম উপনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি-রূপ জাতিভেদ ছিল না। আর্য্য ও আর্য্যেতর জাতি মাত্র পঞ্জাবে ও ব্রহ্মাবর্ত্তাদি প্রদেশে বাস করিত। আর্য্য-জাতির লোক-সাধারণের নাম বিশ ছিল, এবং আর্য্যেরা আদিম অধিবাসীদিগকে দস্যু বলিতেন। দস্যুরা, প্রবল-পরাক্রম আর্য্যগণের এদেশে আগমনে বাধা জন্মাইয়াছিল; এবং সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া প্রচণ্ড রূপে তাঁহাদিগের শত্রুতা-

চরণ করিতে বিরত হয় নাই। দস্যুদিগের উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ছিল না; তাহারা যুদ্ধ স্থলে অশ্বের ব্যবহার করিতে জানিত না; যখন আর্য্যগণ লোহিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তুরঙ্গারোহণ পূর্ব্বক পতাকা হস্তে সম্মুখীন হইতেন, তখন দস্যুরা অশ্বগুলিকে ভয় প্রদর্শনার্থ বিকট চীৎকার করিত!

দস্যুরা প্রবল পরাক্রম সহকারে আর্য্যদিগের গতি-রোধ চেষ্টা করিলেও তাহারা ক্রমশঃ পরাস্ত হইয়াছিল। সুদাস নামে জনৈক আর্য্য-নৃপতি দশটি অনার্য্য রাজ্য অধিকার করেন। সেই সকল রাজ্যের অনার্য্যদিগের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত তেজস্বী ছিল, তাহারা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষার্থ, গৃহ-সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া আরণ্য প্রদেশে আশ্রয় লইল; দুর্ব্বলেরা বিজেতাদিগের অধীনতা স্বীকার করিল।

কোন সমাজের সকল লোকেই কখনও যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে পারে না। যাহারা অপেক্ষাকৃত বলবান্ তাহারাই শত্রুর সহিত যুদ্ধ করে। আর্য্যদের মধ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু যে সকল আর্য্য অনবরত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতেন, তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। ধর্ম্মশীল আর্য্যগণের হৃদয়ে এই অনুষ্ঠান-বিঘ্ন সহ্য হইল না; তাঁহারা ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহার্থ আপনাদিগের প্রতিনিধি বা পুরোহিত নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে ক্রমে এই সকল পুরোহিতের সংখ্যা ও ক্ষমতা বাড়িয়া উঠিল; পরিশেষে তাঁহারা যোদ্ধাদিগের হইতে পৃথক্ হইয়া সম্প্রদায় বিশেষে

পরিণত হইলেন, এবং ব্রাহ্মণ (১) নাম ধারণ করিলেন। স্বভাবগর্ব্বিত যোদ্ধৃগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় (২) নামে পরিচিত করিলেন। যাঁহারা এই দুই সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট হইতে পারিলেন না, তাঁহারা আপনাদের চিরাবলম্বিত কৃষি-ব্যবসায়ে নিযুক্ত রহিলেন; তাঁহাদের নামেরও কোন পরিবর্ত্তন হইল না; জাতি-সাধারণ-নাম বিশ্ হইতে তাঁহারা বৈশ্যই (৩) রহিয়া গেলেন; এবং বশীভূত অনার্য্যগণ শূদ্র (৪) আখ্যা প্রাপ্ত হইল। এইরূপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির সৃষ্টি হইল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে এই রূপ জাতি-বিভাগ বদ্ধমূল হয় নাই। এমন কি, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়েও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিবাহ এবং আহারাদি চলিত! তৎকালে কেবল জ্ঞানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থই ক্ষত্রিয়গণ, গভীর জ্ঞান-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ (৫) জাতির প্রাধান্য স্বীকার করিতেন।

যযাতি, কুরু-বংশের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। বেদে যযাতির নাম আছে। যযাতির দাতৃত্ব উপমার স্থল হইয়া রহিয়াছে। যযাতি একদিন মৃগয়ার্থ অরণ্য মধ্যে

---

(১) ব্রহ্মন্-ষ্ণ = ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মন্ অর্থাৎ বিধাতা হইতে উৎপন্ন; কিম্বা, ব্রহ্মন্ অর্থাৎ বেদ অধ্যয়নকারী, এই অর্থে ব্রাহ্মণ।

(২) ক্ষত্র = ক্ষৎ-ত্রৈ-ঘে ড। ক্ষত্র-ইয় = ক্ষত্রিয়। ক্ষৎ অর্থাৎ ক্ষত অর্থাৎ প্রহার হইতে রক্ষা-কর্ত্তা, এই অর্থে ক্ষত্রিয়।

(৩) বিশ-ষ্ণ্য = বৈশ্য। বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদান রুচিঃ শুচিঃ, বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ।

(৪) শুচ্-ঘে রক্ = শূদ্র। শোচন্তশ্চ দ্রবন্তশ্চ শূদ্র ইত্যভিধীয়তে।

(৫) যোগস্তপোদমোদানং ব্রতং শৌচ দয়া ঘৃণা, বিদ্যা বিজ্ঞান মাস্তিক্য মেতৎ ব্রাহ্মণ লক্ষণম্।

ভ্রমণ করিতে করিতে একটী কূপ-মধ্য হইতে নির্গত কোন কামিনীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া কূপ হইতে সেই স্ত্রীকে উদ্ধার করেন। কূপোদ্ধৃতা রমণী, রাজা বৃষপর্ব্বার পুরোহিত শুক্রাচার্য্যের কন্যা, তাঁহার নাম দেবযানী, রাজ-কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা তাঁহাকে কূপে ফেলিয়া গিয়াছে, ইহা শুনিয়া, যযাতি, কন্যাকে তাঁহার পিতার নিকট রাখিতে গেলেন। কন্যা, রাজার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিলেন। রাজাও কন্যার সৌন্দর্য্য-সম্পত্তির পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এবং তখনও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের স্পষ্ট বিভেদ হয় নাই; অতএব রাজা, দেবযানীকে বিবাহ করিলেন। অনন্তর, শর্ম্মিষ্ঠার পিতাও, শর্ম্মিষ্ঠাকে যযাতির হস্তে সমর্পণ করিলেন। দেবযানির গর্ভে যযাতির যদু, ও তুর্ব্বসু (১) এবং শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু, ও পূরুর জন্ম হয়। পূরু ব্যতীত অন্যান্য পুত্রগণ বশ্য ছিলেন না; এইহেতু, রাজা পূরুকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। যযাতি, অন্যান্য পুত্রদিগকে, তাহাদিগের অবশ্যতা জন্য, অভিশাপ প্রদান করেন। ঐ সকল পুত্রের মধ্যে যদু হইতে যাদবগণ, তুর্ব্বসুর বংশে যবনগণ, দ্রুহ্যুর বংশে ভোজগণ এবং অনুর বংশে ম্লেচ্ছ জাতি উৎপন্ন।

---

(১) ঋগ্বেদে (১০।৬২।১) যদু ও তুর্ব্বসু এই দুইজনকে দাশ জাতীয় রাজা বলা হইয়াছে।

যযাতির রাজত্বকালে শূদ্রগণ কোন প্রকারে অত্যাচার-গ্রস্ত হইত না। তৎকালে শত্রুর বংশজাত ব্যক্তির প্রতি অত্যাচার না করাই প্রশংসনীয় ছিল। যযাতির সময় আর্য্য-সমাজে শবদেহের দাহ এবং নিখাত-করণ এই উভয় রীতি প্রচলিত ছিল। অষ্টক ঋষির সহিত যযাতির কথোপকথনে অনেক নীতি-বিষয়ক উপদেশ লাভ হয়(১)।

যযাতির পরলোক প্রাপ্তি হইলে, পূরু, পিতৃনিয়োগ অনুসারে রাজ-সিংহাসনে সমাসীন হইলেন। এই সময়ে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ পূরু-সাম্রাজ্যের অধীন হয়। ঋগ্‌বেদে লিখিত আছে, পূরু, এই অনার্য্য-প্রদেশ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া অধিবাসীদিগকে তাড়াইয়া দেন। পূরু অতিশয় পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। পূরু হইতেই তদীয় সন্তানেরা পৌরব নামে খ্যাত হয়।

কুরু-বংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে দুষ্মন্ত একজন প্রধান পুরুষ। তিনি কণ্ব মুনির পালিত-কন্যা শকুন্তলাকে (২) বিবাহ করেন। হিমালয় প্রদেশে মালিনী নদীতীরে কণ্বের আশ্রম ছিল। একদা রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়া করিতে গিয়া ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন, এবং শকুন্তলার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হইয়া গোপনে তাঁহাকে বিবাহ করেন। অনন্তর, বিদিত-বৃত্তান্ত মহর্ষিকণ্ব, শ্লাঘ্য সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া এই পরিণয় অনুমোদন করেন।

---

(১) মহাভারতের অষ্টক-উপাখ্যান দেখ।

(২) শকুন্তলা—বিশ্বামিত্র ঋষির কন্যা। (মহাভারতে শকুন্তলার উপাখ্যান দেখ।)

দুষ্মন্ত, শকুন্তলাকে বিবাহ করিবার সময় তদীয় সন্তানকে হস্তিনার সিংহাসন প্রদান করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু রাজা, রাজধানীতে আগমন করিয়া, প্রজা, অমাত্য ও গুরুজনের ভয়ে গুপ্ত-পরিণয় প্রকাশ করিলেন না। এদিকে দুষ্মন্তের আশ্রমে শকুন্তলা একটী পুত্র-জননী হইলেন। পুত্রের নাম ভরত হইল। ভরতের বয়স্ যখন ছয় বৎসর, তখন শকুন্তলা সপুত্রা রাজধানীতে উপস্থিত হন। রাজা, প্রথমতঃ শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে অসম্মত হন, পরিশেষে গ্রহণ করেন। কালক্রমে ভরত পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত এবং অতি-প্রসিদ্ধ রাজা হইয়াছিলেন; তাঁহা হইতেই এই দেশের নাম ভারতবর্ষ, এবং তিনি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন সেই বংশের নাম ভারত-বংশ হয়। মহারাজ ভরত, অশ্বমেধ, গোমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া তৎকালে আর্য্য-স্থানের সমুদায় রাজগণের মধ্যে প্রধান হইয়াছিলেন। ভরতের পত্নীগণ, যে সমুদায় সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন, আপনার অনুরূপ হয় নাই বলিয়া, ভরত, তাহাদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। রাজ-পত্নীগণ রাজার এই ব্যবহারে ক্ষুভিত হইয়া সন্তানগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলেন। এই রূপে ভরতের কয়েকটী সন্তান বিনষ্ট হয়। অনন্তর, ভরত জানিতে পাইয়া এই শিশু-হত্যা নিবারণ করেন। মহাভারতে ভরতের পরাক্রমের প্রশংসা আছে বটে; কিন্তু ঋগ্‌বেদে দেখা যায় যে ভরত সুদাসের সহ যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন।

পৌরবদিগের মধ্যে সংবরণ নামে একজন রাজা হইয়াছিলেন। সংবরণের রাজত্ব কালে পাঞ্চালদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়, এবং পাঞ্চালেরা জয়ী হইয়া পৌরব সিংহাসন অধিকার করে। পৌরবেরা সিন্ধুতীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিন্ধু প্রদেশে দীর্ঘকাল বাস করিয়া বশিষ্ঠ বংশীয় ঋষিগণের সহায়তায় ইঁহারা পুনরায় জঙ্গল প্রদেশ অধিকার করেন।

সংবরণের পর কুরু হস্তিনার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কুরু এই বংশের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। ইঁহারই নামানুসারে এই বংশের নাম কুরু-বংশ এবং জঙ্গল-প্রদেশ কুরুক্ষেত্র নাম ধারণ করে। হস্তি নামক নৃপতি কর্ত্তৃক স্থাপিত হস্তিনা নগরীতে কুরু-রাজের রাজধানী স্থাপিত হয়।

মহারাজ শান্তনুর সময়ে কুরু-রাজ্যের প্রচুর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয়। শান্তনু, গঙ্গা নাম্নী একটী পার্ব্বত্য রমণীর পাণি-গ্রহণ করেন। গঙ্গার গর্ভে শান্তনুর যে কয়েকটী সন্তান জন্মে, পার্ব্বতীয় অসভ্য জাতির ব্যবহারানুসারে গঙ্গা তাহাদের সকলেরই প্রাণ বধ করেন। শেষ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, গঙ্গা তাহার প্রাণ বধে উদ্যত হইলে, রাজা গঙ্গাকে ভৎ‍র্সনা করেন। স্বেচ্ছা-বিহারিণী পার্ব্বতীয় রমণী গঙ্গা ইহাতে কুপিত হইয়া শান্তনুকে ত্যাগ করেন।* শান্তনু, গঙ্গার হস্ত হইতে

---

* মহাভারতে বর্ণিত আছে যে শাপগ্রস্ত বসুদিগের জন্ম ও মুক্তি জন্য দেবতাত্মা মহানদী গঙ্গা মানুষী হইয়া শান্তনুকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

রক্ষিত নবকুমারের নাম দেবব্রত রাখেন। এই রাজ-কুমার অতিশয় রূপবান্ ছিলেন; তাঁহার সৌন্দর্য্য-প্রভায় রাজপুরী সমুদ্ভাসিত হইল; এবং তাঁহার শৌর্য্য-প্রভায় কুরু-বংশের যশোরাশি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; শান্তনুও সংসারে পুত্রবান্‌দিগের মধ্যে ধন্য হইলেন। দেবব্রত, বাল্যাবধি বীরব্রত অবলম্বন করিলেন; তিনি যে সময়ে যৌবনে পদার্পণ করেন, তখনও জরা আসিয়া শান্তনুকে আক্রমণ করে নাই; ভোগ-লালসা তখনও শান্তনুর হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। সেই সময়ে, শান্তনু একদিন এক অপরূপ লাবণ্যবতী কামিনীর সৌন্দর্য্য রাশি দেখিয়া মোহিত হইলেন; ঐ কন্যার পিতা, গঙ্গাতীরস্থ একটী দাশ-রাজ্যের অধিপতি ছিলেন; অবিলম্বে কন্যার পিতার নিকট বিবাহ সম্বন্ধের প্রস্তাব হইল। কুরু-বংশীয় মহারাজ শান্তনুর সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিতে দাশ-রাজের কেন অসম্মতি হইবে? কিন্তু এরূপ সম্বন্ধ শ্লাঘনীয় হইলেও দাশ-রাজ আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানিয়াছিলেন; তিনি বলিলেন, "রাজন্! বিবাহ দিতে আমার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু আপনাকে একটী অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতে হইবে। আপনি স্বীকার করুন্ যে, আমার দুহিতার গর্ভ-জাত সন্তান, আপনার পর, হস্তিনার সিংহাসন অধিকার করিবে।" এই প্রস্তাবে শান্তনু বজ্রাহত-প্রায় হইলেন; তিনি সহসা দাশ-রাজের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না; তাঁহার এক অসাধারণ ক্ষমতাশালী পরম গুণবান্ যুবক-পুত্র বর্ত্তমান; কন্যার পিতার কথায়

সম্মতি দান করিতে হইলে ঐ পুত্রকে রাজাসন হইতে বঞ্চিত করিতে হয়। শান্তনু জানিতেন, পিতৃভক্ত দেবব্রত, পিতার সুখের জন্য রাজাসনের মায়া অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারেন; কিন্তু প্রজাগণ ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইবে। প্রাচীন সময়ে আর্য্য-রাজ্য সমূহে, রাজাকে, প্রজা সাধারণের মতামতের উপরি নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে হইত। অসমর্থ, উৎপীড়ক, অধার্ম্মিক রাজাকে পদচ্যুত করিয়া প্রজাগণ, রাজ্যের কণ্টকোদ্ধার করিত। শান্তনু প্রজাবিরাগ ভয়ে ও পুত্র-স্নেহে বশীভূত হইয়া দাশ-রাজের প্রস্তাব পরিজন-সমীপে উত্থাপন করিতে পারিলেন না; কিন্তু নিদারুণ মনোবেদনায় আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল; রাজ-ভোগে, মৃগয়ায় ও ব্যায়ামে তাঁহার উৎসাহ রহিল না। দেবব্রত, এত দিন রাজার মনোবেদনার কারণ জানিতে পারেন নাই; অনন্তর, লোক পরম্পরায় বিশেষ বৃত্তান্ত তাঁহার শ্রুতি-গোচর হইল। তখন তিনি পিতাকে জানাইলেন যে তিনি রাজা হইতে চান না।

ইহাতেও কন্যার পিতার আপত্তি মিটিল না; তিনি বলিয়া বসিলেন যে, " দেবব্রত রাজা না হউন, তাঁহার সন্তানেরা রাজ্যের জন্য পরিণামে বিবাদ করিতে পারেন"। একথাও দেবব্রতের কর্ণগোচর হইল; তখন তিনি কন্যার পিতার সমুদায় আপত্তি দূরীকরণ মানসে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি রাজাও হইবেন না; এবং বিবাহও

করিবেন না। এই অলোক-সাধারণ ভীষণ প্রতিজ্ঞা জন্য রাজন্য-সমাজ, দেবব্রতের নাম ভীষ্ম রাখিলেন। অতঃপর আমরা এই মহাপুরুষকে দেবব্রত না বলিয়া ভীষ্ম বলিব। ইনি ভীষ্ম নামেই জগতে প্রসিদ্ধ।

দাশ-রাজের অসামান্য রূপলাবণ্যবতী কন্যা, সত্য-বতী নামে মহাভারতে প্রসিদ্ধ। মহাসমারোহে শান্তনুর সহ সত্যবতীর পরিণয় ব্যাপার সমাহিত হইল। সত্য-বতীর গর্ভে শান্তনুর বিচিত্র-বীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামক পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রদ্বয়ের জন্মের কিয়দ্দিবস পরেই শান্তনু মানবলীলা সংবরণ করিলেন। তখন ভীষ্ম, বালকদ্বয়ের অভিভাবকস্বরূপ হইয়া স্বহস্তে রাজকার্য্য গ্রহণ করিলেন। কুমারেরা, শুক্ল পক্ষীয় শশি-কলার-ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন; ভীষ্মের যত্নে তাঁহারা শাস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন; তাঁহাদের কার্য্যকরী ক্ষমতা মনোহারিণী যৌবন-শ্রীসহ মিলিত হইয়া হস্তিনার প্রকৃতিবৃন্দের আনন্দোৎপাদন করিতে লাগিল।

কুরুরাজ্যের উত্তরসীমায় হিমালয় পর্ব্বতে গন্ধর্ব্ব নামে একটী পার্ব্বত্য জাতি বাস করিত। ইহারা মধ্যে মধ্যে কুরুরাজ্য আক্রমণ করিত; কখন কখন কুরুগণও ইহাদের রাজ্য আক্রমণ করিতেন। কোন সময়ে গন্ধর্ব্বগণ, কুরুরাজ্য আক্রমণ করিলে চিত্রাঙ্গদ তাহাদিগকে দমন করিতে গিয়া যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন।

কিয়দ্দিন পরে কাশীরাজ তাঁহার তিন কন্যার স্বয়-

ম্বরের উদ্যোগ করিয়া আর্য্য-রাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। পূর্ব্ব কালে আর্য্য-সমাজে কন্যা, পতি মনোনীত করিয়া লইতেন; অভিভাবকগণ, কন্যার তাদৃশ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। স্বয়ম্বর-সভায় সমাগত ব্যক্তিগণ কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আপন আপন সামর্থ্যের পরীক্ষা দিতেন। যিনি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন, কন্যা তাঁহাকে স্বামিরূপে বরণ করিতেন। এই কালটী বীরত্বের যুগ; শরীরে সামর্থ্য না থাকিলে এই কালে জীবন ধারণ করা কঠিন হইত; এবং অনার্য্যগণ সুবিধা পাইলেই আর্য্যজাতি সম্বন্ধে বৈর-নির্য্যাতন-স্পৃহা চরিতার্থ করিত। এই কালে বীরত্বের সম্যক্ আদর ছিল। বীরত্ব-বিহীন কমনীয় অঙ্গযষ্টিধারী পুরুষেরা স্ত্রীগণের অনুরাগ-ভাজন হইতে পারিতেন না। যে বীর পুরুষ, স্বয়ম্বর-সভা হইতে কন্যা অপহরণ করিতে পারিতেন, কন্যা তাঁহাকে অপহারক বলিয়া ঘৃণা না করিয়া বীর বলিয়া তাঁহার শরণাগত হইতেন। কখন কখন কন্যা-হরণ উপলক্ষে ভয়ানক বিবাদ উপস্থিত হইত।

ভীষ্ম, আমরণ অবিবাহিত থাকিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; অতএব কাশীরাজের কন্যাগণের স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হইয়া বিবাহার্থিনী কন্যাত্রয়কে বিচিত্রবীর্য্যের উদ্দেশেই হরণ করিলেন। কন্যাত্রয় হস্তিনায় আনীত হইলে পর, জ্যেষ্ঠা অম্বিকা প্রকাশ করিলেন যে, তিনি মদ্ররাজ শল্যকে পতিত্বে বরণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন;

ভীষ্ম তচ্ছ্রবণে তাঁহাকে শল্যের সমীপে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। অম্বিকা, শল্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া আপনার মনোভাব প্রকাশ করিলেন; কিন্তু শল্য, ভীষ্মের ভয়েই হউক, অথবা কন্যার অন্যানুরাগ সন্দেহ করিয়াই হউক, তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। কন্যা, তখন ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী হওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন; কিন্তু সত্য-প্রতিজ্ঞ ভীষ্ম বিচলিত হইলেন না। তখন, দারুণ মর্ম্মবেদনায় পীড়িতা হইয়া অম্বিকা বানপ্রস্থাবলম্বী মাতামহের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অম্বিকার মাতামহ বানপ্রস্থাবলম্বনের পূর্ব্বে পঞ্চালের খণ্ড বিশেষের রাজা ছিলেন। অম্বিকা-প্রত্যাখ্যান রূপকার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া পাঞ্চালগণ ভীষ্মের নিদারুণ শত্রু হইয়া থাকিল।

অনন্তর, মহাসমারোহে বিচিত্রবীর্য্যের সহিত অম্বা ও অম্বালিকার উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর, বিচিত্রবীর্য্য বিলাসোন্মত্ত হইয়া রাজকার্য্যে মন দিতেন না। প্রজাগণ তাদৃশ অমনোযোগিতা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে হস্তিনা হইতে নির্ব্বাসিত করিল। অতি-বিলাসিতা-নিবন্ধন তিনিও যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন; তাঁহার কমনীয় কান্তি ক্রমশঃ মলিন হইতে লাগিল। বিবাহের সাত বৎসর পরে বিচিত্রবীর্য্য ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তখন হস্তিনার প্রজাগণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইল; হস্তিনার রাজাসন শূন্য হইল। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে বিচিত্রবীর্য্যের

দুইটী পুত্র ছিল। ভীষ্ম যত্নপূর্ব্বক পুত্রদ্বয়ের লালন-পালন ও তাহাদিগকে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। হস্তিনার রাজাসন দীর্ঘকাল শূন্য থাকায় নানা দিক্ হইতে শত্রুগণ কুরুরাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিল। মদ্র ও দশার্ণ রাজ কর্ত্তৃক এই রাজ্যের কিয়দংশ আচ্ছিন্ন হইল; কিন্তু মহানুভব ভীষ্মের যত্নে রাজ্যটীর সম্পূর্ণ বিনাশ নিবারিত হইয়াছিল।

কুমারেরা ক্রমে ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া রাজাসন প্রাপ্ত হইলেন না। কনিষ্ঠ পাণ্ডু সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। গান্ধার-রাজ-কন্যা গান্ধারীর সহ ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ হইল। পাণ্ডু, যদু বংশীয় কুন্তি-ভোজ তনয়া কুন্তি, এবং মদ্র-রাজ দুহিতা মাদ্রী, এই দুই কন্যা বিবাহ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বাল্যবস্থায় কুরু-রাজ্যের সীমা ও প্রতাপ অনেক কমিয়া গিয়াছিল; তৎসমুদায় পুনরুদ্ধার করিতে পাণ্ডুর ঐকান্তিকী বাসনা হইল; তিনি সসৈন্যে মদ্র-দেশ আক্রমণ করিলেন। মদ্র-রাজের রাজধানী সমীপে ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইল। যুদ্ধে মদ্ররাজ নিহত হইলেন। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, প্রাচীনকালে প্রত্যেক দেশ নানা খণ্ডে বিভক্ত ছিল, এবং প্রতি খণ্ডে এক এক জন রাজা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেন। মদ্র-দেশের যে খণ্ডের রাজ-কন্যাকে পাণ্ডু বিবাহ করেন, পাণ্ডু কর্ত্তৃক পরাজিত মদ্র-রাজ, বোধ হয়, সে খণ্ডের রাজা ছিলেন না। ক্রমে ক্রমে দশার্ণ, বারাণসী ও মিথিলার রাজগণ পাণ্ডু

কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন। এইরূপে কুরু-বংশের প্রনষ্ট গৌরবের উদ্ধার সাধন করিয়া অসংখ্য ধন-রত্ন সমভি-ব্যহারে পাণ্ডু হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন। পাণ্ডু, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান্ ছিলেন; জ্যেষ্ঠের অনুমতি বিনা কোন কার্য্য করিতেন না; বিজয়ে আনীত রত্নরাজি জ্যেষ্ঠের চরণে সমর্পণ করিলেন।

নানাবিধ গুণ সত্ত্বেও পাণ্ডুর একটী মহা দোষ ছিল;—তিনি অতিশয় মৃগয়া-প্রিয় ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও অমাত্যগণের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া পাণ্ডু পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে হিমালয়ারণ্যে মৃগয়া উপলক্ষে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কদাচিৎ হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিতেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাণ্ডুর নিকট পাঠাইতেন। হিমালয়ারণ্যে, যুধিষ্ঠির, ভীম, ও অর্জ্জুন নামে কুন্তীর তিনটী পুত্র জন্মে, এবং নকুল ও সহদেব নামক দুইটী পুত্র মাদ্রী প্রসব করিলেন। যে দিন হিমালয়ারণ্যে ভীমের জন্ম হয়, ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী গান্ধারীও সেই দিন একটী পুত্র প্রসব করিলেন; ঐ পুত্রের নাম দুর্য্যোধন রাখা হইল। পুত্রের জন্ম হইলে ধৃতরাষ্ট্র সভাসদ্ ও অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার এই পুত্র ভবিষ্যতে রাজ্য পাইবে কি না? অমাত্যগণ ও অন্যান্য সভাসদেরা এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেন নাই বা মীমাংসা করেন নাই। কিন্তু এই সময়ে এই বিষয়ের মীমাংসা হইলে, বোধ হয়, পরিণামে কুলক্ষয়কর জ্ঞাতি-বিরোধ উপস্থিত হইত না। কনিষ্ঠ পাণ্ডুর প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের

স্নেহের অল্পতা ছিল না বটে ; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের স্বার্থ মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই।

হিমালয়ারণ্যে পাণ্ডু দেহ-ত্যাগ করেন ; অনন্তর তাঁহার মৃত-দেহ হস্তিনায় আনীত এবং পবিত্র-সলিলা গঙ্গার তীরে অগ্নিসাৎ করা হয়। এই ঘটনার পর মহা-ভারতের কোন স্থানে মাদ্রীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে বোধ হয় পাণ্ডুর মৃত্যুর সমসময়ে অথবা অব্যবহিত পরেই মাদ্রী প্রাণ ত্যাগ করেন। কথিত আছে যে মাদ্রী পাণ্ডুর সহমৃতা হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পাণ্ডুর পরলোক প্রাপ্তির পর হিমালয়ারণ্যস্থ ঋষিগণ, পাণ্ডুর পঞ্চ পুত্র ও কুন্তী সমভিব্যাহারে হস্তিনায় আগমন করেন। তাঁহাদিগকে হস্তিনায় সমাদরে গ্রহণ করা হইল। কুমারেরা পাণ্ডুর পুত্র কি না এতদ্বিষয়ে প্রজাগণের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল ; কিন্তু সমাগত ঋষিগণ তাঁহাদিগকে পাণ্ডুর পুত্র বলিয়া সাক্ষ্যপ্রদান করিলে, সকলের সংশয় দূরীভূত হইল। ধৃতরাষ্ট্র সদয়ভাবে ও সস্নেহে ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে গ্রহণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের কতকগুলি পুত্র জন্মিয়াছিল ; তাঁহাদের সহিত পাণ্ডু-কুমারেরা শশি-কলার ন্যায় দিন দিন উপচীয়মান হইতে লাগিলেন। মধ্যম-পাণ্ডব ভীমসেন, শারীরিক বলে সর্ব্বাপেক্ষা বলীয়ান্ ছিলেন। তিনি ক্রীড়া-

ভূমিতে অন্যান্য বালককে উৎক্ষেপণ ও নিক্ষেপণ করিয়া দারুণ যন্ত্রণা দিতেন। দুর্য্যোধনের সহ যেন তাঁহার স্বাভাবিক শত্রুতা জন্মিয়াছিল; এবং তিনি ধৃতরাষ্ট্রের অন্যান্য তনয়গণকেও অতিশয় উৎপীড়ন করিতেন। ভীমের এইরূপ ব্যবহারে ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ে আঘাত লাগিতে লাগিল। জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম পরায়ণতা ও বিনয়াদি গুণে হস্তিনার নাগরিকেরা এতদূর প্রীত হইয়াছিল যে, তাহারা যুধিষ্ঠিরকে রাজপদ প্রদানের জন্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকট প্রার্থনা করিল। অর্জ্জুনের অস্ত্র নৈপুণ্য খ্যাতিও, ধৃতরাষ্ট্রের অশ্রুত ছিলনা। ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের উৎকর্ষ ও স্বপুত্রবর্গের অপকর্ষ জন্য ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় কলুষিত হইতে লাগিল। তিনি কুরুকুলের রাজমন্ত্রী কণিকাচার্য্যকে আহ্বান করিয়া তাঁহার নিকট আপনার হৃদয়-দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন। কণিকাচার্য্য অতি ভয়ঙ্কর লোক ছিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া পাণ্ডুপুত্র-গণকে যে কোন উপায়ে বিনাশ করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু রাজ্যতন্ত্রের ক্ষমতাশালী অনেক ব্যক্তি পাণ্ডুপুত্রগণের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন বলিয়া এবং হস্তিনার প্রজাবর্গের ভয়ে ধৃতরাষ্ট্র কণিকাচার্য্যের পরামর্শ অনুসরণ করিতে সাহস পাইলেন না। তিনি যাবতীয় পৈত্রিক ধন গোপন করিলেন। প্রবাদ আছে দুর্য্যোধন, ভীমের ভোজ্য দ্রব্যে দুই বার বিষ মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন; একবার ভীমের অচেতনাবস্থায় তাঁহার হস্ত পদ রজ্জু-বদ্ধ

করিয়া তাঁহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধনের এই সকল কার্য্য ধৃতরাষ্ট্রের অভিমতানুসারে নিষ্পাদিত হইয়াছিল কি না তাহা জানা যায় না।

আমরা এই স্থলে একটী মহাপুরুষের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই মহানুভব ব্যক্তির নাম বিদুর। বিদুর, বিচিত্রবীর্য্যের দাসী-পুত্র; সুতরাং সম্বন্ধানুসারে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর ভ্রাতা। অসাধারণ ধর্ম্ম-জ্ঞান, বিদুরের চরিত্রকে দেব ভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি অন্যায় অত্যাচার সহিতে পারিতেন না। প্রভুর রোষ তোষের অপেক্ষা না করিয়া মুক্ত-কণ্ঠে অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতেন। কিসে কুরু-কুলের মঙ্গল হয় এতদ্বিষয়ে তাঁহার চেষ্টার বিরাম ছিল না। ধৃতরাষ্ট্র এই মহাতেজস্বী ধার্ম্মিক-প্রবরকে সম্মান ও ভয় করিতেন। বিদুর বুঝিতে পারিলেন যে, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু-তনয়-গণের অস্তিত্ব ইচ্ছা করেন না। তিনি আকার, ইঙ্গিত, চেষ্টা, ভাষণ, নেত্রবক্ত্র ভঙ্গী দ্বারা কৌরবগণের(১) মনো-বিকার বুঝিতে পারিয়া যথাসময়ে পাণ্ডুনন্দনগণকে সাবধান করিয়া দিতেন। ফলতঃ এই মহাপুরুষ সহায়তা না করিলে পাণ্ডবগণের প্রাণ রক্ষা হওয়ার কোনরূপ সম্ভাবনা ছিল না। ধৃতরাষ্ট্র, আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের উপর প্রকাশ্য ভাবে অন্যায় আচরণ করিতে সাহস করেন নাই।

---

(১) পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্র উভয়ে কুরুকুল সম্ভূত হইলেও এই সময় হইতে পাণ্ডু পুত্রগণ পাণ্ডব নামে এবং ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ কৌরব নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

যথা সময়ে কুমারগণকে অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিবার জন্য ভীষ্ম সুশিক্ষকের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ একজন অদ্বিতীয় অস্ত্রবিদ্ ব্যক্তি কুমারগণের শিক্ষকরূপে বরিত হইলেন। এই আচার্য্যের নাম দ্রোণ। ইনি সচরাচর দ্রোণাচার্য্য নামে অভিহিত হইতেন। হরিদ্বারের নিকট স্থান বিশেষ দ্রোণের বাসভূমি ছিল; এই স্থান এখন দেরাদুন নামে প্রসিদ্ধ। বাল্যকালে দ্রোণ, ও পঞ্চাল রাজ-তনয় দ্রুপদ সেই স্থানে ভরদ্বাজ বংশীয় ঋষিদিগের নিকট শস্ত্র ও শাস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। এই বালকদ্বয়ের মধ্যে নিরতিশয় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। এক দিন দ্রুপদ দ্রোণকে বলেন; সখে! যখন আমি পঞ্চাল রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিব, তখন তোমার উপকার করিব। পাঠ সমাপন হইলে উভয়ে স্বগৃহে গমন করেন। দ্রোণ, অস্ত্র-বিদ্যায় সাতিশয় নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু নিদারুণ দারিদ্র্য দ্রোণকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশে পাতিত করিয়াছিল। দ্রুপদ, পঞ্চাল-রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলে দ্রুপদের সহ বালসখ্য দ্রোণের স্মৃতি পথে আরূঢ় হয়; এবং তিনি দ্রুপদের সমীপে উপস্থিত হইয়া বাল্যকালের বন্ধুত্ব স্মরণ করাইয়া দেন। দ্রুপদ, দরিদ্র দ্রোণকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক, ঘৃণার সহিত তিরস্কার করিলেন। এই ব্যবহারে দ্রোণ মর্ম্মাহত হইলেন। তেজস্বী বীর-পুরুষ দারিদ্র্য মোচনের উপায়ান্তর নাই দেখিয়া হস্তিনায় সপরিবারে আগমন পূর্ব্বক কৃপাচার্য্যের

ভবনে দীনবেশে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মলিন বসনধারী দ্রোণকে দেখিয়া কেহ জানিতে পারিল না যে ধনুর্ব্বেদ, এই বীর-পুরুষের আকৃতি ধারণ করিয়া মূর্ত্তি-মান্ হইয়াছে। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইল। এক দিন রাজ-কুমারেরা প্রান্তরে ক্রীড়া করিতেছিলেন এমত সময়ে তাঁহাদের একটী ক্রীড়া কন্দুক কূপ-মধ্যে পতিত হয়; কুমারেরা অনেক চেষ্টা করিয়াও কন্দুকোত্তোলন করিতে সমর্থ হইলেন না। এমন সময়ে, দ্রোণ যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কৌশল বিশেষ অবলম্বন পূর্ব্বক কন্দুকোত্তোলন করিলেন; তদ্দর্শনে বালকগণের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিলনা। তাঁহারা ভীষ্মের নিকট সেই সমাচার বিজ্ঞাপন করিলেন। ভীষ্ম, কন্দুকোত্তোলন-কৌশল-প্রযোক্তাকে দ্রোণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। অগ্নি, কতকাল ভস্মাচ্ছাদিত থাকিতে পারে? মহামতি ভীষ্ম, দ্রোণকে আহ্বান করিয়া তাঁহার হস্তে কুমারগণের শিক্ষার ভার সমর্পণ করিলেন।

কুমারেরা অস্ত্র-বিদ্যায় শিক্ষিত হইতে লাগিলেন। দ্রোণের অসাধারণ অস্ত্র-নৈপুণ্য-খ্যাতি দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইল। চতুর্দ্দিক্ হইতে আর্য্যবালকেরা অস্ত্রশিক্ষার্থ দ্রোণের সমীপে আগমন করিল। একদিন, একলব্য নামক জনৈক নিষাদ-রাজপুত্র দ্রোণের নিকট অস্ত্র শিক্ষার্থ আগমন করিলেন। নীচ জাতীয় বলিয়া একলব্যকে শিক্ষাদিতে দ্রোণ অস্বীকৃত হইলেন; একলব্য ভগ্নান্তঃকরণে দেশে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু দ্রোণের মহাবীর-মূর্ত্তি একলব্যের

অন্তঃকরণে সম্মান-বুদ্ধি উৎপাদন করিয়াছিল; অতএব একলব্য দ্রোণের এক মৃণ্ময়ী-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া তাহার সমীপে অস্ত্রপ্রয়োগ কৌশল অভ্যাস করিতে লাগিলেন। অস্ত্রপ্রয়োগে একলব্যের অসাধারণ দক্ষতা জন্মিল।

একদিন মৃগয়াচারী দ্রোণশিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ একলব্যের তাদৃশ ব্যবহার প্রত্যক্ষ পূর্ব্বক দ্রোণের নিকট তাহা বিজ্ঞাপিত করে। তচ্ছ্রবণে দ্রোণ, কৌতূহল-পরবশ হইয়া একলব্যের সমীপে গমন করিলেন; একলব্য গুরু দর্শনে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন, এবং তদীয় চরণে প্রণাম পূর্ব্বক গুরু-দক্ষিণাদানার্থ প্রার্থনা জানাইলেন। নীচ নিষাদ-কুলোদ্ভব একলব্যের তাদৃশ অস্ত্র-নৈপুণ্য দ্রোণের সন্তোষ উৎপাদন করে নাই; তিনি তাঁহার অস্ত্রবল খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ গুরু-দক্ষিণা স্বরূপ যাচ্ঞা করিলেন। নিষাদ-রাজপুত্র, অবিকৃত মুখে অঙ্গুষ্ঠ ছেদন করিয়া গুরু-চরণে প্রদান করিলেন। একলব্যের এই অসাধারণ সাহসিকতা এবং গুরু-ভক্তির প্রশংসা চিরকালই লোক-হৃদয়ে বিস্ময়োৎপাদন করিবে। মালব-দেশের লোকে, একলব্যের এই উপাখ্যানের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়া ইহার সত্যতা সপ্রমাণ করিয়া থাকে।

দ্রোণের শিষ্যগণের মধ্যে ভীম ও দুর্যোধন গদাযুদ্ধে নিপুণ হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের কাহারও তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের ন্যায় সর্ব্বাস্ত্র-নৈপুণ্য জন্মে নাই। গুণবান্

শিষ্যের প্রতি গুরুর স্বভাবতঃ প্রীতি জন্মিয়া থাকে; এই হেতু, দ্রোণ, অর্জ্জুনকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডব যুধিষ্ঠির অস্ত্র-বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই।

কৌরব-বালক ব্যতীত অন্যান্য অনেক বালক দ্রোণের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল। এমন কি দ্রোণ, নিজের প্রবল শত্রু দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকেও অস্ত্র বিদ্যায় সুশিক্ষিত করেন। দ্রোণ জানিতেন, হয়ত এই শিষ্যের হস্তে এক দিন তাঁহার বীরগতি লাভ হইতে পারে; কিন্তু তিনি সে চিন্তায় অভিভূত হইয়া মানসিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ করেন নাই। কর্ণ নামক একটী বালক অস্ত্র-বিদ্যায় প্রায় অর্জ্জুনের ন্যায় নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। তৃতীয়-পাণ্ডব অর্জ্জুনকে অস্ত্র-বিদ্যায় সুনিপুণ দর্শন করিয়া দুর্য্যোধন ও কর্ণ উভয়ের বিলক্ষণ ঈর্ষ্যার উদয় হইয়াছিল; এরূপ স্থলে উভয়ের বিলক্ষণ বন্ধুত্বও জন্মিয়াছিল; দুর্য্যোধনের যাবতীয় গর্হিত কার্য্য কর্ণ অনুমোদন করিতেন।

কোন সময় রাজকুমারগণের অস্ত্র-বিদ্যা পরীক্ষার্থ পৌরবর্গ সমুৎসুক হইয়া উঠিল। তাহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য একটী মনোহর রঙ্গভূমি নির্ম্মিত হইল। রঙ্গ-ভূমির চতুঃপার্শ্বে নাগরিকদের বসিবার জন্য মঞ্চ গঠিত হইল। কামিনীগণের জন্য পৃথক্-স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। ধাতু, মৃত্তিকা ও কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদির মূর্ত্তি বেধনীয় লক্ষ্য রূপে রঙ্গ-ভূমির স্থানে স্থানে

স্থাপিত হইল। পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট দিবসে সমর-বাদ্য গম্ভীর স্বরে বাজিতে লাগিল; কুতূহলী কুরু-জন-পদবাসীদের বীর-হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল; দেখিতে দেখিতে রঙ্গ-ভূমি জনাকীর্ণ হইল। কুমারেরা আচার্য্যের সহিত রঙ্গ-ভূমিতে প্রবেশ করিলেন। এই রণাভিনয়, দ্রোণের অস্ত্র-বিদ্যা ও শিক্ষাদান-ক্ষমতার পরি-চয় প্রদান করিবে; এই জন্য তিনি বিশেষ যত্নের সহিত রঙ্গ-ভূমি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কুমারেরা রঙ্গ-স্থলে উপস্থিত হইয়া মনে করিতে লাগিলেন যে তাঁহারা প্রকৃতই রণ-স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন। অনন্তর তাঁহারা আচার্য্যের আদেশানুসারে অস্ত্র-প্রয়োগ-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ অকৃতকার্য্যতা জন্য আচার্য্য কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও রঙ্গ-ভূমি হইতে নিষ্কাশিত হই-লেন। জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডব যুধিষ্ঠির অকৃতকার্য্যদিগের অন্তর্নিবিষ্ট হইলেন। তৃতীয়-পাণ্ডব অর্জ্জুন, গুরুদেব দ্রোণাচার্য্যের অসাধারণ ক্ষমতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত ছিলেন; অর্জ্জুনের শিক্ষা দর্শন করিয়া সমাগতজনগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না; সাধুবাদে হস্তিনার আকাশ শব্দায়মান হইয়া উঠিল; বীর-প্রসূ কুন্তীদেবীর হর্ষাশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। তৃতীয়-পাণ্ডবের এই যশোগানে দুর্য্যোধন ও কর্ণের হৃদয় বিদীর্ণ হইল। অমর্ষপরায়ণ কর্ণ, অর্জ্জুনের গর্ব্ব খর্ব্ব জন্য রঙ্গ-ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন। রঙ্গস্থ লোক সমূহ এই অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তিকে চিনিত না; কিন্তু

তাঁহার বীরত্বব্যঞ্জকসুবিশালবপুঃ ও দর্প-পূর্ণ মুখশ্রী দর্শন করিয়া সকলের বিস্ময় জন্মিল। কর্ণের পিতা মাতা কে, তাহাও কেহই জানিত না। সূত-জাতীয় এক ব্যক্তি কর্ণকে পালন করে। কর্ণ, রাজা বা রাজ-বংশীয় নন বলিয়া অর্জ্জুন কর্ণের সহ দ্বৈরথ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অস্বীকৃত হইলেন। তাহা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র তৎক্ষণাৎ কর্ণকে অঙ্গ রাজ্যের আধিপত্য প্রদান করিলেন; সুতরাং অর্জ্জুনের আপত্তি তিরোহিত হইল। অতঃপর পাণ্ডবেরা কর্ণকে নীচ-জাতি-সম্ভূত বলিয়া আপত্তি উপস্থিত করিলেন। বীর-পুরুষ কর্ণ ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। তিনি লজ্জিত হইয়া অভিমানে রঙ্গ-ভূমি পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ পাণ্ডবগণের প্রতি চিরকালের নিমিত্ত বিরূপ হইয়া রহিল।

পাণ্ডবগণের শাস্ত্র-জ্ঞান ও সৎ স্বভাবের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডবের সদ্গুণে পুরোবাসিগণ এত মোহিত হইয়াছিল যে সকলেই ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাঁহার যৌব-রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাব করিল। পাণ্ডবগণের প্রশংসা শুনিতে শুনিতে ধৃতরাষ্ট্রের চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইয়াছিল। অন্ধ-রাজ মনশ্চক্ষুতে দেখিতে পাইলেন যে পাণ্ডবগণের বিদ্যমানতা তাঁহার পুত্র পৌত্রগণের রাজ্য-প্রাপ্তির আশা চিরকালের জন্য তিরোহিত করিতেছে; অতএব তিনি পাণ্ডবগণকে চির কালের জন্য স্থানান্তরিত করিতে চেষ্টা পাইলেন। কুরু রাজ্যের প্রান্ত সীমায় আধুনিক প্রয়াগ নগরের

অনতিদূরে বারণাবত নামক একটী সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর ছিল। উপস্থিত সময়ে বারণাবত নগরে পশুপতি মহোৎসব নামে এক মহোৎসব হইতেছিল; তদ্দর্শনার্থ নানাদেশীয় জনগণ আগমন করিয়া ছিল; নানা দিক্ হইতে আগত পণ্য-বিক্রেতাদিগের সমাগমে বারণাবত নিবিড় জনাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ধৃতরাষ্ট্রানুগত পুরুষেরা পাণ্ডবগণের নিকট বারণাবত নগরের মহোৎসবের কথা বিবিধ রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া বলিতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্র, ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে তথাকার মহোৎসব দর্শন ও তত্রত্য প্রজাবৃন্দের নিকট পরিচিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন। তীক্ষ্ণমনীষা-সম্পন্ন মহামতি বিদুর অন্ধরাজের মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডবেরও তাহা বুঝিতে বাকি রহিলনা; কিন্তু পাছে জননী কুন্তী ও ভ্রাতৃচতুষ্টয় ভীত ও কুপিত হইয়া ভবিষ্যৎ নষ্ট করেন, এই ভয়ে তিনি কিছুই প্রকাশ করিলেন না। পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠ-পিতৃব্যের আদেশানুসারে বারণাবতে গমন করিলেন; বিদুর গোপনে যুধিষ্ঠিরকে সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিলেন। পাণ্ডবগণ বারণাবতে প্রস্থান করিলে হস্তিনাবাসিগণ বুঝিতে পারিল যে, অন্ধরাজ প্রকারান্তরে ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে নির্ব্বাসিত করিলেন। তখন প্রজ্ঞা-চক্ষু অন্ধরাজ প্রকৃতিগণের অসন্তোষ বুঝিতে পারিয়া ভীত হইলেন।

পাণ্ডবেরা বারণাবতে উপস্থিত হইলে বারণাবতবাসিগণ মহাসমাদরে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিল।

পাণ্ডবগণের উপস্থিতির পূর্ব্বেই ধৃতরাষ্ট্র-প্রেরিত দুর্য্যোধনানুচর পুরোচন নামক এক ব্যক্তি রাজপুত্রগণের অভ্যর্থনা জন্য বারণাবতে আগমন করিয়াছিল। পুরোচন, পাণ্ডবগণকে অগ্নি-দগ্ধ করিবার জন্য, শণ, সর্জ্জরস, লাক্ষা, ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থ দ্বারা একটী মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিল। এই প্রাসাদের মনোহর দৃশ্যে সকলেই মোহিত হইল। কেহ বুঝিতে পারিল না যে কোন নিষ্ঠুর-কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। পাপাত্মা পুরোচন এই অশিব গৃহের নাম শিব রাখিয়াছিল। পাণ্ডবগণের বারণাবতে উপস্থিতির দশদিন পরে শিব-গৃহ সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত হইল। তখন পাণ্ডবেরা শুভদিনে গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহ-প্রবেশের পর জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডব গৃহের উপকরণ গুলির আঘ্রাণে গৃহ-নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন; বিদুর আসিবার সময় তাঁহাকে সঙ্কেতে আত্মরক্ষার যে সকল কথা বলিয়া দিয়াছিলেন সে সমুদয় তাঁহার স্মৃতি পথে আরূঢ় হইল। তিনি জননী ও ভ্রাতৃগণের সমীপে পাপাত্মা দুর্য্যোধন-প্রেরিত-পুরোচনের নিদারুণ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন; এবং যেরূপে আত্মরক্ষা করিতে পারা যাইবে তাহার উপায় উদ্ভাবনে যত্নবান্ হইলেন। যুধিষ্ঠির দেখিতে পাইলেন, শিব-গৃহের স্থানে স্থানে অস্ত্র শস্ত্র এরূপে রক্ষিত হইয়াছে যে, যখন তাহাতে অগ্নি লাগিবে তখনই অস্ত্রগুলি চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর বেগে ছুটিয়া পলায়মান ব্যক্তির প্রাণবধ করিবে। অতএব

তিনি ভূমির উপর দিয়া পলায়নের কোন সুবিধা দেখিতে পাইলেন না। অগত্যা তাঁহাকে উপায়ান্তর অন্বেষণ করিতে হইল। এদিকে মহামতি বিদুর হস্তিনায় থাকিয়া রাজ্যতন্ত্রের গূঢ় রহস্য পরিজ্ঞাত হইতেছিলেন। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, পাণ্ডবগণের বাসগৃহে অগ্নিদানের সময় বড় দূরবর্ত্তী নয়, তখনই একজন বিশ্বস্ত-ব্যক্তিকে যুধিষ্ঠিরের নিকট পাঠাইলেন। ভূমি-খনন কার্য্যে এই ব্যক্তির অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। সে যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিদুরের অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করিলে যুধিষ্ঠির তাহাকে সন্ধি-খনন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এই সমস্ত কার্য্য পুরো-চনের অজ্ঞাতসারে সম্পাদন করিতে হইয়াছিল। পাপাত্মা ছন্দাংশেও জানিতে না পারে তাহার জন্য পাণ্ডবেরা সতর্ক থাকিলেন। এদিকে পাণ্ডবগণ মৃগয়া ব্যপদেশে নিকটবর্ত্তী আরণ্য ভূমির পথ, ঘাট, সমুদায় অবগত হইলেন। পুরোচন, পাণ্ডবগণকে হৃষ্ট-চিত্তে অবস্থান করিতে দেখিয়া মনে করিল যে তাহার অসদভিসন্ধি-সাধনের সময় উপস্থিত হইয়াছে; ইহা মনে হওয়ায় পুরোচনের মুখমণ্ডলে আনন্দের চিহ্ন সকল প্রস্ফুটিত হইল। পাণ্ডবগণ তাহার হর্ষের কারণ বুঝিতে পারিলেন। এক দিবস পাণ্ডব-জননী বারণাবতের পুরন্ধ্রী-গণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। মহিলাগণ পাণ্ডব মাতার আলয়ে আগমন পূর্ব্বক মহানন্দে পান ভোজন সমাপন করিয়া নিশাগমে স্ব স্ব আবাসে প্রতিগমন করিলেন।

এক নিষাদী বুভুক্ষিত পঞ্চ পুত্র সমভিব্যাহারে কাল-প্রেরিত হইয়া পাণ্ডব-মাতার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছিল; তাহারা যথেষ্ট ভোজন ও মদিরা সেবনে বিহ্বল হইয়া শিবগৃহে শয়ন করিয়া রহিল। নিশা ক্রমশঃ গভীর হইয়া উঠিল। পাণ্ডবেরা অদ্য পুরোচনের ব্রাগুরা হইতে উদ্ধার লাভের সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহারা গৃহ-দ্বারে অগ্নি প্রদান করিয়া সুরঙ্গপথে পলায়ন করিলেন। হত-ভাগ্য পুরোচন নিদ্রায় অভিভূত ছিল; সুতরাং সে পলা-ইতে পারিল না; তাহার প্রভুর মনোরথ তাহার সহিত ভস্মীভূত হইল। পাণ্ডবেরা নির্ব্বিঘ্নে শিবগৃহের নিকট-বর্ত্তী অরণ্যে উপস্থিত হইলেন। এদিকে অগ্নি গভীর-গর্জ্জনে বারণাবত সন্ত্রাসিত করিতে লাগিল। নগর-বাসিগণ মনে করিল পাণ্ডু-পুত্রগণ অগ্নি-দগ্ধ হইয়াছেন; তাহারা পাণ্ডবগণকে ভাল বাসিত; অতএব এই ঘটনায় নিতান্ত দুঃখিত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়।

পাণ্ডবেরা আরণ্যভূমিতে পরিজ্ঞাত পথ দিয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। তখন বর্ষাকাল উপস্থিত; গঙ্গা প্রবল প্রবাহে গমন করিতেছিল। পাণ্ডবেরা নদীতীরে উপ-নীত হইয়া বিদুর-প্রেরিত এক পুরুষকে দেখিতে পাই-লেন। এই পুরুষ, যন্ত্র-বিশেষ দ্বারা পরিচালিত এক

খানি নৌকা(১) লইয়া গঙ্গায় অপেক্ষা করিতেছিল। পাণ্ডবেরা সেই নৌকারোহণ পূর্ব্বক পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া তাঁহারা এক নিবিড় অরণ্য দেখিতে পাইলেন। সেই অরণ্যের মধ্য দিয়া পরিশ্রান্ত পাণ্ডবগণ প্রাণ-ভয়ে লোকালয়ের দৃষ্টিপথ অতিক্রম পূর্ব্বক দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে গঙ্গা হইতে নির্গত স্রোতস্বিনী সকল পার হইতে হইয়াছিল। ভীমবল ভীমসেনের সাহায্যে দুর্গম স্থান সকল অনায়াসে অতিক্রামিত হইতে লাগিল। একদিন পাণ্ডবেরা পরিশ্রান্ত হইয়া আরণ্য-ভূমিতে শয়ন করিয়া আছেন; ভীম ব্যতীত সকলেই ঘোর নিদ্রাভিভূত; রোষণ-স্বভাব ভীমের হৃদয় কৌরবগণের অত্যাচারে অগ্নিপরীত ছিল; সুতরাং তিনি শান্তি লাভ করিতে না পারিয়া অদূরে পাদ চালনা করিতেছেন; এমত সময়ে রাক্ষস-তনয়া হিড়িম্বার(২)

---

(১) এই নৌকা কি প্রকার যন্ত্র দ্বারা চালিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই; কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক কৌশল-বিশেষ তাহাতে প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।।

(২) আর্য্যগণের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দস্যুদিগের যে যে জাতি উত্তর-ভারত পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে স্বাধীনতা রক্ষার্থ মধ্য ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিত। মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থে তাহাদের কয়েক সম্প্রদায় নরমাংস ভোজী রাক্ষস বলিয়া বর্ণিত আছে। তাহারা বাস্তবিক নরমাংস-ভোজী ছিল, কি আর্য্যগণ বিদ্বেষ-পরবশ হইয়া ঐরূপ বর্ণন দ্বারা তাহাদের আচার ব্যবহারে কালিমা অর্পণ করিয়াছেন, আমরা তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ নহি। ঋগ্বেদ, আর্য্যগণের আদিম ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও পুরাবৃত্ত; তাহাতে অনার্য্যজাতির আচার ব্যবহারের প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হওয়ার আশা করা যায় না। যাহা হউক, তাহারা আর্য্যজাতি অপেক্ষা সর্ব্বাংশে যে নিকৃষ্ট ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

অনার্য্য জাতির সজীব অংশ মধ্য-ভারতে বাস করিতেছিল; পাণ্ডবদিগের সময়ে

নয়ন-গোচর হইলেন। ভীমের গৌরবর্ণ বীরবপুঃ সন্দর্শন করিয়া হিড়িম্বার মনে অনুরাগের সঞ্চার হইল। হিড়িম্বা, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ভীমের সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। এমন সময়ে তাহার ভ্রাতা হিড়িম্ব সেই স্থানে উপনীত হইল। সে আপনার ভগ্নীকে আপনাদের শত্রু জাতীয় পুরুষের সহ আলাপে আসক্ত দেখিয়া ক্রোধে অন্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ভীমসেনের সন্নিহিত হইল। আর্য্য-যুবক, অসভ্যকে আপনার সমীপে আসন্ন দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইলেন না।

আরণ্যভূমিতে ভীমসেনের সহিত হিড়িম্বের মহান্ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। যুদ্ধের বিপুল শব্দে সুষুপ্ত পাণ্ডবগণ জাগরিত হইয়া এক অদৃষ্ট-পূর্ব্বা কামিনী ও যুধ্যমান বীরদ্বয়কে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

ভীম আপন ভ্রাতৃগণকে জানাইলেন, এই ক্ষুদ্র শত্রু বিনাশের জন্য তাঁহার অন্যের সাহায্য গ্রহণের আবশ্যকতা নাই। দেখিতে দেখিতে সেই ভীমকায় অসভ্য-

---

আর্য্যগণ, তাঁহাদিগের অধ্যুষিত ভূভাগ অধিকার করিতে পারেন নাই। অনার্য্যেরা পথভ্রান্ত কোনও আর্য্য পুরুষকে দেখিতে পাইলে তাহার প্রাণ বধ করিত। কোনও কোন আর্য্য-উপনিবেশ অনার্য্যদিগের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত। পাণ্ডবেরা জতুগৃহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যে প্রদেশে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ড।

এই ভূমি অনার্য্যদিগের অধিকৃত ছিল। হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস এই আরণ্য প্রদেশে আরণ্য স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া সগর্ব্বে ভ্রমণ করিত; তাহারই ভগিনীর নাম হিড়িম্বা।

গতাসু হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। অতঃপর পাণ্ডব-গণের চক্ষু হিড়িম্বার উপর প্রধাবিত হইল। তাঁহারা হিড়িম্বাকে শত্রু বিবেচনা করিয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু সে কুন্তী দেবীর শরণাগত হইয়া অভয় প্রার্থনা করিল; এবং ভীমসেনের প্রতি আপনার অনুরাগের কথা জানাইল। হিড়িম্বার উপর কুন্তী দেবীর স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল। কুন্তী দেবী ভীমকে হিড়িম্বার পাণিগ্রহণার্থ আদেশ করিলেন(১)। ভীম, হিড়িম্বাকে বিবাহ করিয়া কিয়ৎকাল তাহার ভবনে অবস্থিতি করিলেন। অনন্তর বনচারী ভ্রাতৃগণ সহ তপস্বীর বেশধারণ করিয়া মৃগয়া করিতে করিতে হিড়িম্ব দেশ হইতে মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত, পঞ্চাল ও কীচক দেশের অরণ্য দিয়া একচক্রা নগরীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাসস্থান মনোনীত করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই প্রদেশে

---

(১) অনার্য্য কন্যার পাণিগ্রহণে শাস্ত্রীয় বিধিসমুদয় যথাবৎ পালিত হইত না; এই বিবাহ, বিবাহ বলিয়াই গণ্য হইত না। তজ্জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের বিবাহ না হওয়াসত্ত্বেও ভীম অনার্য্যকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বোধ হয়, হিড়িম্ব ও হিড়িম্বা যে অনার্য্যজাতির অন্তর্গত ছিল সেই জাতির মধ্যে ভ্রাতার মৃত্যুর পর ভগ্নী তাহার উত্তরোধিকারিণী হইতে পারিত। সম্ভত ভ্রাতার সহ ভগ্নীর বিবাহও হইত। ভীমকে লইয়া হিড়িম্বা আপনার বন্য রাজধানীতে গমন করিয়াছিল। যথাসময়ে হিড়িম্বা এক পুত্র প্রসব করে, তাহার নাম ঘটোৎকচ রাখা হইয়াছিল।

পাঠক পরে দেখিতে পাইবেন যে, ঘটোৎকচ মাতুলের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিল, এবং কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে অদ্ভুত বিক্রম প্রকাশ করিয়া মহাধনুর্দ্ধর কর্ণের শরানলে পতঙ্গবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

আর্য্য জাতির ক্ষমতা তখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। নরমাংস-ভোজী অনার্য্য জাতি তখন নূতন আর্য্যোপনিবেশের উপর দারুণ অত্যাচার করিত। বক নামক এক অনার্য্য দল-পতি এই প্রদেশের কৃতান্ত স্বরূপ ছিল। এই প্রদেশের রাজা বেত্রকীয় নামক নগরে বাস করিতেন। অক্ষমতা বশতঃ তিনি এই অসভ্যদিগের উপদ্রব নিবারণ করিয়া অধিবাসীদিগের নিরাপত্তা বিধান করিতে পারিতেন না। পাণ্ডবেরা বকের অত্যাচারের বিষয় জানিতে পারিলেন। মধ্যম-পাণ্ডব ভীমের সহ দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে বক নিহত হইলে তাহার দলস্থ যাবতীয় লোক ভীত হইয়া আর্য্য জাতির শরণাগত হইল; এবং নর-মাংস-ভোজন পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত ভাবে বাস করিবার অঙ্গীকার করাতে অব্যাহতি লাভ করিল। পাণ্ডবেরা একচক্রা নগরী পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চাল দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন(১)।

পঞ্চালাভিমুখে গমনকালে পাণ্ডবেরা অঙ্গারপর্ণ নামক একটী বিশাল অরণ্যে উপনীত হইলেন। অরণ্যের অধিপতি প্রথমতঃ তাঁহাদিগের সহ বিরোধের উপক্রম করেন; কিন্তু তাঁহাদিগের বংশ ও গুণের পরিচয়

---

* (১) একচক্রা নগরীর বর্ত্তমান নাম আরা। এই নগরী বিহার প্রদেশের অন্তর্গত। কিংবদন্তী আছে, মঙ্গলবারে ভীম হস্তে বক নিহত হয়; মঙ্গলগ্রহের এক নাম আর; এই জন্য একচক্রার নাম আরা হইয়াছে। আরা নগরীর নিকটবর্ত্তী বকরী (বিক্সর) নামক স্থানে বকরাক্ষসের বাসস্থান ছিল, এইরূপ প্রবাদ আছে। এই স্থানে অদ্যাপি এক খণ্ড প্রস্তর বকাসুরের অস্থির পরিণাম বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

আরা নগরী হইতে কিছু দূরে পুনঃ পুনা নদী তটে বেত নামক স্থানে বেত্রকীয় নগর ছিল এরূপ অনুমিত হইয়া থাকে।

পাইয়া শত্রুতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিলেন। পাণ্ডবেরা এই ব্যক্তির নিকট উৎকোচক তীর্থবাসী ধৌম্যের নাম শুনিতে পাইয়া তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন। পাণ্ডবেরা ধৌম্যের সমভিব্যাহারে পঞ্চাল দেশে উপনীত হইয়া এক কুম্ভকার ভবনে বাস করিতে লাগিলেন; এবং ব্রাহ্মণ বেশে নগরে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষান্ন দ্বারা উদর পূর্ণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে পঞ্চাল-রাজ-দ্রুপদ-দুহিতা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর মহা আড়ম্বরে আরম্ভ হইল। যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধস্থিত একটী লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া আপনার অসাধারণ ধনুর্ব্বিদ্যার কৌশল প্রদর্শন করিতে পারিবেন, তিনি দ্রৌপদীর পাণি-গ্রহণ করিবেন, স্বয়ম্বরে এইরূপ নিয়ম নিরূপিত ছিল। যোদ্ধৃ পুরুষেরা নানা দেশ হইতে দ্রৌপদী লাভাশয়ে আগমন করিতে লাগিলেন। বিবাহ মহোৎসব দর্শনার্থী জনগণের কোলাহলে দ্রুপদনগরী শব্দায়মান হইয়া উঠিল। অনেক বীর-পুরুষ লক্ষ্য বেধের চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কেহই কৃত-কার্য্য হইতে পারিলেন না। কৃতবিদ্য ধনুর্দ্ধর কর্ণ, লক্ষ্য বেধে উদ্যত হইলে দ্রৌপদী "আমি সূত-পুত্রকে পতিত্বে বরণ করিব না" বলিয়াছিলেন; কর্ণ তদবধি দ্রৌপদীর পরম শত্রু হন।

প্রধান প্রধান বীর-পুরুষ লক্ষ্য-বেধে অকৃতকার্য্য হইলে এক দীর্ঘকায় পরম সুন্দর বীর-লক্ষণ-লাঞ্ছিত ব্রাহ্মণবেশী যুবা পুরুষ বেধনীয় লক্ষ্যের সমীপবর্ত্তী হই-

লেন। সমস্ত রঙ্গ-ভূমি এই অপরিচিত যুবককে লক্ষ্য-বেধে উদ্যত দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। অপরিচিত ব্রাহ্মণবেশী পুরুষ ধনুকে জ্যা রোপণ পূর্ব্বক লক্ষ্য বেধ করিলেন। রঙ্গ-ভূমি হইতে মহান্ হর্ষধ্বনি সমুত্থিত হইল।

দ্রৌপদী দেবী, এই বীর-পুরুষের গলে মাল্য প্রদান করিলে ক্ষত্রিয়গণ অত্যন্ত কুপিত হইয়া দ্রুপদের সহ বিবাদ করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু সমাগত ব্রাহ্মণগণ দ্রুপদের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন। যদুবীর কৃষ্ণ, স্বয়ম্বর সভায় আগমন করিয়াছিলেন; তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এই ছদ্মবেশী বীর-পুরুষ ব্রাহ্মণ নহেন; ইনি তৃতীয়-পাণ্ডব অর্জ্জুন। শ্রীকৃষ্ণ, কাহারও নিকট এ কথা প্রকাশ না করিয়া ক্ষত্রিয়দিগকে অকারণ বিবাদের অযৌক্তিকতা দেখাইয়া দিলেন। ক্ষত্রিয়েরা, ব্রাহ্মণগণকে দ্রুপদের সাহায্যে উন্মুখ দেখিয়া নিরস্ত হইলেন। অতঃপর জয়লব্ধ নারীরত্ন সমভিব্যহারে অর্জ্জুন, ভ্রাতৃগণ সহ বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া মাতার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলে জানিতে পারিলেন যে, পাণ্ডবগণ জতুগৃহে অগ্নিদগ্ধ হন নাই; যিনি লক্ষ্যবেধ করিয়া দ্রৌপদী লাভ করিয়াছেন তিনি তৃতীয়-পাণ্ডব অর্জ্জুন। এই সংবাদে দ্রুপদের হর্ষের পরিসীমা রহিল না। তিনি পাণ্ডবদিগের পাঁচ জনকেই রাজ-ভবনে আনয়ন করিয়া

দ্রৌপদী সমর্পণ করিলেন(১)। পাণ্ডবগণ পৌষী-পূর্ণিমাতে দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

দ্রুতবেগে এই সংবাদ হস্তিনায় রাজ-প্রাসাদে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে উপস্থিত হইল। অন্ধরাজ, তাড়িতাহত-প্রায় হইলেন। পাণ্ডবেরা পুনরায় শ্রীসম্পন্ন হন ইহা ধৃতরাষ্ট্রের আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল না; কিন্তু তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে প্রজাগণ পাণ্ডবদিগের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতেছে তখন তাঁহার অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইল। পাণ্ডবেরা দ্রুপদের ন্যায় একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিকে সহায় লাভ করিয়াছেন, বিশেষতঃ প্রজাগণ তাঁহাদের প্রতি যৎপরোনাস্তি অনুরক্ত, এমত অবস্থায় তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিলে বিপদ্ ঘটিতে পারে, ধৃতরাষ্ট্র ইহা বুঝিতে পারিলেন। ইতি-কর্ত্তব্যতা বিবেচনার্থ অবিলম্বে এক সভা আহূত হইল। ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবগণের শুভ সংবাদ সভ্যগণকে বিজ্ঞাপিত করিয়া বাহিরে হর্ষ প্রদর্শন করিলেন। বহুবিধ বাগ্-বিতণ্ডার পর পাণ্ডবগণকে আহ্বান করিয়া রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইল। অবিলম্বে মহামতি বিদুর দ্রুপদের রাজধানীতে প্রেরিত হইলেন। পাণ্ডবেরা বিদুরের সমভিব্যহারে হস্তিনায় আগমন করিলে ধৃতরাষ্ট্র

---

(১) অতি পূর্ব্বকালে আর্য্য-সমাজে বহু-পতিত্ব নিতান্ত অপ্রচলিত ছিল না। মহাভারতে লিখিত আছে, জটিলা ও রঙ্গা নামক অপর দুইটী আর্য্যনারী একাধিক স্বামী গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তিব্বতদেশে ও কালমুক তাতারদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে।

তাহাদিগকে রাজ্যার্দ্ধ সমর্পণ করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থ নামক স্থানে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন; পাণ্ডবেরা তথায় যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে খাণ্ডবপ্রস্থ একটী বিস্তীর্ণ নগর হইয়া উঠিল। নানা স্থান হইতে নানা জাতীয় লোক সৌরাজ্য ভোগের আশায় তথায় আগমন করিলে নগর জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। পাণ্ডবেরা নগর রক্ষার্থ শতঘ্নী, শক্তি, ও লৌহময় চক্র, প্রভৃতি স্থাপন করিলেন। নগরের স্থানে স্থানে অস্ত্র-শিক্ষাগার স্থাপিত হইল। ফলতঃ ক্ষত্রিয়-নগরের উপযুক্ত সমুদায় উপকরণ অবিলম্বে সংগৃহীত হইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

দ্রৌপদী-পরিণয়ের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের নিকট ছিলেন; যুধিষ্ঠির রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে তিনি দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণ, দ্বারকায় প্রস্থান করিলে, অর্জ্জুন, বহু-সংখ্যক আনুযাত্রিক সহ দ্বাদশ বৎসরের জন্য দেশ ভ্রমণে বহির্গত হন। ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে নির্গত হইয়া অর্জ্জুন প্রথমতঃ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া নাগকন্যা উলুপীর পাণি-গ্রহণ করেন। প্রাচীন ভারতে আর্য্য জাতির মধ্যে বহু-বিবাহ অপ্রচলিত ছিল না। অর্জ্জুন, হিমালয় প্রদেশস্থ ভৃগুতুঙ্গ, বশিষ্ঠগিরি, অগস্ত্যবট, প্রভৃতি দর্শন করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলেন। মগধ ও বঙ্গের ভিতর দিয়া কলিঙ্গের সমীপে উপনীত হইলে সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণেরা ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতি-

গমন করিলেন(১)। অর্জ্জুন, কলিঙ্গের উত্তর সীমাস্থ মহেন্দ্র পর্ব্বত দেখিয়া, মণিপুরে(২) উপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন, মণিপুরের রাজ-কন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করিয়া তিন বৎসর মণিপুরে বাস করেন। চিত্রঙ্গদার গর্ভে অর্জ্জুনের বভ্রুবাহন নামক এক পুত্র জন্মে। অর্জ্জুন, মণিপুর ত্যাগ করিয়া গোকর্ণ তীর্থে উপনাত হইলেন। এই গোকর্ণ তীর্থ দক্ষিণাপথের পশ্চিমোপকূলে অবস্থিত। যে যে স্থান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে তথায় কোন না কোন সময়ে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়াছে। মহেন্দ্র পর্ব্বত ও গোকর্ণ প্রভৃতি এক একটী প্রাচীন আর্য্যোপনিবেশ। আর্য্যঋষিগণ এই সকল উপনিবেশে অবস্থিতি করিয়া চতুর্দ্দিকে অনার্য্য জাতির মধ্যে জ্ঞান-ধর্ম্মের প্রাচার করিতেন। অগস্ত্যঋষি, একটী প্রবল দল সহকারে দক্ষিণাপথে উপনীত হইয়া অনার্য্যদিগের মধ্যে সভ্যতা প্রচার করেন।

---

(১) কি জন্য ব্রাহ্মণেরা কলিঙ্গে গমন করেন নাই তাহা জানা যায় না। বোধ হয় কলিঙ্গের দিকে তখনও আর্য্যোপনিবেশ স্থাপিত হয় নাই। তখন, বঙ্গ ও কলিঙ্গ এক সীমায় মিলিয়া ছিল। যে সময়ের কথা হইতেছে সে সময় বঙ্গদেশেরও সর্ব্বত্র আর্য্যজাতির বসতি বিস্তার হয় নাই।

(২) যে স্থানটী এখন মণিপুর নামে পরিচিত, মহাভারতের মণিপুর তাহা হইতে ভিন্ন। এখনকার মণিপুরের প্রকৃত নাম মিতাইদেশ। মহাভারতের মণিপুর কলিঙ্গের দক্ষিণস্থ। কখন কখনও উহা কলিঙ্গের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইত। মণিপুরের বর্ত্তমান নাম মনুফুর; এইস্থান চিকাকোলের নিকটবর্ত্তী। কোন সময়ে মণিপুর ও রাজপুর নামক নগর দ্বয়ে কলিঙ্গের রাজ-পাট স্থাপিত হয়। রাজপুরের বর্ত্তমান নাম রাজমহেন্দ্রী।

অর্জ্জুন, গোকর্ণ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিম সমুদ্রের ধার দিয়া প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণের সহ তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অর্জ্জুন, কৃষ্ণের সহ দ্বারকায় উপস্থিত হইলে, যাদবেরা সসম্মানে ভরতবংশীয় রাজকুমারকে গ্রহণ করিল। অর্জ্জুনের সম্মানের জন্য রৈবতক পর্ব্বতে উৎসবের আয়োজন হইল। রৈবতকের বর্ত্তমান নাম গীর্ণার পাহাড়। যাদবগণ নারীগণের সহ উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে অর্জ্জুন, কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী সুভদ্রার অসামান্য রূপ-লাবণ্য দর্শনে মোহিত হন। কৃষ্ণ, অর্জ্জুনের মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেব, পাণ্ডবগণের প্রতি তত প্রসন্ন ছিলেন না। বলদেব, পাণ্ডবদিগের অপেক্ষা কৌরব-দিগের অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি অসম্মত হইলে অর্জ্জুনের সুভদ্রা প্রাপ্তি দুর্ঘট হইবে বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে সুভদ্রা হরণের পরামর্শ প্রদান করিলেন(১)। অর্জ্জুন, কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে উৎসবক্ষেত্র হইতে সুভদ্রা হরণ করিলেন। রক্ষিগণ নগরে আসিয়া সভাপালকে এই বিষয় জানাইল। সভাপাল, তৎক্ষণাৎ গম্ভীররবে সমরভেরী নিনাদিত করিলে যাদবেরা সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া রণবেশে সভাস্থলে আগমন করি-লেন। সভাপাল তাঁহাদিগকে অর্জ্জুনের আচরণ বিজ্ঞা-পিত করিলে তাঁহারা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; কিন্তু কৃষ্ণের পরামর্শে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অর্জ্জুনকে

(১) এইরূপে কন্যা-হরণ প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণ দোষাবহ মনে করিতেন না।

আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যথারীতি সুভদ্রার বিবাহ দিলেন। ভরত-বংশীয়দের সহ বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা যাদবেরা শ্লাঘার বিষয় বিবেচনা করিতেন (১)। অর্জ্জুন সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিয়া এক বৎসরকাল দ্বার-

---

(১) কুরু-পাণ্ডবদিগের ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে যদুবংশের বিবরণ পরিজ্ঞাত হওয়া প্রয়োজনীয়; এইহেতু, আমরা এইস্থানে সামান্যাকারে যাদবদিগের ইতিহাসের আলোচনা করিব।

ঋগ্বেদে প্রসিদ্ধ যযাতি রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে যযাতির পাঁচ পুত্র জন্মে; যদু, পুরু, অনু, দ্রুহ্যু ও তুর্ব্বসু। ঋগ্বেদেও ইহাদের নাম আছে; কিন্তু যযাতির সহিত এই পাঁচজনের যে কোন রূপ সম্বন্ধ ছিল ঋগ্বেদে তাহার উল্লেখ নাই। যদু, অনু, দ্রুহ্যু ও তুর্ব্বসু প্রসিদ্ধ আর্য্যবীর সুদাসের প্রতিকূলে দলবদ্ধ হইয়া কখন কখন নির্জ্জিত হইয়াছেন, কখনও বা তাঁহার সহিত মিলিয়া তাঁহার শত্রু দমনে সাহায্য করিয়াছেন। একবার অনু ও দ্রুহ্যুসহ সুদাসের বিবাদ হয়, তাহাতে তাঁহাদের ৬৬০৬৬ যোদ্ধা নিহত হয়। যদুগণ কখন কখন যাদুনামে উক্ত হইয়াছে। বৎস ঋষি, যদুদিগকে রাজ্য-শূন্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ঋগ্বেদ পাঠ করিলে যদু, অনু, দ্রুহ্যু ও তুর্ব্বসুগণের আর্য্যত্ব বিষয়ে একটু সন্দেহ জন্মে। এদিকে মহাভারতেও দেখা যায় ইহারা পিতৃ-শাপে রাজ্য না পাইয়া ম্লেচ্ছ যবনের দেশে যায়। যেরূপেই হউক যদু, অনু, দ্রুহ্যু ও তুর্ব্বসু আর্য্য দলের সহিত মিশিয়া যায়। যাঁহারা রাজপুতনার ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন রাজপুতদিগের ছত্রিশ কুলের মধ্যে কয়েকটী অনার্য্যজাতি প্রবেশ লাভ করিতে অনুমত হইয়াছিল। যদু, বংশীয়েরা উত্তর প্রদেশ হইতে ক্রমশঃ সরিয়া সমুদ্রকূলে যাইয়া বাস করে। কুরু-জাঙ্গলের দক্ষিণাংশ যখন অনার্য্যগণের অধিকারে ছিল, তাহার কোন সময়ে ভ্রাতৃ-কর্ত্তৃক অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত সূর্য্যবংশীয় রাজ-কুমার হর্য্যশ্ব, তাহাদের রাজ্যে আগমন করেন। অনার্য্য-রাজ নির্ব্বাসিত রাজকুমারকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আপনার কন্যা-দান করেন। কালক্রমে হর্য্যশ্বের যদুনামক পুত্র জন্মে। এইরূপে যদু-বংশের উৎপত্তি হয়। যদু, পঞ্চ নাগ-কন্যা বিবাহ করেন। তাহা হইতে যদুবংশের সপ্ত শাখার উদ্ভব হয়। কালক্রমে এই বংশের সহ পূর্ব্বোক্ত যদুবংশের সম্মিলন হয়। এই সকল কারণে যদুবংশ ক্ষত্রিয়-সমাজে কখন সম্মানিত হয় নাই। যে মহাপুরুষের জন্ম হইতে এই বংশ ভুবন-বিখ্যাত হইয়াছে, ইঁহার পর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ঘটনায় তাঁহার সংস্রব দেখিতে পাওয়া যাইবে।

কায় বাস করিয়া দ্বাদশ বৎসরের অবশিষ্ট সময় পুষ্করে আসিয়া বাস করিলেন। দ্বাদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইলে তিনি খাণ্ডবপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ-প্রমুখ যাদবগণ অর্জ্জুনের সহ সাক্ষাতের জন্য খাণ্ডবপ্রস্থে আগমন করিলেন। নগরের সমুদায় রাজপথ জলসিক্ত হইল। যাদবগণ, পরম সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। তাঁহারা কিয়দ্দিবস খাণ্ডব-প্রস্থে বাস করিয়া দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণ, অর্জ্জুনের নিকট রহিলেন। এই সময়ে একটী ঘটনা উপস্থিত হয়। খাণ্ডব-প্রস্থ ও পঞ্চনদের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে খাণ্ডব নামে একটী প্রকাণ্ড অরণ্য ছিল(১) এই অরণ্যে নাগ নামক বন্য জাতি নানাবিধ বন্য জন্তুর সহ বাস করিত। এই জাতির ক্ষমতা নিতান্ত সামান্য ছিল না। আর্য্যগণ পাঁচবার এই অরণ্য পোড়াইবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন। পাণ্ডবেরা এখন এই কার্য্য সাধনে কৃতোদ্যম হইলেন। অরণ্যে অগ্নি সংযোগ করা হইল। অগ্নি নির্ব্বাণে অকৃতকার্য্য হইয়া বহু সংখ্যক মনুষ্য অনলে পতঙ্গবৃত্তি প্রাপ্ত হইল; কত পশু পক্ষীর বিনাশ হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। অরণ্য পরিষ্কৃত হইলে পশ্চিম প্রদেশ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া তথায় পাণ্ডবগণের শাসনাশ্রয়ে বাস করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পাণ্ডবগণ একটী প্রকাণ্ড ভূখণ্ডবাসী বহু সংখ্যক লোকের অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন।

---

(১) গর্গসংহিতায় যমুনাকে খাণ্ডব-বিহারিণী বলা হইয়াছে; খাণ্ডবারণ্যের পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া যমুনা প্রবাহিত হইত।

তাঁহারা দুর্গ-বদ্ধ রাজ-ভবন নির্ম্মাণের মানস করিলেন। খাণ্ডব-দাহের সময় ময় নামক এক জন অরণ্যবাসী পলায়ন কালে পাণ্ডবদের হস্তে বন্দীভূত হন। পাণ্ডবগণ, ময়ের অসাধারণ শিল্প-কুশলতার বার্ত্তা শুনিয়াছিলেন; তজ্জন্য বন্দীর অসম্মান করেন নাই। ময়, পাণ্ডবগণের দুর্গ-বদ্ধ রাজ-ভবন নির্ম্মাণের ভার-গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন, ময়কে সমভিব্যাহারে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিলেন। যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়া ময়ের সবিশেষ সমাদর করিলেন। মহাভারতে পাণ্ডবদিগের রাজ-ভবন সম্বন্ধে ময়-নির্ম্মিত সভার অতিশয় প্রশংসা আছে। এই সভা-নির্ম্মাণের বিবিধ আয়োজন উত্তর প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হইল। ময়, চারিদিকে পঞ্চ সহস্র হস্ত মাপিয়া সমচতুষ্কোণে সভাভূমির পত্তন করেন। চতুর্দ্দশ মাসের পরিশ্রমে সভা নির্ম্মিত হইল। এই সভার অভ্যন্তরে ৩৯০৬$\frac{১}{৪}$ বর্গ বিঘা জমির সন্নিবেশ হয়; ইহাতে বোধ হয় প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের রাজ-ভবনও এই সভার অন্তর্গত ছিল।

সভা-নির্ম্মাণ সমাপ্ত হইলে যুধিষ্ঠির বিবিধ মৃগমাংসে ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া রাজ-ভবনে প্রবেশ করিলেন। পাণ্ডবগণের রাজশ্রী ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহারা আপনাদের রাজ-চক্রবর্ত্তিত্ব প্রখ্যাপন মানসে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের সংকল্প করিলেন। চারিদল পরাক্রমশালী সৈন্য ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, ও সহদেব কর্ত্তৃক অধিনীত হইয়া যথাক্রমে পূর্ব্ব, উত্তর, পশ্চিম ও

দক্ষিণদিক্ জয়ার্থ প্রেরিত হইল। দক্ষিণদিকে প্রবল শত্রু মগধ-রাজ জরাসন্ধ, পাণ্ডবগণের রাজ্য বিস্তারের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। জরাসন্ধের পরাক্রমও নিতান্ত সামান্য ছিল না। তাঁহার মগধসাম্রাজ্য পূর্ব্ব দিকে আসামের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চেদি, করুষ, বঙ্গ, ক্রশ, কৌশিক, কিরাত প্রভৃতি রাজ্য তাঁহার সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইয়াছিল। মধ্য-ভারতের সমুদায় স্থান ও দক্ষিণাপথের অধিকাংশ জরাসন্ধের শাসনদণ্ডের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। মহাবল শিশুপাল, জরাসন্ধের সেনাপতি ছিলেন। জরাসন্ধের ভয়ে যাদবেরা মথুরা-সন্নিহিত ভূভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুর্জ্জরে প্রস্থান করেন। কোশল, পঞ্চাল ও কুরুজাঙ্গলের ক্ষত্রিয়গণ জরাসন্ধের বর্দ্ধমান-প্রতাপ দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু জরাসন্ধ এই সকল মহাপরাক্রমশালী রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহসী হন নাই। জরাসন্ধ, যদিও মহাপরাক্রমশালী ছিলেন; তথাপি উদারতা তাঁহার জয়শ্রীকে সমলঙ্কৃত করে নাই। তিনি বন্দীকৃত রাজগণের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুরাচরণ করিতেন। ষড়শীতি রাজাকে বন্দী করিয়া পশুপতির মন্দিরে বলিদান করিবার জন্য রাখিয়াছিলেন। এইরূপ দুর্জ্জয় শত্রুর বিরুদ্ধে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে একদল মহাবল সৈন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। কৃষ্ণ, ও ভীম এই সেনা দলের অধিনায়ক হইয়া প্রেরিত হইলেন। সেনাদল ক্রমশঃ জরাসন্ধের রাজধানীর সমীপে উপনীত হইল। জরাসন্ধের পিতা

বৃহদ্রথ, গোরক্ষ-পর্ব্বতের অধিত্যকায় রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া যুদ্ধ-নিহত এক অনার্য্যের চর্ম্মে একটী ভেরী নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক নগরের দ্বারে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পাণ্ডব-সেনা চৈতক পর্ব্বত ভেদ করিয়া জরাসন্ধের রাজধানী আক্রমণ করিলে উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে ভীমের হস্তে মগধরাজ নিহত হইলেন। বিজয়ী সেনাপতি জরাসন্ধের পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া কর-গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন। পশুপতির মন্দিরে বলির নিমিত্ত যে সকল নরপতি পশু রূপে কল্পিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা মুক্তি-লাভ করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রধান সহকারী হইলেন। অন্য যে তিন দল সেনা তিন দিকে প্রেরিত হইয়াছিল তাহারাও প্রচুর দ্রব্য সমভিব্যাহারে রাজধানীতে আগমন করিল। ধনজনে পরিবর্দ্ধিত ইন্দ্রপ্রস্থ অমরাবতী বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

পাণ্ডবদিগের যজ্ঞানুষ্ঠানের সংবাদ হস্তিনায় প্রেরিত হইল। শত্রুতা থাকিলেও কৌরবেরা এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানকে আপনাদিগের বংশের গৌরব বৃদ্ধিকর বিবেচনা করিয়া যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন হয় তাহাতে মনোযোগী হইলেন। যজ্ঞস্থলে চতুর্ব্বর্ণ প্রজাবর্গের আহ্বান হইল। দুঃশাসন, ভক্ষ্য ভোজ্য বিষয়ে; অশ্বত্থামা, ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যা বিষয়ে; সঞ্জয়, রাজগণের অভ্যর্থনা

বিষয়ে; বিদুর, ব্যয়বিষয়ে; কৃপাচার্য্য, দানবিষয়ে; এবং দুর্য্যোধন, উপহারগ্রহণ বিষয়ে নিযুক্ত হইলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণ সমুদায় কর্ম্ম যথা-রীতি সম্পন্ন হইয়াছে কি না তাহার পরিদর্শনের ভার-গ্রহণ করিলেন। এতদ্ব্যতীত ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত, বাহ্লীক, যজ্ঞ সভায় কর্ত্তৃপক্ষের ন্যায় বিরাজমান রহিলেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে অদীন-সত্ত্ব অবলেপ-শূন্য পুরুষ-সিংহ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনের ভার-গ্রহণ করেন। ইন্দ্রসেন, বিশোক, এবং অর্জ্জুন-সারথি পুরু প্রভৃতির যত্নে যজ্ঞ স্থানে কোন দ্রব্যের অপ্রতুলতা ঘটে নাই। উপযুক্ত পুরোহিতবর্গের প্রতি যজ্ঞ-কার্য্যের ভার সমর্পিত হইল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ব্রহ্মা, সুসামা, ইঁহারা উদ্গাতা, যাজ্ঞবল্ক্য, অধ্বর্য্য, পৌল ও ধৌম্য, ইঁহারা হোতা, এবং ইঁহাদের শিষ্যমণ্ডলী হোত্রগাতা হইলেন। মহা-সমৃদ্ধি-সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান হইতে লাগিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির অদ্য গৌরবের গগন-স্পর্শী অট্টালিকার শিরোদেশে আরোহণ করিলেন।

যজ্ঞ-ভূমিতে বাহ্লীক-রাজ, নানাবিধ রত্নরাজি-পরিশোভিত রথ; রাজা সুদক্ষিণ, শ্বেতকায় কাম্বোজ দেশীয় অশ্ব; সুনীথ, রথাধঃস্থিত কাষ্ঠ; দাক্ষিণ্যাত্য মহীপতি, কবচ; মগধরাজ, মাল্য ও উষ্ণীষ; রাজা বসুদান, ষষ্টিবর্ষ-বয়স্ক বারণ; মৎস্য-রাজ হিরণ্ময়-অক্ষ; নিষাদরাজ একলব্য, উপানদ্ যুগল; অবন্তিরাজ, অভিষেকার্থ তীর্থজল; চেকিতান, তূণ, শাল্ব, সুতীক্ষ্ণ অসি লইয়া উপস্থিত হইলেন। শিশুপাল, স্বয়ং ধ্বজদণ্ড উন্নত করিয়া আগমন করিলেন।

আর্য্যভূমির যাবতীয় মহিপাল, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ-চক্রবর্ত্তিত্ব স্বীকার করিয়া উপহার প্রদান করিতে লাগি-লেন। কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, কৃষ্ণ, শ্যাম ও অরুণবর্ণের নানাবিধ চর্ম্ম, ঊর্ণাময় ও মার্জ্জারবিন্দু বিরাজিত আসন, উপহার প্রদান করিলেন। প্রাগ্ জ্যোতিষেশ্বর মহারাজ ভগদত্ত, গজদন্ত বিনির্ম্মিত মুষ্টিবিশিষ্ট অসি; বক্ষু তীর-বাসিগণ, নানানিধ কোমল মেষ-চর্ম্ম, অকার্পাসজ্জনিত রাশি রাশি বস্ত্র, শাণিত সুদীর্ঘ অসি, নানাবিধ অস্ত্র, দ্রুতগামী অশ্ব প্রদান করিল। যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হওয়ার লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইতে লাগিল। এমন সময়ে এক বিপদ্ উপস্থিত হওয়ার উপক্রম হইল;—যজ্ঞ-ভূমিতে সমাগত সমস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতেন, তাঁহাকে কোন বিশেষ দ্রব্য প্রদান দ্বারা সমাদর করিবার রীতি ছিল। এই ব্যাপার অর্ঘ্য-প্রদান নামে কথিত হইত। অর্ঘ্য-প্রদানের সময় কাহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে ইহা যুধিষ্ঠির, ভীষ্মের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মনীষি-বর্গের বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণ অর্ঘ্য পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইলেন। দ্বারকা-নাথের মনুষ্যত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইলেও তাঁহার জন্ম ও বাল্য-চরিত সম্বন্ধে নানাবিধ প্রতিকূল কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল; বিশেষতঃ যদুবংশ উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয়-বংশ বলিয়া ক্ষত্রিয়-সমাজে স্বীকৃত হইত না। প্রথিত-বংশে জন্ম গ্রহণ করিলে অল্প ক্ষমতা-শালীর সম্মান পাওয়ার বাধা হয় না; কিন্তু অপ্রথিত বংশে জন্মিলে মহাপুরুষও সহজে লোক-সমাজে সম্মান

পান না। শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করা হইবে এই কথা যখন সভাস্থলে সকলে শুনিতে পাইল, তখন সভামণ্ডপে অসন্তোষের ধ্বনি সমুত্থিত হইল। অনেকে এই প্রস্তাবের বিরোধী হইলেন। চেদিরাজ শিশুপাল, গাত্রোত্থান করিয়া ভীষ্ম দ্রোণাদির বিবেচনার নিন্দা করিয়া কৃষ্ণের দোষ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শিশুপাল এবং তাঁহার মতাবলম্বী নৃপতিগণ সভাভূমি পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। যজ্ঞ পণ্ড হওয়ার উপক্রম হইল। পাণ্ডবেরা, পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদানের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিলে যে একটী ভয়ঙ্কর বিপদ্ উপস্থিত হইতে পারে, ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন; বিপদ্ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা হইলে তাহা নিবারণের জন্য যাহা যাহা করিতে হইবে পূর্ব্ব হইতেই তাহার উপায় করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন শিশুপালের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণসিংহ সবিক্রমে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। বিপক্ষ রাজন্যবর্গ, চতুর্দ্দিকে পাণ্ডবগণের সুসজ্জিত মহাসৈন্য ও মহাবীর সকল অবলোকন করিয়া ভয়ে স্তম্ভিত হইল। শিশুপালের প্রাণবায়ু অনন্ত আকাশে নিলীন হইয়া গেল। যজ্ঞভূমিতে শান্তিবিরাজ করিতে লাগিল। যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হইল। মহারাজ যুধিষ্ঠির, অবভৃথ-স্নান করিলেন। সমাগত নিমন্ত্রিতবর্গ, মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক প্রতিপূজিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রাদি কৌরবগণ, পরম সমাদর লাভ করিয়া হস্তিনায় প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠিরের সভাভূমি ও যজ্ঞ সংক্রান্ত সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া দুর্য্যোধনের অন্তরে নিদারুণ হিংসার উদ্রেক হইয়া তাঁহার মানসিক শান্তি তিরোহিত হইল। উদার-হৃদয় জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডব, দুর্য্যোধনকে নিতান্ত অভিমানী ও কোপন-স্বভাব বলিয়া জানিতেন, কিন্তু তাঁহাকে শত্রুজ্ঞান না করিয়া সোদরের ন্যায় স্নেহ করিতেন। ভীমের সহ দুর্য্যোধনের যেন জন্ম-বৈরিতা ছিল। দুর্য্যোধন, পাণ্ডবগণকে আপনার শত্রুজ্ঞান করিতেন। শত্রুর উপচীয়মান সৌভাগ্য দর্শন করিয়া দুর্য্যোধন নিরন্তর হিংসানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন; তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীয়মাণ হইতে লাগিল। ধৃতরাষ্ট্র, লোক-পরম্পরায় পুত্রের শারীরিক অবস্থা জানিতে পারিলেন। তিনি দুর্য্যোধনকে স্ব সমীপে আহ্বান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্র! তোমার মনোবেদনার কারণ কি? তুমি সর্ব্ব প্রধান রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; তোমার ধন সম্পত্তির ও মান-মর্য্যাদার অভাব নাই; তুমি একজন প্রধান বীর-পুরুষ; শত্রু হইতে তোমার অভিভব সম্ভব নয়; এমন কোন্ জুগুপ্সিত কর্ম্ম করিয়াছ যে তাহার জন্য তোমাকে খিদ্যমান হইতে হইয়াছে? অসঙ্কোচে আমার নিকট মনোবেদনার কারণ বল।"

পিতা হইতে আশ্বাস পাইয়া দুর্য্যোধন আপনার মনোবেদনার কারণ জানাইলেন; বলিলেন, "পিতঃ! পাণ্ডবেরা আমার প্রতি নিরন্তর অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া

থাকে। তাহাদের সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া আমার ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা রাজসূয় যজ্ঞে যে যশোলাভ করিয়াছে তাহাতে আমি যৎপরোনাস্তি পরিতাপিত হইয়াছি। রাজসূয়-সভায় কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান করিবার প্রস্তাবে শিশুপাল ন্যায়-সঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করাতে তাঁহার যে দশা ঘটিয়াছিল, আমারও সেই দশা উপস্থিত হইতে পারিত। আমি ময়-নির্ম্মিত সভার মধ্যে বৃকোদর কর্ত্তৃক যেরূপ অপমানিত হইয়াছি, তাহা যখন স্মরণ করি, তখন আমার প্রাণ-ধারণ বিড়ম্বনা বোধ হয়। আমি যদি পাণ্ডবগণের সমুদায় সম্পত্তি হরণ করিতে না পারি, তাহা হইলে প্রাণ-ত্যাগ করিব।” ধৃতরাষ্ট্র, দারুণ অভিমানী পুত্রের বাক্য শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন; এবং পুত্রকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন “পাণ্ডবেরা অন্যায়োপাত্ত রাজ্যের বা সম্পত্তির অধিকারী হন নাই। অজাত-শত্রু যুধিষ্ঠির অধর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ-রাজ্য লাভেরও অভিলাষী নন। পাণ্ডবেরা এইরূপ সমৃদ্ধি ভোগের উপযুক্ত পাত্র। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য দর্শনে তোমার ব্যথিত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। তাঁহারা রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনে কৃতকার্য্য হওয়াতে ভরতবংশের মান বাড়িয়াছে। তোমার যদি বাসনা হয়, তুমিও রাজসূয় যজ্ঞের সদৃশ সপ্ততন্তু নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পার। বোধ হয়, পাণ্ডবেরা যজ্ঞ সম্পাদনে তোমার সহকারিতা করিবেন”। পিতার পরামর্শ দুর্য্যোধনের মনোনীত হইল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন, কোন

যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যুধিষ্ঠিরের যশোরাশি আচ্ছাদন করিতে পারিবেন না। এই সময়ে দুর্য্যোধনের মাতুল শকুনি, কুরু-কুলের ধূমকেতু স্বরূপ উদিত হইয়া সমুদায় বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

শকুনি অন্ধরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; "মহারাজ! আপনি যে যজ্ঞানুষ্ঠানের পরামর্শ দিলেন তাহা সম্পাদন করা এখন সুসাধ্য নহে। ইন্দ্র-প্রতিম পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহাদের সম্পত্তি সমুদায় হরণ করিতে গেলে আমাদিগকে সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে। মহারাজ! আমি এমন কৌশল করিব, যাহাতে আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে না, অথচ পাণ্ডবগণের সমস্ত সম্পত্তি আমাদের হস্তগত হইবে। জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডব অতিশয় দ্যূতানুরাগী; কিন্তু তাঁহার দ্যূতে কিঞ্চিন্মাত্রও অভিজ্ঞতা নাই। আমরা তাঁহাকে দ্যূতে আহ্বান করিলে তিনি না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না। তিনি যতবার আমার সহিত পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিবেন ততবার পরাস্ত হইবেন; দ্যূতমত্ত যুধিষ্ঠির হইতে আমরা সমস্ত সম্পত্তি ও রাজ্য হস্তগত করিতে পারিব।"(১)

---

(১) বহু শতাব্দীর ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর অনার্য্যদিগকে নির্জিত করিয়া আর্য্যগণ শান্তি লাভ করিলেন। যুদ্ধবিগ্রহাদি যত কমিতে লাগিল আর্য্যগণ ততই অন্যবিষয়ে মনোযোগ করিবার অবকাশ পাইলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে অক্ষ-ক্রীড়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। ইহাঁরা অক্ষ-ক্রীড়ায় এত মত্তছিলেন যে, অনেকে স্ত্রী, পুত্র ও আপনার শরীর পর্য্যন্ত

ধৃতরাষ্ট্র, আত্ম-কলহের ভয়ে এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে সঙ্কুচিত হইতেছেন দেখিয়া দুর্য্যোধন বলিলেন, “পিতঃ! যদি আমার জীবন রক্ষা করা আপনার অনভিমত না হয় তাহা হইলে আপনি মাতুলের পরামর্শে সম্মতি দান করিতে বিমুখ হইবেন না।” ধৃতরাষ্ট্র, পুত্র-স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া অগত্যা সম্মতি দান করিলেন। বিদুর অনেক আপত্তি করিলেন; কিন্তু তাঁহার কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না। এতদিনে ভুবন-বিখ্যাত কুরুবংশ নাশের বীজ রোপিত হইল।

রাজসূয় যজ্ঞ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দুর্য্যোধন ময়-নির্ম্মিত সভার অনুকরণে হস্তিনায় তোরণ-স্ফাটিকা নামে এক সভা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মহারাজ, যুধিষ্ঠিরের সভা নাগ-শিল্পী ময় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়; কিন্তু হস্তিনার এই সভা নির্ম্মাণে আর্য্যেতর কোন জাতির সংস্রব ছিল না। এই সভাগৃহে দ্যূত-ক্রীড়ার আয়োজন হইল। যুধিষ্ঠিরের

পথ রাখিতেন। বৈদিক ঋষিগণের মধ্যে কেহ কেহ অক্ষ-ক্রীড়ার দুষ্পরিণাম বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই দ্যূত-ক্রীড়া যে কিরূপ ছিল এখন তাহা বুঝিতে পারা যায় না। উহাতে তিপ্পান্নটি গুটিকা ব্যবহৃত হইত এই মাত্র জানা যায়। ঋগ্বেদ-সংহিতার দশম মণ্ডলের চৌত্রিশ সূক্তে অক্ষ-ক্রীড়ার বিস্তর দোষ বর্ণিত হইয়াছে। কবষ ঋষি, দ্যূতের অনুরোধে আপনার পতিব্রতা পত্নীকে পরিত্যাগ করেন। অক্ষে হারিয়া কতশত ধনী পথের ভিখারী হইত। দ্যূতনির্জ্জিত ব্যক্তি পণীকৃত অর্থ পরিশোধ করিতে না পারিলে জেতা তাহার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিত। মহাভারতে লিখিত আছে; নিষধ দেশের রাজা নল, দ্যূতে রাজ্যাদি হারাইয়া স্বীয় পত্নী দময়ন্তী সহ অরণ্যে প্রবেশ করেন। মহাভারতের বিখ্যাত যুদ্ধ বৈদিক সময়ের বহুদিন পরে ঘটে নাই। বেদের কোন কোন স্থানে দেবাপি, শান্তনু প্রভৃতি ভরত বংশীয় রাজার নাম পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ বর্ণিত আচার ব্যবহার মহাভারতের সময় প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধে ও দ্যূতে আহূত হইলে পরাঙ্মুখ হওয়াকে কাপুরুষতা মনে করিতেন।

আহ্বানার্থ অবিলম্বে হস্তিনায় লোক প্রেরিত হইল। যুধিষ্ঠির আহ্বানের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যের আহ্বানে উপেক্ষা প্রদর্শন অনুচিত মনে করিয়া ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে হস্তিনায় গমন করিলেন। কৌরবেরা, পরম সমাদরে পাণ্ডবগণের অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর, পান ভোজনে কিয়ৎকাল অতীত হইলে সকলে বিবিধ সংলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্য্যোধনের মাতুল—গান্ধার-রাজ শকুনি, যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। যুধিষ্ঠির জানিতেন, শকুনি অক্ষ-ক্রীড়ায় অদ্বিতীয় নিপুণ ও বিলক্ষণ ধূর্ত্ত; শকুনির সহ দ্যূত-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে তাঁহাকে পদে পদে পরাজিত হইতে হইবে; তথাপি তিনি অক্ষ-ক্রীড়ায় পরাঙ্মুখ হওয়া কাপুরুষতা মনে করিয়া কহিলেন; "গান্ধাররাজ! আমার সহ দ্যূত-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হওয়ার উপযুক্ত সম্পত্তি তোমার কোথায়?" তচ্ছ্রবণে শকুনি ম্লানমুখ হইলে, দুর্য্যোধন কহিলেন, "মহারাজ! আমি আমার সমুদায় সম্পত্তি মাতুলকে দান করিলাম। মাতুল, তদ্দ্বারা আপনার সহিত দ্যূত-ক্রীড়া করিবেন"। যুধিষ্ঠির সম্মত হইলে দ্যূত-ক্রীড়া আরম্ভ হইল। এই ক্রীড়ায় প্রত্যেক বার অক্ষক্ষেপে যুধিষ্ঠিরের পরাজয় হইতে লাগিল। যুধিষ্ঠির ক্রমে ক্রমে সমস্ত অশ্ব, গজ, রথ, রথী, দাস, দাসী, পশু, পঞ্চদ্রোণিক সুবর্ণ, তাম্র ও লৌহ-পাত্রে রক্ষিত চারিশত নিধি হারাইলেন। অবশেষে সমস্ত রাজ্য, সম্পত্তি ও ভ্রাতৃগণ সহ দ্রৌপদীকে

হারাইলেন। দ্যূতে পরাজিত করিয়া কৌরবেরা, পাণ্ডবগণের প্রতি যৎপরোনাস্তি অসদ্ব্যবহার করেন। দ্রৌপদীর প্রতি অসদ্‌ব্যবহারের সংবাদে কৌরব-রমণীগণ, নিরতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। দ্যূতারম্ভের পূর্ব্বে হস্তিনাবাসিগণ, ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতেন না। এক্ষণে দ্রুতবেগে এই সংবাদ হস্তিনায় প্রচারিত হইল। পাণ্ডবগণের প্রতি অসদ্‌ব্যবহার করাতে কৌরবগণের প্রতি প্রজাগণ নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হইল। ধৃতরাষ্ট্র, ভীত হইয়া পঞ্চ-ভ্রাতা ও দ্রৌপদীর দাসত্ব মোচন করিলেন। কিন্তু তাহার পর আবার দ্যূত-ক্রীড়া হইল; সেবারে যুধিষ্ঠির পরাজিত হইয়া দ্বাদশবৎসর বনবাস এবং একবৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে অনুমত হইলেন। এই সময়ের পর তাঁহারা স্বরাজ্য পাইবেন, ধৃতরাষ্ট্র এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ক্রূরবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় ছিল যে;—পাণ্ডবেরা দীর্ঘকাল অরণ্যবাসের ক্লেশে মারা পড়িবে, অথবা, অরণ্য মধ্যে হিংস্রজন্তু বা রাক্ষসাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবে; যদিও তাহারা এই দ্বাদশ বৎসর কোনরূপ কাটাইতে পারে, তথাপি শেষ বৎসর কোন স্থানে লুকাইয়া থাকিতে পারিবে না; যদি, তাহাদের আত্মপ্রকাশ হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে পুনরায় অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে হইবে; এই দীর্ঘকালের মধ্যে প্রজা ও সৈন্য সামন্তগণ আমাদের সম্পূর্ণ অনুগত হইবে ও পাণ্ডবগণকে ভুলিয়া যাইবে; এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমরা গুহ্য ও বাহ্য নানা উপায়ে উহাদিগকে বিনষ্ট করিতে

উদাসীন থাকিব না; যদি ইহাতেও রক্ষা পায়, তাহা হইলে তৎকালে বনবাসক্লিষ্ট অসহায় পাণ্ডবগণকে সম্মুখ-যুদ্ধে পরাজিত করা কঠিন হইবে না।

জগতে অসাধারণ ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও পরিণাম-দর্শিতার অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত রাখিবার জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠির অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। পাণ্ডব-মাতা কুন্তীদেবী, বিদুরের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা, হস্তিনা হইতে নির্গত হইয়া গঙ্গাতীর দিয়া প্রমাণ নামক মহাবটের সমীপে গমন পূর্ব্বক রাত্রিবাস করিলেন। পাণ্ডবেরা হস্তিনা হইতে গমন করিলে নগর মধ্যে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। লোকে, ভীষ্ম দ্রোণাদির প্রতি নিতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করে। কৌরবেরা, ভীত হইয়া যুধিষ্ঠিরের সম্পত্তির কিয়দংশ দ্রোণাচার্য্যকে সমর্পণ করেন; দ্রোণ, তাহাতে সন্তুষ্ট হন, এবং পাণ্ডবগণের সহ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কৌরব-পক্ষ ত্যাগ করিবেন না ইহা স্বীকার করেন। নগরের মধ্যে যাহারা পাণ্ডব-পক্ষপাতী ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যাইয়া বনবাসী পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত হইল। এইরূপে বহুসংখ্যক লোক পাণ্ডবগণের সমভিব্যাহারী হইয়াছিল। বোধ হইল যেন একটী নগর যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে মহাবনে যাইতেছে। এত অধিক লোক সঙ্গে থাকাতে কৌরবেরা পাণ্ডবগণকে বনস্থলে আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট করিতে সাহস করে নাই।

পাণ্ডবেরা, গঙ্গাতীর হইতে ক্রমশঃ যমুনা, সরস্বতী

ও দৃষদ্বতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া কাম্যক-বনে উপনীত হইলেন। কাম্যক-বন সরস্বতী নদীর তীরস্থ। পাণ্ডবেরা এই বনে কিয়ৎকাল বাস করিলেন। এই সময়ে বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রকে অনেক হিতোপদেশ দিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, বিদুরকে পাণ্ডব-পক্ষপাতী দেখিয়া কটূক্তি পূর্ব্বক তাড়াইয়া দেন; কিন্তু, খিন্নমনা বিদুর যুধিষ্ঠিরের সমীপে প্রস্থান করিলে ধৃতরাষ্ট্রের নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। তিনি বিদুরের আনয়নার্থ সঞ্জয়কে প্রেরণ করিলেন। স্নিগ্ধমনা ক্ষমাশীল বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। কাম্যক্-বনে অবস্থান কালে কির্ম্মীর নামক অনার্য্য দলপতি, পাণ্ডবগণকে আক্রমণ করিতে যাইয়া নিহত হয়। কির্ম্মীর নিহত হইলে যুধিষ্ঠির সে স্থানে অবস্থান করা সঙ্গত মনে করিলেন না। কির্ম্মীরের সজাতীয়গণ আগন্তুক আর্য্যবীরগণকে শত্রু জ্ঞান করিয়া তাহাদের সহ বিবাদে উদ্যত হইল।

এই সময়ে পাণ্ডবগণের আপদ্ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কৃষ্ণ, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু, পাঞ্চাল, ও কেকয়গণ, তাঁহাদের সহ সাক্ষাতের জন্য আগমন করেন। তাঁহারা কৌরবগণের দুর্ব্বৃত্ততার আমূল বিবরণ অবগত হইয়া নিরতিশয় দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন কৃষ্ণ, দ্বারকায় প্রস্থানকালে সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে সঙ্গে লইয়া গমন করিলেন।

পাণ্ডবেরা কাম্যক্-বন পরিত্যাগ করিয়া কুরুজাঙ্গল প্রদেশে উপনীত হইলেন। এই প্রদেশ কুরু-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কুরুজাঙ্গলের প্রজাগণ, পাণ্ডবগণের

জন্য বিলক্ষণ দুঃখ প্রকাশ করিল। পাণ্ডবগণ, এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া সরস্বতীর তীরবর্ত্তী শালবন সমাকীর্ণ দ্বৈতবনে গমন করিলেন। এই সময়ে অর্জ্জুন, ভ্রাতৃ-গণের নিকট বিদায় লইয়া উত্তর প্রদেশে গমন করেন এবং সেই প্রদেশে পাঁচ বৎসরকাল অবস্থান পূর্ব্বক যুদ্ধ-বিদ্যা, এবং সঙ্গীত বিদ্যাদি শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্নসহকারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। অপর পাণ্ডবেরা, এই পাঁচ বৎসর ভারতভূমির নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সহায়-সংগ্রহ ও ধর্ম্মলাভ এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল। লোমশ ঋষি, পাণ্ডবগণের এই ভ্রমণের সহায় ছিলেন। ভ্রমণ কালে পরমজ্ঞানী ঋষিগণের সহ মধ্যে মধ্যে পাণ্ডব-গণের সাক্ষাৎ হইত; ঋষিরা, বিবিধ জ্ঞানগর্ভ মহোপদেশ প্রদান দ্বারা পাণ্ডবগণের শোকাপনোদন করিতেন।

বন-ভ্রমণকালে বহুসংখ্যক সাগ্নিক, নিরগ্নিক ও স্নাতক ব্রাহ্মণ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ছিলেন। পাণ্ডবেরা, মৃগয়ালব্ধ মাংস ও ফলমূল দ্বারা তাঁহাদের পোষণ করি-তেন। দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ, চরদ্বারা পাণ্ডবগণের নির-ন্তর সন্ধান লইতেন, এবং গূঢ়োপায়ে পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন। বহুসংখ্যক সঙ্গী না থাকিলে আত্মরক্ষা কঠিন হইবে, অসাধারণ চতুর ও ধর্ম্ম-শ্রীসম্পন্ন যুধিষ্ঠির তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তথাচ এত অধিক সঙ্গী লইয়া নানা স্থান ভ্রমণ করিলে কষ্ট হইতে পারে ইহা বিবেচনা করিয়া পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণগণকে হস্তিনায় প্রেরণ করেন; কেবল ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভৃত্য,

পুরোহিত ধৌম্য, ও পাচকগণ পাণ্ডবগণের সঙ্গে ছিল। দ্বৈতবন ত্যাগ করিয়া পাণ্ডবেরা নৈমিষারণ্যে উপনীত হন; এবং তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলে গমন করেন। এখান হইতে পাণ্ডবগণ গয়া প্রদেশে চাতুর্ম্মাস্যযাগের অনুষ্ঠান করেন।

বন-ভ্রমণকালে বৃহদশ্বনামক মুনির সহ যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎ হয়। বৃহদশ্ব, অদ্বিতীয় অক্ষ-বিশারদ ছিলেন। যুধিষ্ঠির, সেই মুনিবরের নিকট অক্ষ-বিদ্যা শিক্ষা করেন; এবং এতদিনে আপনাকে অক্ষবিদ্যায় শকুনির উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়াছিলেন। বিরাট-রাজ-ভবনে অবস্থানকালে এই বিদ্যা যুধিষ্ঠিরের মহোপকারিণী হইয়াছিল।

পাণ্ডবগণ, এইরূপে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া প্রভাস-তীর্থে উপস্থিত হন, প্রভাসে আগমন সংবাদ অবগত হইয়া কৃষ্ণপ্রমুখ যাদবগণ তাঁহাদের সহ সাক্ষাতের জন্য তথায় গমন করেন। পাণ্ডবগণের তাৎকালিক অবস্থা অবলোকনে বান্ধবগণ অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। পাণ্ডবেরা, প্রভাস হইতে সরস্বতী তীরস্থ নানা স্থান দর্শন করিয়া বিপাশা নদীর তীরে উপস্থিত হন। বিপাশা তীর দিয়া কশ্মীর-মণ্ডলে গমন করেন। এই কশ্মীর-মণ্ডলের বর্ত্তমান নাম কাশ্মীর। তাঁহারা, এই স্থান হইতে হিমালয়ের পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে বিদেহ রাজ্যের উত্তর তীরস্থ বাতিক খণ্ডে উপনীত হন। মহাভারতে লিখিত আছে যে রামচন্দ্র বর্ষ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক

রাতিক খণ্ডকে দুর্গম করিয়াছিলেন। বোধ হয়, আধুনিক নেপালের কোন অংশের নাম বাতিক খণ্ড ছিল। তাঁহারা বাতিক খণ্ড হইতে পুনরায় পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া বিতস্তা তীরে উপনীত হন।

পাণ্ডবগণের সমতল প্রদেশে ভ্রমণ শেষ হইলে, তাঁহারা হিমালয় প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া উশীরবীজ, মৈনাক, শ্বেতগিরি, কালশৈল, মন্দর, কৈলাস, জাম্বুনদ, গন্ধমাদন দর্শন পূর্ব্বক পুলিন্দ-রাজ সুবাহুর রাজ্যে গমন করেন। (১)

পাণ্ডবগণ, মন্দর-পর্ব্বত সমীপে একটী প্রকাণ্ড জন্তুর অস্থি দেখিতে পান। পৃথিবীর আদিম অবস্থায় অনেক প্রদেশে অদ্ভুতাকার জীব বাস করিত; তাহারা ভূস্তরে কঙ্কাল রাখিয়া বিলুপ্ত হইয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহাদের কঙ্কাল অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাচীনেরা, সে সকলের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত ছিলেন না; তাঁহারা, তৎসমুদায়কে বৃহদাকার দৈত্যের অস্থি মনে করিতেন। পার্ব্বত্য-লোকেরা, এই অদ্ভুত জীবের দেহাবশেষকে নরকাসুরের অস্থি বলিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রকাশ করে। যুধিষ্ঠির, গন্ধমাদন পর্ব্বতে একটী শ্বেতকায় চতুর্দ্দন্ত হস্তী দর্শন করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ, এই সকল পার্ব্বত্য পথ ভ্রমণকালে খরবাত, তুষারবর্ষ প্রভৃতি দ্বারা অত্যন্ত যাতনা পান; কিন্তু সরলস্বভাব

(১) উশীররাজ, মৈনাকাদি পর্ব্বত, হিমালয়ের এক একটী শাখা মাত্র। বোধ হয়, এখন তাহাদের অন্য নাম হইয়াছে। শ্বেত পর্ব্বতের বর্ত্তমান নাম সফেদ্ কোহ।

পার্ব্বতীয়গণের অমায়িক ব্যবহারে নিরতিশয় প্রীতিলাভ করেন।

পাণ্ডবেরা হিমালয়ের উত্তরে বিন্দু-সরোবর, শক্রসদন-প্রস্থ, উত্তরকুরুবর্ষ, বিশালাবদরী ও কুবেরসরসী দর্শন করিলেন। তাঁহারা বৈখানসাশ্রম নামক স্থানের নাম শুনিয়া ছিলেন; কিন্তু পথের দুর্গমতা বশতঃ তথায় গমন করিতে পারেন নাই। এখান হইতে পাণ্ডবগণ প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পথি-মধ্যে আর্ষ্টিসেনাশ্রম, বৃষপর্ব্বাশ্রম দর্শন করিলেন। ইঁহারা গন্ধমাদনে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, অর্জ্জুন, উত্তরদেশ হইতে আগমন করিয়া তাঁহাদের সহ মিলিত হইলেন। অর্জ্জুনের পুনরাগমনে পাণ্ডবগণের হর্ষের পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা আপনাদিগকে যেন পুনরুজ্জীবিত বোধ করিতে লাগিলেন। আপেক্ষিক সমালোচনায় ভীষ্ম-দ্রোণের অস্ত্রজ্ঞতা তাঁহাদের নিকট সামান্য বোধ হইল; হৃতরাজ্য যেন করায়ত্ত বোধ হইতে লাগিল।

অষ্টম অধ্যায়।

অর্জ্জুনের সহ সমাগমের পর পাণ্ডবেরা চারি বৎসর হিমালয় প্রদেশে ভ্রমণ করেন। এই সময়ে তাঁহারা চীন, তুষার, দরদ, ও নানা-রত্ন-সমন্বিত পুলিন্দদেশ দর্শন করেন। পুলিন্দরাজ সুবাহু, পাণ্ডবগণের বিস্তর আনুকূল্য করিয়াছিলেন। উত্তর প্রদেশ ভ্রমণকালে এইস্থানে তাঁহাদিগের পরিচারকবর্গ অবস্থিতি করিত। দশ বৎসর

অতীত হইলে তাঁহারা পরিচারকবর্গ সমভিব্যাহারে লইয়া দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া যমুনার উদ্ভবস্থানে এক বৎসর বাস করিলেন। এইস্থানে ভীমসেন, একটী মহা অজগর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধি কৌশলে উদ্ধার লাভ করেন। বনবাসের দ্বাদশ বৎসর উপস্থিত হইলে পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে কিয়ৎকাল বাস করিয়া কাম্যকবনে পুনরাগমন করিলেন। পাণ্ডবেরা কাম্যকবনে প্রত্যাগত হইয়াছেন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রমুখ যাদবগণ তাঁহাদের সহ সাক্ষাতের জন্য আগমন করিলেন। এখানে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়া নানাবিধ পৌরাণিক কথায় সকলের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণপ্রমুখ যাদবেরা, দ্বারকায় গমন করিলে পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনসরোবর সমীপে বাসস্থান মনোনীত করিলেন। হস্তিনায় এই সংবাদ প্রচারিত হইলে কৌরবেরা উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, পাণ্ডবেরা এতদিন মহাবনে বিনষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে জীবিত ও দ্বৈতবনে অবস্থিত শুনিয়া কর্ণ দুর্য্যোধনাদি পামরগণ, পাণ্ডবগণকে দ্বৈতবন হইতে উৎসাদিত করার মন্ত্রণা করিতে লাগিল; এবং সঙ্কল্প ব্যক্ত হইয়া পড়িলে পাছে ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম তাঁহাদের বন গমন অনুমোদন না করেন, এই ভয়ে ঘোষযাত্রা (১) ও মৃগয়া-ব্যপদেশে বনগমনের প্রস্তাব করিল।

---

(১) পূর্ব্বকালে রাজগণের প্রচুর গোধন থাকিত। গোধন-রক্ষার জন্য গোপগণ নিয়োজিত হইত। গোপেরা তৃণ-জল-বহুল প্রদেশে গোধন লইয়া বিচরণ করিত।

পাণ্ডবগণের সহ বিবাদ হইতে পারে বিবেচনা করিয়া, ধৃতরাষ্ট্র প্রথমতঃ দুর্য্যোধনের প্রস্তাবে সম্মতিদান করেন নাই, কিন্তু স্নেহ বিধুরতা বশতঃ পরে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। দুর্যোধন, অষ্ট সহস্র রথ, ত্রিংশৎ সহস্র হস্তী, বহু সহস্র পদাতি, নব সহস্র অশ্ব, ও বহু সংখ্যক আনুযাত্রিকের সহ ঘোষ-যাত্রা করিলেন (১) পাণ্ডবগণকে স্বসমৃদ্ধি প্রদর্শন করা অথবা সুযোগ পাইলে তাঁহাদিগকে উৎসাদিত করা ভিন্ন দুর্য্যোধনের অন্য উদ্দেশ্য ছিল না। দ্বৈতবন-সরোবরের দুই ক্রোশ অন্তরে দুর্য্যোধনের শিবির সন্নিবেশিত হইল। অশ্বের হ্রেষা, গজের বৃংহণ, এবং সৈন্য কোলাহল-বিবিধ বাদ্যের সহ মিলিয়া মহাবন কম্পিত করিয়া তুলিল। পাণ্ডবগণ, নির্ব্বোধ কুরুপতির দুরভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া দুঃখিত হইলেন, কিন্তু ভীত হইলেন না।

পাণ্ডবেরা গুপ্তচর দ্বারা নিয়ত হস্তিনার পুঙ্খানুপুঙ্খ-সন্ধান লইতেন। অজাত-শত্রু যুধিষ্ঠিরের চরিত্র এমন মধুর ছিল যে, কেহ তাঁহার শত্রু হইতে সহজে প্রবৃত্ত হইত না। যুধিষ্ঠির, আপনার অজাতশত্রু নাম অন্বর্থ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের সরলতা, কৌরবগণের শাণিত অস্ত্র অপেক্ষা প্রভাবশালিনী ছিল।

বৎসরের মধ্যে রাজগণ অন্ততঃ একবার গোধন সমূহের পর্য্যবেক্ষণ, গোগণের শরীরে বিশেষ বিশেষ চিহ্নদান, গোপগণকে পুরস্কার প্রদান ও তাহাদের নৃত্যগীতাদি শ্রবণ করিতেন। রাজধানী হইতে রাজার এই উদ্দেশে বহির্গমন, ঘোষযাত্রা নামে অভিহিত হইত।

(১) আমরা এই সেনার সংখ্যা দেখিয়া অনুমান করিতে পারি যে, কৌরব সাম্রাজ্যের স্থায়ী-সেনা ইহা অপেক্ষা বড় অধিক ছিল না। কারণ দুর্য্যোধন স্বকীয় সমস্ত ঐশ্বর্য্য দেখাইবার জন্য সমুদায় সৈন্য সঙ্গে লইয়া যাইতে ঔদাস্য করেন নাই।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, কৌরব-সাম্রাজ্যের উত্তরদিকে হিমালয় প্রদেশে গন্ধর্ব্বজাতির বাস ছিল। ইহাদের সহিত কৌরবগণের মধ্যে মধ্যে বিবাদ হইত। কখন কখন কৌরবগণ পরাজিত হইতেন। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররেসন, যুধিষ্ঠিরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন; তৃতীয়পাণ্ডব অর্জ্জুনের সহ তিনি বন্ধুত্ব সূত্রে বদ্ধ ছিলেন। তিনি দুর্যোধনের দুশ্চেষ্টার বিষয় পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের বিপৎপাতের সম্ভাবনা বিবেচনায় তিনি স্বীয় দুর্জ্জয় সেনা সমভিব্যবহারে দ্বৈতবনে উপস্থিত হইলেন। উদ্ধত কৌরবগণ, অকারণে গন্ধর্ব্বগণের অপমান করিলেন; তাহাতে উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে কৌরব-সেনা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে দুর্য্যোধন সপরিবারে গন্ধর্ব্বগণের হস্তে বন্দী হইলেন। দুর্য্যোধনের অন্তঃপুরিকাগণ এই দুঃসময়ে যুধিষ্ঠিরের নিকট আপনাদের বিপদ্ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। কৌরবগণের এই আকস্মিক বিপদে ভীমার্জ্জুনাদি ভ্রাতৃগণ, অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; কিন্তু যুধিষ্ঠির অবিলম্বে অর্জ্জুনকে দুর্য্যোধনের উদ্ধার সাধনে আজ্ঞা দিলেন। ভীমার্জ্জুন, অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! যে কাজ আমাদিগকে সম্পন্ন করিতে হইত, গন্ধর্ব্ব-রাজ তাহা সম্পাদন করিয়া সুহৃদের উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন।" যুধিষ্ঠির বলিলেন, "ভীম! তুমি জাননা, গন্ধর্ব্ব হস্তে কৌরব-রমণীগণের বন্দিনী হওয়া আমাদের গৌরবের বিষয় নয়। আমরা কৌরব-বংশ-জাত; এই পবিত্র

বংশের সম্মান রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। দুর্যো-ধনের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা আছে বটে, কিন্তু অপরে দুর্য্যোধনের অপমান করিলে আমাদের মান-বৃদ্ধি হইবে না। দেখ, অর্জ্জুন ! যখন দুর্য্যোধন আমাদের সহ বিবাদ করিবে, তখন আমরা পাঁচ ভাই এক পক্ষে, এবং কৌরবেরা একশত ভাই অপর পক্ষে থাকিবে; কিন্তু যখন অপর কেহ তাহাদের সহ বিবাদ করিবে; তখন আমরা সকলে একশত পাঁচ ভাই হইয়া শত্রুর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইব।” যুধিষ্ঠিরের এই সারবতী যুক্তির মোহিনী-শক্তিতে ভীমার্জ্জুনের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তাঁহারা কৌরব-বিদ্বেষ ভুলিয়া গেলেন। দুর্য্যোধনের প্রতি তাঁহাদের সমবেদনার সঞ্চার হইল। অর্জ্জুনের অনুরোধে গন্ধর্ব্ব-রাজ চিত্রসেন, দুর্যোধনের প্রাণ বধ না করিয়া যুধিষ্ঠিরের সমীপে আনিয়া দিলেন। যুধিষ্ঠির সস্নেহে দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন করিয়া মধুর বাক্যে নানা হিতোপদেশ দিলেন। অভিমানে দুর্য্যোধনের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইল। তিনি ক্ষুণ্ণমনে হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন।

পাণ্ডবেরা পুনরায় কাম্যকবনে প্রবেশ করিলেন। কাম্যকবন, তৃণবিন্দু সরোবরের নিকট ও মরুভূমির পার্শ্ব-দেশে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে অবস্থান কালে পাণ্ডব-গণের আর একটী নূতন বিপদ্ উপস্থিত হইল। একদা রজনী অবসন্না হইলে, পাণ্ডবগণ সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন পূর্ব্বক পুরোহিত ধৌম্যের প্রতি কুটীরের ভার সমর্পণ করিয়া অশ্বারোহণে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে অরণ্যের অভ্যন্তরে

প্রবিষ্ট হইলেন। দ্রৌপদী, পরিচারিকাগণ সহ কুটীরে রহিলেন। এই সময়ে সিন্ধু সৌবীরের রাজা জয়দ্রথ, আনুযাত্রিকগণ সমভিব্যাহারে শাল-ভূমিতে গমন করিতে ছিলেন। পাণ্ডব-কুটীরের নিকট উপস্থিত হইলে অলোক-সামান্য রূপবতী দ্রৌপদী তাঁহার নয়ন-গোচর হইলেন। তিনি দ্রৌপদীর পরিচয় পাইয়া দুর্য্যোধনের প্রিয় চিকীর্ষায় তাঁহাকে হরণ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। পুরোহিত ধৌম্য জয়দ্রথের দুরভিসন্ধি প্রতিরোধার্থ যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

জয়দ্রথ, কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে কমল-নয়না দ্রৌপদী তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিয়া প্রাতরাশ স্বরূপ তাঁহাকে পাঁচশত মৃগ দান করিলেন এবং কহিলেন, "আপনি অপেক্ষা করুন, মহারাজ যুধিষ্ঠির মৃগয়া হইতে আগমন করিয়া আপনাকে আরও অধিক মৃগ প্রদান করিবেন"। জয়দ্রথ, দ্রৌপদীর অভ্যর্থনায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে আপনার রথে আরোহণ করিতে বলিলেন। দ্রৌপদী, জয়দ্রথের সহ বহু বাগ্‌বিতণ্ডা করিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন, নরাধম তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না, তখন অপমান-ভয়ে অগত্যা জয়দ্রথের রথে আরোহণ করিলেন। পরিচারিকাগণ, রোদন করিয়া উঠিল। জয়দ্রথ, দ্রুতবেগে রথ চালনা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা, মৃগয়া হইতে আগমন করিয়া রোরুদ্যমানা পরিচারিকাগণের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দ্রুতবেগে জয়দ্রথের অনুসরণ করিলেন। অনতিবিলম্বে

জয়দ্রথ, তাঁহাদের নেত্রপথবর্ত্তী হইলেন; তিনি রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ পাণ্ডবগণের সমীপে গমন করিলেন; এবং সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন। রোষজ্বলিত ভীমসেন, জয়দ্রথের যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা করিলেন; কিন্তু করুণাপরতন্ত্র যুধিষ্ঠির, তাঁহার প্রাণ-সংহার না করিয়া তাঁহাকে মুক্তি দান করিলেন। জয়দ্রথ, অপমানিত হইয়া স্বীয় রাজ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ, দ্বৈতবনে পুনঃ প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহাদের প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে অজ্ঞাত বাসের সময় উপস্থিত হইল। তাঁহারা মৎস্য দেশে আপনাদের বাসস্থান মনোনীত করিয়া পুরোহিত ধৌম্যকে অগ্নিহোত্র সহ দ্রুপদের নিকট এবং ইন্দ্রসেন প্রভৃতি পরিচারকগণকে যানবাহনাদি সহ দ্বারাবতীতে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর, মৃগয়া করিতে করিতে কালিন্দীর দক্ষিণ কূলে উপনীত হইলেন। তথা হইতে ক্রমশঃ দশার্ণের উত্তর, পঞ্চালের দক্ষিণ, পটচ্চর ও যকৃল্লোমের মধ্য দিয়া মৎস্য-রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এই মৎস্য-দেশ রাজপুতনার অন্তর্গত কোন স্থান। ঋগ্‌বেদে তুর্ব্বশ (তুর্ব্বসু) কর্ত্তৃক মৎস্য-রাজ্য আক্রমণের কথা লিখিত আছে। বোধ হয়, তুর্ব্বশের সময় মৎস্য-দেশ আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত হয় নাই। ভারত-যুদ্ধের সময় মৎস্য-দেশ আর্য্যগণের অধিকৃত হইয়াছিল। মৎস্য-রাজধানী পর্ব্বতের সন্নিহিত ছিল। রাজধানীর সম্মুখ-

ভাগে প্রশস্ত গোষ্ঠে গোপাল বিচরণ করিয়া বেড়াইত। প্রজাগণ, যুদ্ধবিশারদ ও কৃষিকার্য্য নিপুণ ছিল। বিরাট নামে জনৈক বর্ষীয়ান-পুরুষ, এই রাজ্য শাসন করিতেন। বিরাটের যশোরাশি দিগন্ত-বিশ্রুত ছিল। এই মৎস্য-রাজ্য কুরু-পাঞ্চাল-বাসিগণের ন্যায় সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও সভ্যতার আস্পদ ছিল না। এই সময়ে কুরু-পাঞ্চাল সভ্যতার আদর্শ ও ধনজ্ঞানের প্রিয়তম লীলা-নিকেতন ছিল। সভ্যতা ও সমৃদ্ধিতে ন্যূন হইলেও মৎস্য-দেশ-বাসিগণের পরাক্রম নিতান্ত সামান্য ছিল না। কুরুগণ, এই রাজ্য আক্রমণ করিতে যাইয়া বারংবার পরাজিত হইয়া আইসেন। শাল্ব ও ত্রিগর্ত্ত দেশ, মৎস্য-দেশের পার্শ্ব-বর্ত্তী ছিল। মৎস্য ও ত্রিগর্ত্ত সর্ব্বদাই বিবাদ-বিসংবাদে প্রবৃত্ত হইত। অবশেষে ত্রিগর্ত্তীয়দিগকে কুরুগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মৎস্য-বাসীদের হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে হইয়াছিল। এই ত্রিগর্ত্তের বর্ত্তমান নাম জলন্ধর।

পাণ্ডবেরা, মৎস্য-রাজধানীর নিকটে উপস্থিত হইয়া আপনাদের অস্ত্র-শস্ত্র বস্ত্র-বদ্ধ করিয়া এক দীর্ঘ বৃক্ষের অগ্র-ভাগে বান্ধিয়া রাখিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী পশুপালকগণকে বলিলেন, “আমাদের মাতার মৃত্যু হইয়াছে, আমাদের কুলাচারানুসারে আমরা মাতৃ-শব বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখিলাম।” সরল-প্রকৃতি পশুপালকগণ এ কথায় অপ্রত্যয় করিল না। তদবধি কেহই আর বৃক্ষের নিকট যাইত না।(১)

(১) প্রাচীন কালে বোধ হয় মৃত আত্মীয় স্বজনকে বৃক্ষে লম্বিত করিয়া রাখিবার ব্যবহার, ভারতের কোন কোন দেশে ও কোন কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল।

নবম অধ্যায়।

পাণ্ডবগণ, আপনাদের ও দ্রৌপদীর নাম গোপন পূর্ব্বক অন্য নাম ধারণ করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে মহারাজ বিরাটের সংসারে প্রবেশ করিলেন। দ্রৌপদী, বিরাটান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজমহিষী সুদেষ্ণার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সৈরিন্ধ্রীবেশে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির, বিরাটের সভাস্তার পদে বরিত হইলেন। বনবাস কালে বৃহদশ্ব মুনির নিকট যুধিষ্ঠির অক্ষ-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন; তিনি অক্ষ-ক্রীড়ায় বিরাটের সন্তোষ উৎপাদন পূর্ব্বক ধন-সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। পাচকের কার্য্যে ভীমের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল; তিনি বিরাটের পাচক হইয়া তাঁহার সন্তোষ জন্মাইতে সমর্থ হইলেন। অর্জ্জুন, বৃহন্নলা নাম ধারণ পূর্ব্বক দ্রুপদের অন্তঃপুরে অবস্থান করিয়া অন্তঃপুরিকাগণের নৃত্যাচার্য্য হইলেন। সহদেব, অশ্ব-শালায় ও নকুল গোশালায় প্রবেশ লাভ করিয়া অশ্ব ও গোগণের রক্ষক হইলেন। এই রূপে মৎস্য-নগরে প্রবেশ করিবার চারি মাস পরে তথায় ব্রহ্ম-মহোৎসব নামে এক মহোৎসবের আয়োজন হইল। এই মহোৎসব মহা আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইল। বীর-জাতির সমুদায় কার্য্যে বীরত্বের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ব্রহ্ম-মহোৎসবে মল্লক্রীড়ার জন্য নানা দেশ হইতে মল্লগণের সমাগম হইতে লাগিল। মৎস্য-দেশস্থ সমুদায় মল্ল, জীমূত নামক এক মহাবলশালী বিদেশীয় মল্লের

নিকট পরাজিত হইল। মৎস্য-দেশীয় মল্লগণকে পরাজিত করিয়া জীমূত আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহাতে বিরাট অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। বিরাটের মহানসে ভীমসেন, বল্লব নাম ধারণ পূর্ব্বক সূপকারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তিনি জীমূতের দর্পনাশের জন্য রঙ্গ স্থলে অবতীর্ণ হইলেন, এবং মল্ল-যুদ্ধে রাজ-সমক্ষে তাহার প্রাণ-বধ করিলেন। বল্লবের বাহুবল সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইল। বিরাট, কখন কখন সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তি প্রভৃতির সহ বল্লবকে ক্রীড়া করিতে বলিতেন। বল্লবও রাজাজ্ঞানুসারে সেই সকল জন্তুর সহ ক্রীড়া করিয়া তাঁহার ও অন্তঃপুরিকাগণের সন্তোষ জন্মাইতেন। তৎকালে কোমল-হৃদয়া সৈরিন্ধ্রী ভীমসেনকে ক্লিশ্যমান দেখিয়া অত্যন্ত সন্তাপিত হইতেন।

দেখিতে দেখিতে বিরাটনগরে পাণ্ডবগণের দশমাস অতীত হইয়া গেল। একদিবস রাজ-সেনাপতি কীচক, স্বীয় ভগিনী রাজ-মহিষী সুদেষ্ণার সহ সাক্ষাৎ করিবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে ঘটনা বশতঃ অসামান্যরূপবতী সৈরিন্ধ্রীর বেশধারিণী পাণ্ডব-মহিষী দ্রৌপদী, কীচকের নয়নপথবর্ত্তিনী হইলেন। কীচক বীরপুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ উন্নত ছিলনা; তিনি সৈরিন্ধ্রীর পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিলেন। মনস্বিনী দ্রৌপদী, দারুণ রোষ ও ঘৃণার সহ কীচকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। কীচক, অপমানিত হইয়া নিতান্ত ক্রোধান্ধ হইলেন, এবং আপনার ক্ষমতার পরিচয়

প্রদান জন্য সময়ান্তরে বিরাটের সমক্ষে সৈরিন্ধ্রীকে পদাঘাত করিলেন। ভীমসেন, এই সকল অবগত হইয়া অসদাচরণ জন্য কীচককে উপাংশুহত করিলেন। কীচক নিহত হইলে, মৎস্যরাজ অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন। কীচকের বন্ধুগণ, সৈরিন্ধ্রীকে কীচকের মৃতদেহেরসহ বন্ধন করিল। দ্রৌপদী, এতদবস্থায় শ্মশান-ভূমিতে নীত হইলেন। মহানসস্থ ভীমসেন, রোরুদ্যমানা দ্রৌপদীর ক্রন্দন শব্দ শুনিয়া প্রাচীরের উপরিভাগে উত্থিত হইলেন; এবং দ্রৌপদীর ক্রন্দনের কারণ বুঝিতে পারিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক দণ্ডপাণিকৃতান্তের ন্যায় কীচকের আত্মীয়-গণের সমীপবর্ত্তী হইয়া পঞ্চোত্তর শতব্যক্তিকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ, ভ্রুকুটি-কুটিলানন ভীমাকার পুরুষকে নেত্র-গোচর করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে নগরাভিমুখে পলায়ন করিল। ভীমসেন, দ্রৌপদীর বন্ধন মোচন করিয়া আত্ম-প্রকাশ ভয়ে সত্বরতা সহকারে গুপ্তদ্বার দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। এখন মৎস্য-নগরে দ্রৌপদী সম্বন্ধে নানাবিধ অদ্ভুত মত প্রকাশ হইতে লাগিল। লোকে মনে করিতে লাগিল, কোন অলৌকিক জীব, দ্রৌপদীকে রক্ষা করিয়া থাকে। দ্রৌপদী নিজেও বলিতেন, "পাঁচজন গন্ধর্ব্ব আমার স্বামী, যে ব্যক্তি আমার অপমান করিবে, গন্ধর্ব্বগণ তাহার শাসন করিবেন"। লোকে মনে করিতে লাগিল, কীচক ও উপকীচকগণ, গন্ধর্ব্বদিগেরহস্তে নিহত হইয়াছে। গন্ধর্ব্বগণের কোপা-নলে পতিত হইবার ভয় স্বয়ং দ্রুপদের অন্তরে সঞ্চারিত

হইল। রাজমহিষী সুদেষ্ণাও দ্রৌপদীকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। দ্রৌপদী বলিলেন, "রাজ-মহিষি! আমি এখানে আর অল্প কাল অবস্থান করিব। আমার স্বামিগণ, আশ্রয়দাতার অনিষ্ট করিবেন না। আপনি আশ্বস্ত হউন"। পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস পূর্ণ হওয়ার ত্রয়োদশ দিন অবশিষ্ট থাকিতে এই ঘটনা হয়।

দশম অধ্যায়।

আত্ম-প্রকাশ হইলে পুনরায় দ্বাদশবৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে বলিয়া পাণ্ডবেরা অত্যন্ত সাবধান থাকিতেন। ভীম, অর্জ্জুন, ও দ্রৌপদী অন্তঃপুরে থাকিতেন, কেহ তাঁহাদের সন্ধান পাইত না। নকুল ও সহদেব গোষ্ঠ ও মন্দুরায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির, ব্রাহ্মণবেশ ধারণ পূর্ব্বক রাজ-সভায় থাকিতেন; কেহ তাঁহাকে যুধিষ্ঠির বলিয়া অনুমান করিতে সমর্থ হইত না। কৌরবগণ, এই বৎসর সর্ব্বত্র পাণ্ডবগণের সন্ধান করে; প্রত্যেক অরণ্য, গিরিদরী ও রাজভবনে অনুসন্ধান হয়। যে দিবস কৌরবগণের গুপ্তচর মৎস্যরাজধানীতে উপস্থিত ছিল, সেই দিবস কীচক নিহত এবং নগর-মধ্যে দারুণ গোলযোগ উপস্থিত হয়। চরগণ, এই ঘটনায় বিস্মিত ও ভীত হইয়া এবং পাণ্ডবগণের অনুসন্ধানের সুযোগ না পাইয়া মৎস্যনগর পরিত্যাগ করে; এবং পাণ্ডবগণ মহাবনে বিনষ্ট হইয়াছেন বলিয়া কর্ণ/দুর্য্যোধনের চিত্ত-শান্তি জন্মাইয়া দেয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ত্রিগর্ত্ত ও মৎস্যরাজে অপরিহার্য্য শত্রুতা জন্মিয়াছিল। ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা, চরমুখে কীচকের বিনাশ-বৃত্তান্ত ও মৎস্য-রাজ্যের অভ্যন্তরীণ উপদ্রবের সংবাদ অবগত হইয়া কৌরবগণের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক মৎস্য-রাজ্য আক্রমণ ও বিরাটের গোধন হরণ করিলেন। মৎস্য-সেনা সজ্জীভূত হইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইল। এই সময়ে মৎস্য-রাজ্যে অষ্ট সহস্র রথ, সহস্র হস্তী ও ষষ্টি সহস্র অশ্বসেনা অপেক্ষা কিছু অধিক সেনা ছিল। মৎস্য-রাজ, সুশর্ম্মার হস্তে পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন।

অপরদিকে কৌরবগণের একদল প্রবল-বাহিনী, মৎস্য-রাজ্য আক্রমণ করিলে রাজ্য-মধ্যে নিরতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হইল। রাজকুমার উত্তর, রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন; তাঁহার বীরত্বের অভিমান যথেষ্ট ছিল; কিন্তু সাহস, বল ও কৌশল একবারেই ছিল না। তিনি বৃহন্নলা-রূপী অর্জ্জুনকে সারথি করিয়া কৌরবগণ সহ যুদ্ধ করিতে রণস্থলে গমন করিলেন; কিন্তু কৌরব-মহা-সৈন্যের নিকটবর্ত্তী হওয়ার পূর্ব্বেই পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন, উত্তরের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে নিজের সারথি করিয়া স্বয়ং মৎস্য-সেনা পরিচালন করিলেন। উভয় সেনায় ঘোরতর যুদ্ধ হইল; অবশেষে কৌরবগণ পরাস্ত হইল। অপরদিকে, ভীমাধিনীত একদল সৈন্য কর্ত্তৃক সুশর্ম্মা পরাজিত ও বন্দীকৃত হওয়ায় বিরাটের উদ্ধার-সাধন

হইল। বিরাট, এত দিন পরে আশ্রিতগণের ক্ষমতা বুঝিতে পারিলেন। অজ্ঞাতবাসের সময় উত্তীর্ণ হইলে বিরাট জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার সভাস্তার, রাজসূয়যাজী মহারাজ যুধিষ্ঠির; জীমূত-নাশক মহাবলশালী পুরুষই, ভীম; যিনি অন্তঃপুরে স্ত্রীগণের নৃত্যাচার্য্য, তিনিই ভুবন-বিখ্যাত গাণ্ডিবধম্বা অর্জ্জুন; গোপালক, নকুল; অশ্বপালক, সহদেব; সৈরিন্ধ্রী-বেশ-ধারিণী নারী-রত্নই, দ্রৌপদী। মৎস্য-রাজের হর্ষ-বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি বারংবার পাণ্ডবগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণও, অসময়-আশ্রয়-দাতার নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

বিরাট, পাণ্ডবগণ সহ কুটুম্বিতা স্থাপনার্থ অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যুকে আপনার কন্যা উত্তরা সম্প্রদানের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। অভিমন্যুকে আনয়নার্থ লোক-প্রেরিত হইল। এই বিবাহের নিমন্ত্রণে কৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মাদি যাদবগণ ও সপুত্র কাশী-রাজ আগমন করিলেন। তাঁহারা পাণ্ডবগণকে মেঘো-ম্মুক্ত দিবাকরের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন। বিবাহ-ব্যাপার অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইল। নিমন্ত্রিতগণের জন্য বিবিধ মৃগ, মৎস্য ও মৈরেয় সংগৃহীত হইল (১)।

---

(১) বিবিধ প্রমাণে জানিতে পারা যায়, প্রাচীন হিন্দুগণ মৎস্য-মাংস-বিদ্বেষী ছিলেন না।

বিবাহ-রজনী প্রভাত হইলে বীরসিংহগণ, মৎস্য-রাজ সভায় সমবেত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা নির্ণয়ার্থ উপবিষ্ট হইলেন। পারিবারিক আলাপ সমাপ্ত হইলে যদুবীর কৃষ্ণ, গাত্রোত্থান করিয়া সকলকে যথোচিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং দুর্য্যোধনের অসদাচরণ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া যাহাতে যুদ্ধ ব্যতীত কৌরব ও পাণ্ডবদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপন হয়, তাহার চেষ্টা করিতে বলিলেন। মধুপ্রবীর বলদেব, শিনিপ্রবীর সাত্যকি, যথাক্রমে গাত্রোত্থান করিয়া স্ব স্ব অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন; তাঁহাদিগের উগ্র-প্রবর্ত্তনা, অসাধারণ বুদ্ধিমান্, গাম্ভীর্য্যশালী, পরিণামদর্শী শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে প্রশমিত হইল। অনন্তর, জ্ঞানবয়োবৃদ্ধ দ্রুপদের পরামর্শানুসারে শান্তি-স্থাপনার্থ দুর্য্যোধন-সমীপে দূত-প্রেরণ কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইল। তদনুসারে দ্রুপদের পুরোহিত দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া হস্তিনায় প্রেরিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রমুখ যাদবগণ, দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। এ দিকে দ্রুপদ, মৎস্য-রাজ্যে অবস্থিতি করিয়া সেনা-সংগ্রহ ও যুদ্ধের অপরাপর উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণের সমরোদ্যোগ, কৌরবগণের অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহারাও, বিপুল উৎসাহ-সহকারে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

দ্রুপদ-পুরোহিত হস্তিনায় যাইয়া সন্ধি-স্থাপনে অকৃতকার্য্য হইলেন, এবং কর্কশ কথায় অনেকের অসন্তোষ জন্মাইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। দ্রুপদ-পুরোহিতকে বিদায় দিয়া ধৃতরাষ্ট্র, আপনার মন্ত্রী সঞ্জয়কে যুধিষ্ঠিরের নিকট দূত-রূপে প্রেরণ করিলেন; রাজ্য দিবেন কি না বলিয়া দিলেন না; কেবল যুদ্ধের দোষ-প্রদর্শন এবং যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান সঞ্জয়ের দৌত্য-কার্য্যবলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। যুধিষ্ঠির, সঞ্জয়কে সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং কাতরতা সহকারে জ্যেষ্ঠ-পিতৃব্যের নিকট কুশস্থল, বৃকস্থল, বারণাবত, মাকন্দি ও অপর একখানি গ্রাম প্রার্থনা করিলেন। সঞ্জয়, হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যুধিষ্ঠিরের যাজ্ঞা-বিবরণ বিজ্ঞাপন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। সমভাবে উভয় পক্ষের যুদ্ধোদ্যোগ হইতে লাগিল।

অনন্তর, পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, ইচ্ছা পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের দূত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র-সমীপে গমন করিতে সম্মত হইলেন। "কৃষ্ণ, চেষ্টা করিলে কৌরব-পাণ্ডব সংঘর্ষ নিবারণ করিতে পারিতেন," এরূপ কথা কেহ না বলে, এই জন্য দ্বারকাধিপ এই দৌত্য-স্বীকার করেন। মহারথ সাত্যকি, কৃষ্ণের সঙ্গে গমন করিলেন। দশজন মহারথ, সহস্র পদাতি ও কতিপয় কিঙ্কর সহ দূতরাজ হস্তিনার দিকে অগ্রসর

হইলেন। পথি-মধ্যে শালি-ভবন ও উপপ্লব্য দর্শন পূর্ব্বক সন্ধ্যাকালে বৃকস্থলে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। বৃকস্থলের ব্রাহ্মণগণ, তাঁহাকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক স্ব স্ব আবাসে লইয়া গেলেন। তিনিও তাঁহাদিগকে সমাদর পূর্ব্বক স্বীয় পটমণ্ডপে লইয়া আসিলেন, এবং সুমিষ্ট অন্নপানাদি দানে সকলের তৃপ্তি-সাধন পূর্ব্বক সুখে রজনী অতিবাহন করিলেন। রজনী প্রভাত হইলে কৃষ্ণ, হস্তিনার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ, হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইলে দুর্য্যোধন ভিন্ন অন্য ধার্ত্ত-রাষ্ট্রগণ, প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিল। কৃষ্ণ, সভামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া যথাযোগ্য প্রণাম সম্ভা-ষণাদির পর মহার্হ আসনে উপবেশন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র গৃহাগত যদুপতির সম্মানার্থ বাহ্লীক দেশজাত চতুরশ্ব-যোজিত সুবর্ণ-নির্ম্মিত ষোড়শ রথ, ঈষারন্যায় দন্তসম্পন্ন অষ্ট মাতঙ্গ, বহুমূল্য সহস্র অশ্ব, দ্রুতগামী অশ্বতর, অষ্টাদশ সহস্র মেষ, দিবারাত্র সমভাবে প্রতিভাত নির্ম্মল মণি, এবং অনেক দাস দাসী উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন (১)।

কৃষ্ণ, কৌরবগণের সহ ইষ্ট-গোষ্ঠী করিয়া বিদুরের আবাসে গমন করিলেন। কুন্তী দেবী, বিদুরের আলয়ে অবস্থান করিতেছিলেন। পিতৃস্বসা পরম-স্নেহে কৃষ্ণের মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করি-

---

(১) এই বর্ণনায় প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্য্যের নিদর্শন ও সম্মাননীয় দূতের সম্মাননা কি প্রকারে করিতে হইত তাহার কতক পরিচয় পাওয়া যায়।

লেন। কৃষ্ণ, যে কয় দিবস হস্তিনায় বাস করিয়াছিলেন, ততদিন বিদুরের আলয়ে আহারাদি করিতেন। দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ স্ব স্ব আবাসে কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; কিন্তু উদারচিত্ত দরিদ্র বিদুরের অন্ন দুর্য্যোধনের দম্ভ-দিগ্ধ বহুমূল্য ভক্ষ্য-পেয় অপেক্ষা কৃষ্ণের অধিক প্রীতি-প্রদ হইয়াছিল।

কৃষ্ণ, পাণ্ডবগণের প্রধান সহায়; তাঁহার বলে বলীয়ান্ হইয়া অদ্য নির্ব্বাসিত পাণ্ডবগণ, মহারাজ-চক্রবর্ত্তী দুর্য্যোধনের ক্ষমতাস্পর্দ্ধী; কৃষ্ণকে অবরুদ্ধ করিতে পারিলে পাণ্ডবগণ হতোৎসাহ হইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবে;— এইরূপ বিশ্বাস কৌরবগণের জন্মিয়াছিল; অতএব দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ প্রভৃতি অপরিণামদর্শিগণ, কৃষ্ণকে অবরুদ্ধ করার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। বিদুর, দুরাত্মাদিগের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণকে সতর্ক করিয়া দিলেন। কৃষ্ণকে অবরোধ করিবার বিষয়ে বোধ হয় ধৃতরাষ্ট্রের পরামর্শ ছিলনা। কৃষ্ণ, পরদিন সভাগৃহে গমন করিলেন; দেখিলেন, নানা প্রকার অপূর্ব্ব আসনে সভাগৃহ সজ্জিত রহিয়াছে; কাঞ্চনরজতাদি ধাতুময়, মহার্হ প্রস্তরময়, দারুময়, হস্তিদন্তময়, নৈয়ঙ্কব, রাঙ্কব-আস্তরণ-মণ্ডিত, বিবিধ রমণীয় আসন সমূহ নয়ন আকর্ষণ করিতেছে। উপস্থিত সভ্য সকল স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে বাগ্মি-প্রবর যদুবীর, গাত্রোত্থান করিয়া জ্ঞাতি-বিরোধের পরিণাম, ওজস্বিনী ভাষা ও যুক্তি দ্বারা নির্দ্দেশ করিলেন। তিনি, কৌরব-

গণের আচরণ ও যুধিষ্ঠিরের ক্লেশ-রাশি এমন ভাবে বর্ণনা করিলেন যে দুর্য্যোধন, কর্ণ প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি ভিন্ন সকলের মনশ্চক্ষুঃ উন্মীলিত হইল। ভীষ্ম, দ্রোণাদি ব্যক্তিগণ, বুঝিতে পারিলেন যে, পাণ্ডবগণ সহজে পরাজিত হইবেন না। ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী প্রভৃতি, দুর্য্যোধনকে, বিবাদ হইতে নিবৃত্ত হইতে এবং পাণ্ডবদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করিতে উপদেশ দিলেন; কিন্তু দুর্য্যোধন কিছুতেই সম্মত হইলেন না। পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁহার নিদারুণ বিদ্বেষানল অহর্নিশ প্রজ্বলিত হইতেছিল; তিনি জলদ-গম্ভীর-স্বরে সভাস্থল কম্পিত করিয়া বলিলেন, " কৃষ্ণ! বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র-পরিমিত ভূমি-প্রদান করিব না।" দুর্য্যোধনের বাক্যদণ্ড-ঘট্টনে সুপ্তসিংহ প্রবোধিত হইল। দূতরাজ, গম্ভীরতরস্বরে সকলের ত্রাসোৎপাদন করিয়া বলিলেন, "দুর্য্যোধন! তাহাই হইবে; অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে অমাবস্যা তিথিতে কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরে পাণ্ডবগণ সহ তোমার সাক্ষাৎ হইবে, তোমার সমরের সাধ মিটিয়া যাইবে।" সভাস্থল নীরব হইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সভ্যগণ ক্ষুণ্নমনে প্রস্থান করিলেন।

কৃষ্ণ, যখন ধৃতরাষ্ট্রের সহ কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণকে অবরুদ্ধ করিবার জন্য স্থানান্তরে মন্ত্রণা হইতেছিল। সাত্যকি, কৌরবগণের এই দুর্মন্ত্রণার বিষয় জানিতে পারিয়া সৈন্য যোজনা পূর্ব্বক সভাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধনের

কৃষ্ণাবরোধ চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হইল। ভীষ্ম, দ্রোণ ও ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধনকে অতিশয় তিরস্কার করিলেন। কৃষ্ণ, ক্ষুণ্ণ-মনে সভাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিদুরের গৃহে আগমন পূর্ব্বক পিতৃষ্বসা কুন্তীদেবীর সহ সাক্ষাৎ করিলেন। কুন্তী, যখন জানিতে পারিলেন যে দুর্য্যোধন বিনা যুদ্ধে রাজ্যদান করিবে না, তখন যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি-দান করিলেন। কুন্তী বলিলেন, "বৎস কৃষ্ণ! যুধিষ্ঠিরকে বলিবে যে, সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হওয়া ভরত-বংশধরের কার্য্য নয়; শত্রু হইতে রাজ্য আচ্ছিন্ন করিয়া লও, নতুবা রণ-শায়ী হইয়া স্বর্গে গমন কর; কাপুরুষের ন্যায় বৃথা জীবন ধারণ করিও না। সিন্ধুদেশে সঞ্জয় নামে এক রাজা ছিলেন; তিনি শত্রু হস্তে নির্জ্জিত হইয়া রাজ্য-ভ্রষ্ট হন; তাঁহাকে কাপুরুষের ন্যায় দীন-মনে কাল যাপন করিতে দেখিয়া তাঁহার মাতা বিদুলা, তাঁহাকে, হয় শত্রু-পরাজয় করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিতে, নতুবা যুদ্ধ-স্থলে প্রাণ-ত্যাগ করিতে বলিয়াছিলেন। বৎস! আমিও বিদুলার ন্যায় পরামর্শ দিতেছি; স্নেহ-বিক্লবা জননীর ন্যায় আমি অন্য রূপ পরামর্শ দিব না"। তেজস্বিনী বীর-মাতার এতাদৃশ উদ্দীপক-বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ, মনে মনে অবশ্যই কুন্তী দেবীর ক্ষত্রিয়-কুলোচিত সাহস ও তেজ-স্বিতার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ, হস্তিনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডব শিবিরাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। তিনি, কর্ণকে রথারোহণ করাইয়া তাঁহার সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন করিতে করিতে

বহুদূর গমন করিলেন; পাণ্ডবদিগের সহিত কর্ণের যে নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহাও তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন; এবং দুর্য্যোধনের পক্ষ ত্যাগ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করিতে বিস্তর অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কর্ণ অসময়ে দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিবার কলঙ্ক গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। কৃষ্ণ, কর্ণকে বিদায় দিয়া পাণ্ডব-শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন (১)।

---

(১) আমরা এই স্থলে ভারত যুদ্ধের সময়ের আচার ব্যবহার কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব ;—

খৃষ্টের জন্মের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গার উপত্যকা ভূমিতে কৌরব-সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। এই সময়টী বৈদিক-কালের অন্তর্গত। আর্য্যগণ, পঞ্চনদ অধিকার করিয়া এই স্থানে আগমন করেন। ঋগ্‌বেদে, যযাতি, নহুষ, আয়ু, পুরুরবা, ভরত, শান্তনু ও দেবাপির নাম পাওয়া যায়। বৈদিক কালে আর্য্যগণ যেরূপ অক্ষক্রীড়ায় মত্তছিলেন, মহাভারতের সময়ে সে মত্ততার উপশম হয় নাই। এসময়ে বৈদিক দেবগণ ভিন্ন অন্য কোন দেবতার উপাসনা ছিল না। অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র প্রভৃতি আর্য্যগণের উপাস্য-দেবতা ছিলেন। কর্ণ যে সূর্য্যোপাসকছিলেন, তাহা প্রসিদ্ধ আছে। এসময়ে আর্য্যগণ সোমরসপ্রিয় ছিলেন। কুন্তী বলিয়াছেন, "আমি ভর্ত্তার সহিত সোমপান করিয়া পবিত্র হইয়াছি"। এসময়ে অনার্য্যগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় নাই। তাহারা সুযোগ পাইলে আর্য্যদিগের অনিষ্ট করিত। ভীমের সহিত বক, কির্ম্মীর ও হিড়িম্বের বিবাদ এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত। বৈদিক সময়ে আর্য্য-বীরগণ যুদ্ধস্থলে শঙ্খধ্বনি করিতেন। মহাভারতের সময় কৃষ্ণের হস্তে ভুবন-ত্রাসক পাঞ্চজন্য, অর্জ্জুনের হস্তে দেবদত্ত, ও অন্যান্য বীরের হস্তে পৃথক্ পৃথক্ নামের শঙ্খ থাকার পরিচয় পাওয়া যায়। গো, অশ্ব প্রভৃতি বৈদিক আর্য্যগণের প্রধান সম্পত্তি ছিল। মহাভারতের সময়েও আর্য্যরাজগণকে প্রচুর পশুসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মৎস্যরাজের সভার সম্মুখে প্রশস্ত [illegible] অসংখ্য গোধন চরিয়া বেড়াইত। দুর্য্যোধনের ঘোষযাত্রার বিবরণ পাঠ করিলেও আমরা ইহার অনেক কথা বলিতে পারি। বৈদিক সময়ে কানীন-পুত্র সমাজে পরিগৃহীত হইত। মহাভারতের সময়েও কানীন-পুত্রের বিশেষ অনাদর দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর কর্ণ কুন্তীর কানীন-পুত্র। তিনি দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক অঙ্গরাজের রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। অঙ্গদেশে কর্ণব্যতীত অন্য এক জন ম্লেচ্ছরাজা

পাণ্ডবেরা, কৃষ্ণকে দৌত্যকার্য্যে বরণ করিয়া ক্রমশঃ হস্তিনাভিমুখে আসিতেছিলেন। উপপ্লব্য নগরে কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। এত দিনে যুধিষ্ঠির নিশ্চয় জানিতে পারিলেন যে যুদ্ধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই; সুতরাং শিবির মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন। কৃষ্ণ যে দিবস হস্তিনা হইতে গমন করেন; কৌরবেরা সেই দিবসই পাণ্ডবগণ সহ সাক্ষাতের জন্য সসৈন্যে কুরু-ক্ষেত্রে গমন করেন। পাণ্ডবেরা, উপপ্লব্য নগর হইতে কুরুক্ষেত্রের বিশাল প্রান্তরে উপনীত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। কৌরব ও পাণ্ডবগণের বিশাল সেনা-দল সহ শকট, আপণ, বস্ত্রাগার, যান, বাহন, কোষ, যন্ত্র, আয়ুধ, অস্ত্রচিকিৎসক ও অন্যবিধ চিকিৎসক-গণ গমন করিল। প্রত্যেক শিবিরে শরাসন, জ্যা, বর্ম্মা, নানা বিধ অস্ত্র, পর্ব্বতাকার ধূনক-চূর্ণ, তূণ, তুর্য্য, অঙ্গার-রাশি, মধু, ঘৃত, উদক ও অসংখ্য উৎকৃষ্ট যন্ত্র সঞ্চিত হইল। সসর্পকুম্ভ, তৈলাক্ত ক্ষৌমবস্ত্র, মধূচ্ছিষ্ট ও গুড়, কার্য্য বিশেষের জন্য সংগৃহীত হইল (১)।

কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রান্তরে কণ্টকময় কবচ-যুক্ত সহস্র সহস্র পর্ব্বতাকার রণমাতঙ্গ শোভা পাইতে লাগিল।

রা[illegible]তেন। তিনি কর্ণের অধীন ছিলেন, এবং কুরুক্ষেত্র সমরে কর্ণের সহকারিতা করেন। কর্ণের সৈন্যদল রাধেয় সৈন্যনামে কথিত হইত। কর্ণ, এই সৈন্যদল লইয়া রাজধানীতে উপস্থিত থাকিয়া সম্রাটের সহায়তা করিতেন। এই ব্যাপার সহ রাজপুত রাজগণের সসৈন্যে মোগলরাজধানীতে অবস্থানের তুলনা হইতে পারে।

(১) এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কোন্ কার্য্যে কোন্ বস্তুর প্রয়োজন, তাহা সংগ্রাম-তত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিতে পারেন ; আমরা তাহা অবগত নহি।

অদ্য মৃত্যু বিশাল বদন ব্যাদান করিয়া বিশ্বের ত্রাস জন্মাইতে কুরুক্ষেত্রে আগমন করিলেন। পাণ্ডবগণের সপ্ত অক্ষৌহিণী ও কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত হইল। (১)

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, সুদক্ষিণ, ভূরিশ্রবা, কৃতবর্ম্মা, শকুনি এই একাদশব্যক্তি কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌহিণী পরিচালনের ভার-গ্রহণ করিলেন। বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, জরাসন্ধ-তনয় সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, পাণ্ডবগণের সপ্ত অক্ষৌহিণীর সেনা-পতি হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, সর্ব্ব-প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন; অর্জ্জুন, সেনা-পতির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার-গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে ভোজকট নগরের অধিপতি রুক্মী এক অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে পাণ্ডব-শিবিরে আগমন করিলেন। কৃষ্ণের সহিত রুক্মীর সদ্ভাব ছিল না; রুক্মীর অহঙ্কারও সীমা-তিক্রম করিয়াছিল; অর্জ্জুন, এই উভয় কারণে রুক্মীর সহায়তা গ্রহণে অসম্মত হইলেন। অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক প্রত্যা-খ্যাত হইয়া রুক্মী কৌরব-শিবিরে গমন করিলেন। রুক্মী,

---

(১) চতুরঙ্গ সেনার সংখ্যা ২,১৮,৭০০ হইলে এক অক্ষৌহিণী হয়: তদনুসারে পাণ্ডব-গণের ১৫,৩০,৯০০ ও কৌরবগণের ২৪,০৫,৭০০ সেনা হয়। উভয়দলের সেনা-পরিমাণ ৩৯,৯৬,৮০০ হয়। তৎকালে আর্য্য-ভূমিতে এত লোক ছিলনা বলিয়া অনেকে এত অধিক সেনা সমাবেশে সন্দেহ করিয়া থাকেন। অবিশ্বাসকরা অতি-সহজ। একটি কথা ভাবিয়া দেখা উচিত। এখন পৃথিবীতে রুশিয়া, জর্ম্মনি প্রভৃতির যেমন প্রভাব, তাদৃশ প্রাচীন কালে কুরু পাঞ্চাল রাজ্যের প্রভাব তাহা অপেক্ষা কম ছিল না। কুরু ও পাঞ্চাল রাজ্য রুশ ও জর্ম্মনির মত বৃহৎ ছিলনা বটে; কিন্তু ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে যুদ্ধ-ভূমিতে প্রাণ দেওয়ার জন্য সংগ্রাম-সময়ে অনেক লোক আগমন করিত।

দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃকও প্রত্যাখ্যাত হইলেন। মহাভরতে উভয় পক্ষের প্রধান প্রধান বীরের নাম আছে, আমরা তৎসমুদায়ের নাম উল্লেখ করিলাম না। মহাভারতে লিখিত আছে, বনায়ু (১) বাহীক, গান্ধার, কাম্বোজ, (২) বাহ্লীক দেশের লোক কৌরবগণের সহায়তা করিয়াছিল।

ত্রিগর্ত্ত, ভোজ, মদ্র, আরট্ট, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, অঙ্গ, কোশল, অবন্তি, কাশী, সিন্ধু, গোবাসন, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতির রাজা কৌরব-পক্ষ অবলম্বন করেন। কোন কোন অনার্য্য জাতি একতর পক্ষাবলম্বী হয়। বঙ্গ ও কলিঙ্গ-রাজ মহাবল গজ-সৈন্য লইয়া যুদ্ধে গমন করেন। বঙ্গ ও কলিঙ্গ-রাজ্য তখনও আর্য্য জাতির অধ্যুষিত হয় নাই। কৌরবগণের প্রধান সৈন্যভাগ সিন্ধুর পর পার হইতে সংগৃহীত হয়। পাণ্ডবেরা ভারতবর্ষের মধ্য হইতে সৈন্য-সংগ্রহ করেন। আফ্‌গানিস্থানবাসিগণ যে চিরকাল ভারতবর্ষীয় লোক অপেক্ষা বলবান্‌ ছিল এমত বোধ হয় না। সুপ্রসিদ্ধ চীন দেশীয় পর্য্যটক হুয়েন সাং তাহাদিগকে ভীরুতার জন্য নিন্দা করিয়াছেন। পাঞ্চাল, যাদব, মৎস্য, কেকয়, মাগধ ও যৌধেয়গণ পাণ্ডবদের প্রধান সহায় ছিলেন।

---

(১) অভিধানকার হলায়ুধের মতানুসারে পারস্য দেশের অপর নাম বনায়ু দেশ। আফ্‌গানিস্থান, দক্ষিণ-তাতার ও পারস্য দেশে তখন আর্য্য জাতির বাস ছিল। বোধ হয় তখন আবস্তিক আর্য্য ও বৈদিক আর্য্যগণের সবিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

(২) কাবুল প্রদেশের প্রাচীন নাম কাম্বোজ।

সিন্ধু ও বিতস্তা নদীর মধ্যভাগে এই যৌধেয়গণ বাস করিত।(১)

এক দল মহাবলশালী মেষ-পালক যুধিষ্ঠিরের পক্ষাবলম্বন করে; ইহারা যাযাবর সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিল; কেহ কেহ বলেন, ইহারা পরিশেষে মিসর দেশে যাইয়া একটী রাজ্য স্থাপন করে। এই মহা-যুদ্ধকে কুরু-পাঞ্চাল যুদ্ধ বলিলে অন্যায় হয় না। মহাভারতে, পাণ্ড্য ও কাঞ্চী হইতে সেনা আগমনের উল্লেখ আছে। ভারতের রাজগণ, আপনাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগকে এই মহা-সমরের সহিত সংস্পৃষ্ট করিয়া আপনাদের বংশের প্রাচীনত্ব ও মহত্ত্ব প্রচারে ত্রুটি করেন নাই; সুতরাং অনেক দেশের নাম পরবর্ত্তী সময়ে মূল-পুস্তকে প্রবেশিত হইয়াছে।

আর্য্যগণ, অন্যায়-যুদ্ধ ঘৃণা করিতেন। তাঁহারা ভীত, পলায়িত ও শরণাগত শত্রুকে প্রহার করা কাপুরুষতা মনে করিতেন। এইরূপ উদারতা, পৃথিবীর অন্য কোন জাতির ছিল না। এই মহা-সমর আরম্ভের পূর্ব্বে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে কয়েকটী নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়;—(১ম) যুদ্ধান্তে উভয় পক্ষে প্রীতি স্থাপন করিতে হইবে; (২য়) সমানায়ুধ সমবলবানেরাই পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন; (৩য়) কেহ ভীত বা পলায়িত ব্যক্তিকে প্রহার করিবেন না; (৪র্থ) সারথি, শস্ত্রকার, ভারবাহিক ও যুদ্ধ-বাদকদিগকে কেহ প্রহার করিবেন না। এই সকল

(১) বাইবল গ্রন্থে এই যৌধেয়দিগের দেশ হদ নামে উক্ত হইয়াছে।

নিয়ম যদিও সম্যক্ পালিত হয় নাই ; তথাপি এককালে উপেক্ষিতও হয় নাই।

আপনার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য বলবান্ বীর-পুরুষ ও একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত দেখিয়া অহঙ্কারের অবতার দুর্য্যোধনের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি শকুনি-নন্দন উলূককে দৌত্য-কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রেরণ করিলেন। দূত-মুখে, দ্রুপদ, বিরাট, কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের প্রতি কতকগুলি কটূক্তি প্রেরিত হইল। বিরাট ও দ্রুপদ, দূতের কথায় অল্প উত্তর দিলেন ; কিন্তু কৃষ্ণ-সমুদ্র সামান্য বায়ু-ক্ষোভে চঞ্চল হইলেন না।(১)

পাঠক! মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব-রজনীতে কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, মনশ্চক্ষু দ্বারা তাহা অবলোকন কর। অদ্য নিশাভাগে রাশি রাশি উল্কা জ্বলিতেছে ; সেনাগণ সমবেত হইয়া বীর-বাদ্য বাদন পূর্ব্বক বীর-নৃত্য করিতেছে ; সেই মহাশব্দ চতুর্দ্দিক্ বিদীর্ণ করিয়া আকাশ-মণ্ডলে উত্থিত হইতেছে। পাঠক ! এই সময়ে যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের শিবিরে এক একবার দৃষ্টি-পাত কর। তারকা-পরিশোভিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মহারাজ দুর্য্যোধন, জয়াশায় উৎফুল্ল-মুখে অবস্থান করিতেছেন ; কর্ণ ও শকুনি তাঁহার আশানল সন্ধুক্ষিত করিয়া তুলিতে-ছেন ; মহাবলশালী রাজন্য-সমাজ মহারাজের জন্য প্রাণ

(১) মহাভারতে ভারত-যুদ্ধের সময় আকাশ-মণ্ডলের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহার বর্ণনা আছে ; তদ্দ্বারা ভারত-যুদ্ধের সময় নিঃসংশয়ে নিরূপিত করা যাইতে পারে।

পর্য্যন্ত পণ করিতেছেন। আবার, পাণ্ডব-শিবিরে গমন করিয়া দেখ, মহারাজ যুধিষ্ঠির স্থির-গম্ভীর মহাসাগরের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন; এই ভয়ানক যুদ্ধের পরিণাম কি হইবে, একতান-মনে তাহা চিন্তা করিতেছেন; তাঁহার সকরুণ হৃদয়, ভাবি হত্যাকাণ্ড চিন্তা করিয়া দুঃখসাগরে মগ্ন হইতেছে; জয়াশা তাঁহাকে অধীর করিতে পারে নাই; তিনি ভীষ্ম-দ্রোণের পরিণাম-চিন্তা করিয়া শোকে মুহ্যমান হইতেছেন। একবার ভীষ্ম ও দ্রোণের শিবিরে গমন করিয়া দেখ! অদ্য ভুবন-বিখ্যাত ভীষ্ম-দ্রোণের তাদৃশ হর্ষ নাই; ভর্ত্তৃদত্ত-পিণ্ডের ঋণ-শোধ জন্য তাঁহারা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা এই যুদ্ধের ঔচিত্য স্বীকার করেন না; সুতরাং অকারণ বহুসংখ্যক মনুষ্য-হত্যা হইবে ইহা স্মরণ করিয়া নিতান্ত কষ্ট বোধ করিতেছেন; তাঁহারা জয়াশায় দুর্য্যোধনের ন্যায় উৎফুল্ল হন নাই; তাঁহারা জানিতেন, যে মহাপুরুষ পাণ্ডবগণের পরামর্শ-দাতা, তাঁহার মন্ত্রণায় যুদ্ধের গতি কোন্ দিকে অনুকূলতা করিবে। যুদ্ধ-প্রান্তরে কেহ ঘুমাইতেছে, কেহ জাগিয়া আছে।

রজনী প্রভাত হইল; উষার নবীনালোক পূর্ব্বাকাশে দেখা দিল। বীরগণ; প্রাতঃ-সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি দান করিলেন। মহাবীর ভীষ্ম, রণ-দুর্ম্মদ মহাসৈন্য সমভিব্যহারে যুদ্ধ-ভূমিতে আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখনিঃসৃত উৎসাহ-বাক্যে সেনা-সাগর আনন্দোদ্‌বেলিত হইয়া উঠিল। পাণ্ডবগণ,

বজ্রব্যূহ রচনা পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উভয় পক্ষীয় সৈন্য, বাণ বর্ষণ করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হইল। মহাবীর ভীষ্মের তালধ্বজ, অশ্বত্থামার সিংহ-লাঙ্গূলকেতু, ও দুর্য্যোধনের নাগকেতু, পাণ্ডব-সেনার ভয়োৎপাদন করিল। এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ত-কাঞ্চনকেতু পাণ্ডব-সেনার অগ্রভাগে দৃশ্যমান হইতে লাগিল। যুদ্ধ প্রাতঃকালে আরব্ধ হইয়া সন্ধ্যার সময় শেষ হইল। পাণ্ডবেরা পরাজিত-প্রায় হইয়া শিবিরে গমন করিলেন। এই দিনের যুদ্ধে শ্বেত ও উত্তর নিহত হইলেন।

দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে পাণ্ডবগণ সমর-ভূমিতে-ক্রৌঞ্চায়ন-ব্যূহ রচনা করেন। এই দিনের যুদ্ধে কৌরব-পক্ষীয় কতিপয় যোদ্ধার মৃত্যু হয়; পাণ্ডবপক্ষের কোন প্রসিদ্ধ বীর নিহত হন নাই। তৃতীয় দিনে কৌরবেরা সমর-ভূমিতে গারুড়ব্যূহ এবং পাণ্ডবেরা অর্দ্ধচন্দ্রব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধারম্ভ করেন। এই দিনের যুদ্ধে সাত্যকির পুত্রগণ নিহত হন।(১) চতুর্থ দিনের সমরে কোন

---

(১) ভারত-যুদ্ধের আদ্যোপান্ত বীরগণের যুদ্ধ বর্ণনায় পরিপূর্ণ। যে সেনাদলে পদাতিকগণের পরাক্রম অধিক, সংগ্রাম-তত্ত্ববিদ্গণ সেই সেনাদলকে দৃঢ়-বিক্রমশালী বলিয়া মনে করেন। মহাবীর ভীষ্মের এই মত। কৌরব-সেনাদলে পদাতিকগণের পরাক্রম অসামান্য ছিল। কুরু-রাজ্যে সেনা-নিয়োগকালে যে সকল নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখা হইত, তাহাতে এই বাক্যের যাথার্থ্য বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। তৎসমুদায় নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে—(১ম) আর্য্যবংশোদ্ভব ভিন্ন কেহ সেনা হইতে পারিত না, (২য়) নাতিকৃশ, নাতিস্থূল ব্যক্তিকে সেনাদলে লওয়া হইত। (৩) সর্ব্ব শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তি ভিন্ন কেহ কৌরব-সেনাদলে প্রবেশ লাভ করিতে অনুমত হইত না। (৪র্থ) সেনা-পদ-প্রার্থীর অসি-যুদ্ধ, গদা-যুদ্ধ ও বাহু-যুদ্ধে পারদর্শিতার নিদর্শন দেখাইতে হইত। (৫ম) প্রাস, ঋষ্টি, পরিঘ, তোমর, ভিন্দিপাল প্রভৃতি অস্ত্র-পরিচালনে নিপুণ হইতে হইত।

মহাবীরের বিনাশ হয় নাই। পঞ্চম দিনের যুদ্ধের প্রারম্ভে পাণ্ডবেরা মকর-ব্যূহ ও কৌরবেরা ক্রৌঞ্চ-ব্যূহ রচনা করেন। এই দিনে কৌরব পক্ষীয় দুষ্কর্ণ সমরশায়ী হন। ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধে কৌরবগণ মণ্ডল-ব্যূহ রচনা করিয়া অগ্রসর হইলে পাণ্ডবেরা বজ্র-ব্যূহ রচনা করেন। এই দিনে পাণ্ডব পক্ষীয় শঙ্খ নিহত হন। সপ্তম দিনে কৌরবগণ মহা-ব্যূহ ও পাণ্ডবগণ শৃঙ্গারক-ব্যূহ রচনা করিয়া ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ করেন। এই দিনে উভয় পক্ষের অনেক বীর নিহত হন; তন্মধ্যে দুর্য্যোধনের পঞ্চদশ ভ্রাতা ও শকুনির পঞ্চ পুত্র বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। অষ্টম দিনে সমর-ভূমিতে পাণ্ডবগণ মহা-ব্যূহ ও কৌরবগণ সর্ব্বতোভদ্র-ব্যূহ রচনা করেন। এই দিনে পাণ্ডবগণ ভীষ্মের পরাক্রমে সম্পূর্ণ-রূপে পরাজিত হন। নবম দিনের যুদ্ধে পাণ্ডবেরা মহা-ব্যূহ ও কৌরবেরা কোন অদৃষ্ট-পূর্ব্ব-ব্যূহ রচনা করিয়া সমর-ভূমিতে অগ্রসর হইলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে দুর্য্যোধন মনে করিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ ভীষ্ম-

---

(৬ষ্ঠ) গোষ্ঠীত্ব, উপকার-সম্বন্ধ, সৌহৃদ্য, বা কুলমর্য্যাদার অনুরোধে কেহ নিযুক্ত হইত না। (৭ম) নানাবিধ শারীরিক গতিতে নিপুণ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। (৮ম) নাগ, অশ্ব ও রথ-চালনে নৈপুণ্য আবশ্যক হইত। (৯ম) অতি-বৃদ্ধ বা অতি-বালক সেনা গৃহীত হইত না। সৈন্য-নিয়োগে এত দূর বাঁধা বাঁধি ছিল; অতএব সেনাদলের পরাক্রম যে অসামান্য হইত তাহার কোন সন্দেহ নাই। অথচ মহাভারতের কবি কেন যে পদাতিক সেনাদের রণ-কৌশল বর্ণনা করেন নাই, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কুরুক্ষেত্র-প্রান্তরে পদাতিক ও অশ্বারোহীগণের যে যুদ্ধ হইত, বোধ হয়, তাহার তুলনা নাই। কবি, কেবল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বীরের কার্য্য কলাপ বর্ণনা করিয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়াছেন।

দ্রোণাদির পরাক্রমে শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে; এখন তাহা হইতেছে না দেখিয়া তিনি বারংবার ভীষ্মের প্রতি অনু-যোগ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম, এই উদ্ধত যুবার ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইলেন; পরাধীনতার ক্লেশ অনুভব করিলেন, এবং জীবিত থাকিতে অনিচ্ছু হইয়াই যেন দশম দিনের সমরারম্ভ করিলেন। দশম-দিনের মহা হত্যাকাণ্ড দেখিবার জন্যই যেন সূর্য্যদেব পূর্ব্বাকাশে সমুদিত হইলেন। উভয় পক্ষের সেনাগণ মহোৎসাহে রণ-ভূমিতে আগমন করিল। এই দিন ভীষ্ম, অলোক-সামান্য পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক দিবা দ্বিপ্রহরের মধ্যে অসংখ্য শত্রু-সেনা সংহার করিলেন। অসংখ্য মনুষ্য-হত্যা করিয়া ভীষ্মের মনে দারুণ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "বৎস! আমি অসংখ্য প্রাণি-বধ করিয়াছি। আর আমার বাঁচিবার সাধ নাই, তোমরা আমরা প্রাণ বধ কর।" পাণ্ডবেরাও তাহারই চেষ্টা করিতেছিলেন। সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অর্জ্জুন ও শিখণ্ডী পাঞ্চাল-সেনা লইয়া মহাবেগে ভীষ্মকে আক্রমণ করিলেন। ভীষ্মের সর্ব্ব দেহ বাণ-বিদ্ধ হইল; তিনি রথ হইতে পতিত হইলেন। ভীষ্মদেব পতিত হইলে কুরু সৈন্যে হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল। পাণ্ডব-সৈন্য মহোল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। উভয় পক্ষ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া রণশায়ী মহাবীরের সম্মানার্থ আগমন করিলেন। ভীষ্মদেহ মৃত্তিকাস্পর্শ করে নাই; তিনি শর-

শয্যায় শয়ান রহিলেন। শল্যোদ্ধার-নিপুণ বৈদ্যগণ, শল্যোদ্ধারের নিমিত্ত আগমন করিলেন; ভীষ্ম, শল্যোদ্ধারে অনিচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, "বৎস! আমি প্রশংসনীয় বীরগতি লাভ করিলাম। এই শরের সহিত আমাকে দগ্ধ করিও।" ভীষ্মের মস্তক লম্বমান হইয়া পড়িয়াছিল; তাঁহার নিজের ইচ্ছানুসারে শরই তাঁহার উপাধানীভূত হইল। ভীষ্ম, এই অবস্থায় উত্তরায়ণ সংক্রান্তি পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। ভীষ্মের পতন-স্থানের চারিদিকে পরিখা খনন করা হইল। তাঁহার শরীর-রক্ষার্থ রক্ষিবর্গ নিয়োজিত হইল।

ভীষ্ম যত দিন সেনাপতি ছিলেন, কর্ণ ততদিন যুদ্ধ করেন নাই। কর্ণের ক্ষমতা অপেক্ষা অহঙ্কারের মাত্রা বড় অধিক ছিল। কর্ণ, কৌরব-সভায় আত্মশ্লাঘা প্রকাশ ও পাণ্ডবগণের প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শন করিলে, ভীষ্ম-দ্রোণ, তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। এই দুই বৃদ্ধের নিকট কর্ণের কোন বিষয়ে অহঙ্কার করিবার কিছুই ছিল না। কর্ণ, কথায় আঁটিতে না পারিয়া এক দিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন যে, "যত দিন ভীষ্ম জীবিত থাকিবেন, তত দিন আমি যুদ্ধস্থলে অস্ত্র ধারণ করিব না।" ভীষ্ম, শর-শয্যায় পতিত হইলে কর্ণের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল; তিনি ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পদ-প্রান্তে পতিত হন, এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলেন, "পিতামহ! আমি চপলতা বশতঃ অনেক সময় আপনার নিকট প্রগল্ভতা প্রকাশ করিয়াছি।

আমার অপরাধ মার্জনা করুন্।” ভীষ্ম, কর্ণের প্রতি পুত্রবৎ স্নেহ প্রকাশ পুর্ব্বক কহেন, “বৎস! আমি তোমার অপরাধ মার্জনা করিলাম। বৎস! অকারণ-বৈর পরিত্যাগ কর।” অনন্তর ভীষ্ম, দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া বলেন, “বৎস! দুর্যোধন! যেখানে ধর্ম্ম সেখানে জয়। তুমি ন্যায়পথাশ্রয়ী যুধিষ্ঠিরের সহিত সন্ধি স্থাপন কর। আমার জীবনের সহিত তোমাদের বৈরানল নির্ব্বাপিত হউক।” মুমূর্ষু বীরের অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই। পরদিন পুনরায় যুদ্ধের উদ্যোগ হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

ভীষ্ম রণশায়ী হইলে, দ্রোণ, কৌরব-সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইলেন। কৌরব-সেনাগণ দ্রোণকে সেনাপতি পাইয়া একাদশদিনে শকটব্যূহ রচনা করিয়া মহা হর্ষে রণ-ভূমিতে আগমন করিল। পাণ্ডবগণ, ক্রৌঞ্চব্যূহ রচনা করিলেন। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুধিষ্ঠিরকে বন্দী করিতে দ্রোণের একান্ত যত্ন ছিল; কিন্তু তিনি বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই। দ্বাদশদিনে ত্রিগর্ত্ত-দেশীয় সংশপ্তকগণ সহ অর্জ্জুনের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। প্রতিদিনই কৌরব পক্ষে বহুসংখ্যক বীর নিহত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ দিবসের যুদ্ধে অর্জ্জুন-পুত্র—ষোড়শবর্ষ বয়স্ক অভিমন্যু, যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। কৌরবগণ, বিশেষতঃ সিন্ধুদেশের রাজা

জয়দ্রথ, নিতান্ত অন্যায়াচরণ পূর্ব্বক অভিমন্যুর প্রাণ-সংহার করেন। অর্জ্জুন, জয়দ্রথের শত্রুতা বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিদারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন যে, "যদি কল্য সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে রণ-ভূমিতে জয়দ্রথকে বিনষ্ট করিতে না পারি, তাহা হইলে অগ্নি-প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব"। চতুর্দ্দশদিনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভের পূর্ব্বে, আচার্য্য দ্রোণ, জয়দ্রথের রক্ষার্থ সূচীব্যূহ-মধ্যক অত্যদ্ভুত শকটব্যূহ রচনা করিলেন। জয়দ্রথ, ব্যূহের মধ্যভাগে অসংখ্য বীরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্র-দুর্ম্মর্ষণ, সহস্র রথ, শত কুঞ্জর, তিনহাজার অশ্ব ও দশহাজার পদাতিসহ দেড় হাজার ধনু পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া ব্যূহমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই অপরূপ ব্যূহভেদ করিয়া জয়দ্রথের অনুসরণ করা অর্জ্জুনের পক্ষেও সুসাধ্য ছিল না। অর্জ্জুন, সসৈন্যে ব্যূহমুখে উপস্থিত হইলে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দুর্ম্মর্ষণ, পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে দুঃশাসনাধিষ্ঠিত সৈন্যেরও তাদৃশী দশা ঘটিল। এখন অর্জ্জুন, সমীপে উপস্থিত হইলে আচার্য্য বাধাদিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু অর্জ্জুন, বিস্ময়োৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে অতি-ক্রম করিয়া গমন করিলেন। যাহাতে অর্জ্জুন জয়দ্রথের সমীপে উপস্থিত হইতে না পারেন, তাহার জন্য কৌরব-সেনা অতিশয় চেষ্টা করে; কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ পাণ্ডব-সেনার বেগধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। কৌরব-সেনা-প্রদত্ত বাধা অতিক্রম করিয়া জয়দ্রথাধিষ্ঠিত সৈন্যের

নিকটবর্ত্তী হইতে অর্জ্জুনের তৃতীয় প্রহর দিবা অতীত হয়। অর্জ্জুন উপস্থিত হইলে ভয় ও বিস্ময়জনক মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অলৌকিক বীরত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক অর্জ্জুন অগ্রসর হইলেন; তাঁহার গাণ্ডীব শরাসন মণ্ডলাকারে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। গাণ্ডীব-নিস্বন ও পাঞ্চজন্যের গম্ভীরধ্বনি, সেনা-কোলাহল অতিক্রম করিয়া সমন্তাৎ ব্যাপ্ত হইল। মহারাজা যুধিষ্ঠির জানিতেন, প্রতিজ্ঞা পরিপালিত না হইলে অদ্য সত্য-প্রতিজ্ঞ অর্জ্জুন, অনলে প্রাণত্যাগ করিবেন। তিনি অর্জ্জুনের সাহায্যার্থ সাত্যকি ও ভীমসেন অধিনীত দুই দল সেনা প্রেরণ করিলেন। এদিকে কৌরবগণ জয়দ্রথকে রক্ষার জন্য মহা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সাত্যকি ও ভীমসেন যাহাতে অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইতে না পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে যাইয়া, বিকর্ণ, ভীমের হস্তে নিহত হইলেন। সমুদায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের মধ্যে কেবল বিকর্ণ যুধিষ্ঠিরের গুণ-পক্ষপাতী ছিলেন; এই জন্য তাহার মৃত্যুতে ভীমের দুঃখ উপস্থিত হইল। অনন্তর, সাত্যকি ও ভীমসেন অর্জ্জুন সহ মিলিত হইলেন। প্রাণপণে উভয়-পক্ষের যুদ্ধারম্ভ হইল। উভয় পক্ষের রাশি রাশি সেনা নিহত হইতে লাগিল। দ্রোণ ও অর্জ্জুন, অদ্য জগজ্জিঘৎসু অন্তর্বহ্নির ন্যায় লোকক্ষয়ে প্রবৃত্ত হইলেন। সূর্য্যাস্ত-সময়ে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, আত্মরক্ষার বৃথা চেষ্টা করিয়া ছিন্নশীর্ষ হইলেন। তাঁহার মস্তক, চণ্ডালদিগের নিকট নিক্ষিপ্ত হইল। পাণ্ডবগণের জয়ধ্বনিতে কুরুক্ষেত্রের সুদূর-প্রান্তর

প্রতিধ্বনিত হইল। কৌরব-সেনা পরাজিত হইয়া শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা বিশ্রাম লাভ করিতে পাইল না।

দুর্য্যোধন মনে করিতেন, ভীষ্ম-দ্রোণ প্রীতিবশতঃ পাণ্ডবগণের সংহারে যত্ন করেন না। জয়দ্রথ নিহত হইলে দুর্য্যোধন, ভীষ্মের ন্যায় দ্রোণকেও অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন। দুর্য্যোধনের বাক্যবাণে আচার্য্য নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, "পাঞ্চালগণকে বিনষ্ট না করিয়া কবচ ত্যাগ করিব না।" তিনি পুনরায় যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। পুনরায় সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রণস্থলে শত শত প্রদীপ প্রজ্বলিত হইল। এই নিশারণে উভয় পক্ষের অনেক বীর নিহত হয়। ভীম-পুত্র ঘটোৎকচ কর্ণের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন। প্রভাত অবধি গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া সৈন্যগণ নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল। অর্জ্জুন, সেনাগণকে বিশ্রাম করিতে আদেশ প্রদান করিলেন; কৌরব-সেনাও বিশ্রাম করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিল না।

অরুণরাগে পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত হইলে সৈন্যগণ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করিল। দ্রোণ, এপর্য্যন্ত কবচ-ত্যাগ করেন নাই, বিশ্রাম করেন নাই, কিরূপে শত্রুকুল নির্ম্মূল করিতে পারিবেন, তাহারই চিন্তা করিতেছিলেন। দুর্য্যোধনের তিরস্কার তাঁহার মর্ম্মবিদ্ধ করিয়াছিল। তিনি পরাধীনতার কষ্ট অদ্য বিশেষরূপে অনুভব করিতে

লাগিলেন। অদ্য ধরিত্রী নিষ্পাণ্ডবা করিতে দ্রোণ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। পঞ্চদশ দিনের মহাসংগ্রামে আচার্য্যের হস্তে বিরাট, দ্রুপদ প্রভৃতি বীরগণ নিহত হইলেন। দুই দিবস অনবরত পরিশ্রম করিয়া বৃদ্ধ আচার্য্য রণক্লমে কিঞ্চিৎ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন; তথাপি শত্রুগণের নিকট তিনি কালানলের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন। এমন সময়ে চতুর-রাজ কৃষ্ণের পরামর্শে আচার্য্যের নিকট অশ্বত্থামার অবাস্তবিক নিধন-বৃত্তান্ত বর্ণন করা হইল। আচার্য্য, পুত্রশোকে বিচেতন-প্রায় হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন, তাঁহার রথোপরি আরোহণ করিয়া তাঁহার মস্তকচ্ছেদনের জন্য খড়্গ উত্তোলন করিলেন। পাণ্ডবগণ, ধৃষ্টদ্যুম্নকে আচার্য্যবিনাশে উদ্যতাসি অবলোকন করিয়া "আচার্য্যকে বিনাশ করিওনা, জীবিতাবস্থায় এখানে আনয়ন কর," এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু বদ্ধবৈর ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া আচার্য্যের শিরশ্ছেদন করিলেন। এই সময়ে আচার্য্যের বয়স্ পঞ্চাশীতি বৎসর হইয়াছিল। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য নিহত হইলে কৌরব-সেনা ভয়ে রণ-ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। পাণ্ডব-সৈন্যে জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইল।

দ্রোণ-বিনাশের সময় দিবাবসান হয় নাই। অশ্বত্থামা পিতৃশোকে উদ্দীপ্ত হইয়া পলায়মান সেনাগণকে একত্র করিয়া পুনরায় যুদ্ধারম্ভ করেন; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। রজনীযোগে পাণ্ডব-শিবিরে বীরগণের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন,

দ্রোণের প্রিয়-শিষ্য ছিলেন। দ্রোণ, অর্জ্জুনকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন; অর্জ্জুনও, দ্রোণকে পিতৃবৎ ভক্তি করিতেন। দ্রোণকে বিনষ্ট না করিয়া রণবন্দী করিবার জন্য পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বারংবার অনুরোধ করেন; ধৃষ্টদ্যুম্ন সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই; ইহাতে সাত্যকি তাঁহাকে তিরস্কার করেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন বলেন, "আমি দ্রোণকে বিনাশ করিয়া কোন অন্যায় কাজ করি নাই। দ্রোণের সহিত আমাদের পুরুষানুক্রমিক বিবাদ ছিল। আমি যে তাঁহার মস্তক জয়দ্রথের মস্তকের ন্যায় চণ্ডালসমীপে নিক্ষেপ করি নাই, ইহাই আমার অন্যায় হইয়াছে।" সাত্যকি, এই কথার দৃঢ় প্রতিবাদ করিলে উভয়ে পরস্পরের বিনাশ জন্য অসিহস্তে উত্থিত হন; সমাগত বীরগণ মধ্যস্থ হইয়া উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া দেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

দ্রোণ নিহত হইলে, কর্ণ, কৌরব-সৈনাপত্যে বরিত হইলেন। মদ্ররাজ শল্য, অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুর্য্যোধনের অনুরোধে কর্ণের সারথ্য স্বীকার করিলেন। এই সময়ে সারথির পদ সম্মান-জনক ছিল। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন। রথ-চালনার ইতর বিশেষে অনেক সময় জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত হইত! কুরুক্ষেত্র-মহা-সমর আরম্ভের পূর্ব্বে দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন উভয়ে কৃষ্ণের সাহায্য-গ্রহণ প্রার্থনায় যখন দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন; তখন কৃষ্ণ, তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করেন যে, "আমার নারায়ণী-

সেনা নাম্নী এক দল সংশপ্তক সেনা আছে; আমি ও আমার নারায়ণী সেনা—এই উভয়ের মধ্যে যাহাকে যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি তাহাকে গ্রহণ করিতে পারেন”। অর্জ্জুন, একাকী কৃষ্ণকে প্রার্থনা করেন; দুর্য্যোধন, নারায়ণী সেনা লইয়া মহাহর্ষে হস্তিনায় গমন করেন। পথি-মধ্যে দুর্য্যোধন হয়ত অর্জ্জুনের নির্ব্বুদ্ধিতা চিন্তা করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন, কৃষ্ণকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিতেন; কিন্তু অর্জ্জুন তাঁহাকে চিনিতেন। অর্জ্জুন, কৃষ্ণকে সারথি করিয়া আপনাকে অজেয় মনে করিয়াছিলেন। কর্ণ, অর্জ্জুন-সারথির অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় জানিতেন, তজ্জন্য দুর্য্যোধনের নিকট এক জন উৎকৃষ্ট সারথি প্রার্থনা করেন। সারথ্যকার্য্যে কৃষ্ণের ন্যায় শল্যের খ্যাতি ছিল, অতএব দুর্য্যোধন, শল্যকে কর্ণের সারথি হইবার জন্য নির্ব্বন্ধ-সহকারে অনুরোধ করেন। (১)

শল্য, প্রথমে কর্ণকে সামান্য যোদ্ধা জ্ঞান করিয়াছিলেন; কিন্তু কর্ণের বিক্রম দর্শন করিয়া শল্যের মনে কর্ণের প্রতি ভক্তি-সঞ্চার হয়। এই সময়ে ত্রিগর্ত্ত, গান্ধার, কাম্বোজ ও সিন্ধুদেশীয় বীরগণ, পাঞ্চালদিগের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করে। ষোড়শ দিনের যুদ্ধে কৌরব-

---

(১) যুদ্ধ-যাত্রার সময় এই রথী ও সারথির মধ্যে অত্যন্ত বাক্ কলহ হইয়াছিল। কর্ণ, মদ্র, গান্ধার, বাহ্লীক ও বাহীক প্রভৃতি রাজ্যের লোকদের কদাচার, এবং শল্য অঙ্গ-দেশের কদাচার বর্ণনা করিয়া পরস্পরকে তিরস্কার করেন। কর্ণ নির্দ্দেশ করেন যে, কুরু পাঞ্চাল প্রভৃতি মধ্য প্রদেশীয় রাজ্য সভ্যতা ও সদাচারের আদর্শ ভূমি। যাহাহউক, তৎকালে আর্য্য-সভ্যতার পশ্চিম ও পূর্ব্ব সীমা যে অনুন্নত ছিল, কর্ণ ও শল্যের বাক্-কলহে তাহা স্পষ্ট জানিতে পারা যায়।

সেনা সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হয়। দিন দিন সেনাক্ষয় হইতে লাগিল; কিন্তু দুর্য্যোধন চৈতন্য-লাভ করিলেন না। যুধিষ্ঠির তখনও সন্ধি করিতে সম্মত ছিলেন; তথাচ যুদ্ধ সমভাবে চলিতে লাগিল। সপ্তদশ দিনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই দিনে দুঃশাসন ভীমের হস্তে পতিতহন। দ্যূত-সভায়, দ্রৌপদীকে অপমান করিবার প্রধান উদ্যোগী দুঃশাসন; তৎকালে ভীম, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, দুঃশাসনের শোণিত-পান পূর্ব্বক তাঁহার রুধির-রঞ্জিত হস্তে দ্রৌপদীর উন্মোচিত কবরী বন্ধন করিয়া দিবেন; এখন হস্তগত দুঃশাসনের প্রতি ভীমের অন্তর্নিহিত রোষ-বহ্নি প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিল; তিনি দুঃশাসনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া শোণিত-পান করিলেন; রণস্থল, ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইল। ভীমের অন্তরে অদ্য আনন্দ ধরে না; তিনি, রক্তাক্ত হস্তে শিবিরে ধাবিত হইয়া দ্রৌপদীর অসংযত কেশ-রাশি বন্ধন করিয়া আপনার অপর প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন।

এই দিন উভয় পক্ষের বিস্তর সৈন্য ক্ষয় হয়। অর্জ্জুনের সহিত ত্রিগর্ত্তগণ তুমুল সংগ্রাম করিতে থাকে। তাহারা বারংবার পরাজিত হয়, বারংবার দলবদ্ধ হইয়া পাণ্ডব-সৈন্য আক্রমণ করে। অর্জ্জুনের প্রতি ভীষ্ম-দ্রোণের স্নেহ ছিল। বোধ হয়, তাঁহারা অর্জ্জুনকে বিনষ্ট করিতে সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করেন নাই। কর্ণের, সহিত অর্জ্জুনের স্বাভাবিক শত্রুতা ছিল। অর্জ্জুন অপেক্ষা কর্ণের অস্ত্র-প্রয়োগ নৈপুণ্য ন্যূন ছিল না। কর্ণ সহ দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জ্জু-

নের জয় পরাজয়ের নিশ্চয়তা ছিল না; এ ইজন্য কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল যে, কর্ণ অন্যান্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইলে অর্জ্জুন তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন। কৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য হইল। কর্ণ রণক্লান্ত হইলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন; সমুদায় দিন পাণ্ডব-সৈন্য সংহার করিয়া দিন-শেষে কর্ণ অর্জ্জুনের বাণে ছিন্ন-শীর্ষ হইলেন। কর্ণ, রণস্থলে পতিত হইলে দুর্য্যোধন অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন, এবং জীবিত-নিরপেক্ষ হইয়া পঞ্চবিংশতি সহস্র সেনা-সহ দুর্নিবার-বেগে পাণ্ডব-শিবির আক্রমণ করিলেন; কিন্তু পরাস্ত হইয়া প্রত্যাগত হইলেন। হস্তিনায় এই শোচনীয় সংবাদ পৌঁছিলে অন্ধরাজ জয়াশায় নিরাশ হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরিকাগণ ভয়ে অভিভূত হইলেন! কৌরবগণ, রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া সুদূর প্রদেশে শিবির-সন্নিবেশ পূর্ব্বক কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া রজনী যাপন করিলেন। কিন্তু এমন অবস্থাতেও দুর্য্যোধন সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন না।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

দুর্য্যোধন, পরদিন প্রাতঃকালে শল্যকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া রণস্থলে আগমন পূর্ব্বক সর্ব্বতো-ভদ্র-ব্যূহ রচনা করিলেন; তখন তাঁহার বিশাল সেনার অল্পাংশ মাত্র অবশিষ্ট ছিল। শল্য, দুই প্রহর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া, যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিহত হইলেন। শল্য নিহত হইলে দুর্য্যোধন, ত্রিগর্ত্ত ও গান্ধারগণ সমভিব্যাহারে পাণ্ডব-

গণকে আক্রমণ করিলেন ; কিন্তু ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের পর পরাজিত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়িত হইলেন। রাজার পলায়নে, সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। দুর্য্যোধন পলায়ন করিলে, কৌরব-শিবিরে ভয়ঙ্কর গোলযোগ উপস্থিত হয়। অন্তঃপুর রক্ষকগণ, শিবির রক্ষকগণ, ও অমাত্যগণ, দ্রব্য-সামগ্রী ও কামিনীগণকে লইয়া হস্তিনায় পলায়ন করিল। হস্তিনার চতুঃপার্শ্ব হইতে গোপালগণ পাণ্ডবদের ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। এইরূপে সমুদায় কৌরব-রাজ্যে এক মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। পলায়মান সৈনিকগণ সেই আতঙ্ক পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিল ; রোরুদ্যমানা কামিনীগণ এবং অনুজীবিগণের কাতরধ্বনিতে উপহস্তিন-প্রদেশ শব্দায়মান হইয়া উঠিল। যুযুৎসু নামক ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যা-পত্নী-জাত-পুত্র, পাণ্ডবশিবিরে অবস্থান করিতে ছিলেন ; দুর্য্যোধন পলায়ন করিলে তিনি যুধিষ্ঠিরের অনুমত্যনুসারে কৌরবগণের রমণী ও অনুজীবিগণ সমভিব্যাহারে হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। বিদুরের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি পলায়িত সৈন্যগণকে একত্র করিয়া পরদিন পাণ্ডবগণকে আক্রমণ করেন ; কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

দুর্য্যোধন পলায়ন করিলে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা নামক বীরত্রয় প্রাণভয়ে নিকটবর্ত্তী অরণ্যে পলায়ন করেন। এদিকে দুর্য্যোধন কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী দ্বৈপায়ন-হ্রদের নিকটে প্রাণভয়ে লুকাইয়া থাকিলেন। দুর্য্যোধনকে হস্তগত করিয়া এক কালে বৈরানল

নির্ব্বাণ করিতে পাণ্ডবগণের ইচ্ছা হইল; তাঁহারা দুর্য্যো-ধনের সন্ধান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে এক দল ব্যাধ, জল-পানার্থ হ্রদের নিকটে আসিয়া দুর্য্যোধনকে দেখিতে পাইল। ঐ ব্যাধেরা পাণ্ডব-শিবিরে প্রতিদিন মাংস যোগাইত। তাহারা দুর্য্যোধনের সন্ধান বলিয়া দিলে পুরস্কার পাইবে এই মনে করিয়া পাণ্ডবদিগকে কুরু-রাজের পলায়ন-স্থান বলিয়া দিল। পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণ-সমভিব্যাহারে সসৈন্যে ঐ হ্রদের তীর-ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। অভিমানী দুর্য্যোধন, পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করা ঘৃণার্হ বোধ করিলেন; এবং পাণ্ডবদিগের সম্মুখীন হইয়া ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলে একতান-নয়নে উভয় বীরের যুদ্ধ-নৈপুণ্য দর্শন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেব, সারস্বত-তীর্থ সমুদায় ভ্রমণ করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সকলে সম্ভ্রমে বলদেবের অভ্যর্থনা করিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন উভয় পক্ষ হইতে যাদবগণের সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছিল; তখন বলদেব, কৃষ্ণকে কৌরবগণের সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন; কৃষ্ণ তাহাতে অস্বীকৃত হইলে বলদেব দুঃখিত হইয়া তীর্থ-পর্য্যটনে নির্গত হন; দ্বাচত্বারিংশৎ দিবস ব্যাপিয়া বিবিধ তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক অদ্য বলদেব সমন্ত-পঞ্চক তীর্থে উপনীত। ভীম ও দুর্য্যোধন, উভয়েই বলদেবের নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন। বলদেব, ভীম অপেক্ষা দুর্য্যোধনকে অধিক স্নেহ করিতেন।

তিনি শিষ্যদ্বয়ের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ অবলোকন জন্য উপবেশন করিলেন।

উভয় বীরের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। কৃষ্ণ, সত্বর কার্য্যশেষ করিবার জন্য ভীমকে দুর্য্যোধনের নাভির নিম্নে গদা-প্রহার করিতে ইঙ্গিত করিলেন। এরূপে গদা-প্রহার করা তৎকালে অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হইত। দুর্য্যোধন, যখন লম্ফ প্রদান করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলেন, ভীম, তখন দুর্য্যোধনের উরুদেশে ভয়ঙ্কর প্রহার করিলেন। ভীমের নিদারুণ আঘাতে কুরুরাজ ধরাশায়ী হইলেন। নিষ্ঠুর ভীম, ভূমি-নিপতিত একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি রাজাধিরাজ দুর্য্যোধনের মস্তকে বাম পদাঘাত করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীমের এই ব্যবহারে দারুণ মনস্তাপ পাইয়া ভীমের অত্যন্ত নিন্দা করিয়া "ভ্রাতঃ ক্ষমাকর" বলিয়া দুর্য্যোধনের পার্শ্বে পতিত হইলেন। ভীমের আচরণে যাঁহাদের অসন্তোষের উদয় হইয়াছিল, যুধিষ্ঠিরের এই ব্যবহারে তাঁহাদের সে ভাব অপগত হইল। ভীমের অধর্ম্ম-পূর্ণ গদা-যুদ্ধ দেখিয়া সরল-স্বভাব বলদেবের ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠে। কৃষ্ণ, বলদেবকে বলিলেন যে, "পাণ্ডবগণের উন্নতিতে আমাদের উন্নতি; অতএব বৃকোদরের কার্য্যের অনুমোদন করা আপনার উচিত।" সরল-স্বভাব বলদেব, কৃষ্ণের কূট-মীমাংসায় সন্তুষ্ট না হইয়া অবিলম্বে সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

কৃষ্ণ, নিপতিত কুরুরাজের সমীপে উপনীত হইয়া বাক্-শল্য দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

চেতনা তখনও কুরুরাজকে পরিত্যাগ করে নাই ; তিনি প্রহারের বেদনা কথঞ্চিৎ ভুলিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, "রে কংসদাস-তনয় ! তুইও আবার উপহাস করিস্"। দুর্য্যোধনের এই সক্রোধ-গর্জ্জনে কৃষ্ণের কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ জন্মিল ; তিনি অবিলম্বে সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

দুর্য্যোধন নিপতিত হইলে পাণ্ডবগণ, কৌরব-শিবির সহ যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী অধিকার করিলেন ; কিন্তু অনিষ্টের আশঙ্কায় শিবিরে না থাকিয়া দূরে যাইয়া রহিলেন ! এই দিন পাণ্ডবদের হস্তে সঞ্জয় বন্দী হন। তিনি প্রতিদিন রাত্রিকালে হস্তিনায় যাইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যুদ্ধের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেন। সাত্যকি, বন্দীভূত সঞ্জয়ের প্রাণ-নাশে উদ্যত হইলে, দ্বৈপায়ন-ঋষির অনুরোধে সঞ্জয়ের উদ্ধার হয়।

কুরুক্ষেত্রের মহা-প্রান্তর অদ্য নীরব-শ্মশানে পরিণত হইল। দেখিতে দেখিতে নিশা মলিন বসন পরিধান করিয়া সমুদায় জগৎ আচ্ছন্ন করিল। শৃগাল, কুকুর প্রভৃতি মাংসাশী জন্তুগণ কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। বিশাল কুরু-সেনার অধিকাংশ হত হইয়াছিল ; যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা পলায়ন করিয়াছিল। পাণ্ডব-সেনার মধ্যে কেবল দ্বিসহস্র রথী, সপ্ত শত কুঞ্জরারোহী, পঞ্চসহস্র অশ্বারোহী, ও দশ হাজার পদাতিক মাত্র অবশিষ্ট ছিল। উভয় পক্ষের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর মধ্যে ২৪১৬৫ জন সেনা রণ-ভূমি হইতে পলায়ন করিয়াছিল।

যুধিষ্ঠির, কৌরব-শিবির অধিকার করিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য কৃষ্ণকে অবিলম্বে হস্তিনায় প্রেরণ করিলেন। গান্ধারীর প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। বাস্তবিক এই মহারাজ্ঞী ভক্তি ও সম্মানের উপযুক্ত পাত্রী ছিলেন; পাণ্ডবেরা ক্লেশ পান ইহা তাঁহার ইচ্ছা ছিল না; তিনি কখনও দুরাচার পুত্রের কুক্রিয়ার অনুমোদন করিতেন না। কৃষ্ণ, হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে নানা প্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। হস্তিনায় অবস্থান কালে কৃষ্ণের আশঙ্কা হইল যে পাণ্ডবগণের প্রতি কোনরূপ অনিষ্টাচরণের চেষ্টা হইতেছে; অশ্বত্থামাকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহার সেই আশঙ্কা দৃঢ়ীভূত হয়। কৃষ্ণ, অবিলম্বে যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন; কিন্তু পাঞ্চালগণকে সাবধান করেন নাই; ইহাতে যে বিপদ্ ঘটিল, তাহা বর্ণিত হইতেছে;—যুদ্ধ-জয়ী পাণ্ডবগণের ভয়ে কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা আরণ্য-ভূমিতে উপনীত হইলেন; কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা ক্ষুৎপিপাসা ও ভয়ে অবসন্ন হইয়া ঘোরনিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু অমর্ষ-পরায়ণ অশ্বত্থামা মনের আবেগে বন-ভূমির ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন; দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল; বনস্থলী, অশ্বত্থামার মনের ন্যায় প্রগাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন হইল; অশ্বত্থামা এক বিশাল তরু-মূলে উপবেশন করিলেন; সেই বৃক্ষের শাখায় কতক গুলি কাক নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছিল; এমন

সময়ে একটী পেচক আসিয়া অনায়াসে সে গুলিকে সংহার করিয়া ফেলিল; যেন কোন পাপ-পুরুষ অশ্বত্থামার কাণে কাণে বলিল "তুমি ও এইরূপে শত্রু-সংহার কর না কেন?" অশ্বত্থামা নিদ্রাভিভূত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে এইরূপে সংহার করিতে সঙ্কল্প করিয়া কৃপ ও কৃতবর্ম্মাকে জাগরিত করিলেন, এবং তাঁহাদের নিকট আপনার হৃদয়-নরক উদ্ঘাটন করিলেন; কৃপাচার্য্য, নরকের বীভৎসচিত্র দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন, এবং এই লোক-বিগর্হিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য অশ্বত্থামাকে বারংবার অনুরোধ করিলেন; অশ্বত্থামা ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন; তাঁহার নিকট কৃপাচার্য্যের উপদেশ বৃথা হইল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কৃপ এবং কৃতবর্ম্মা অশ্বত্থামার অনুগমন করিলেন; তাঁহারা বনভূমি হইতে নির্গত হইয়া দুর্য্যোধনের সমীপবর্ত্তী হইলেন। দুর্য্যোধন, প্রহার-বেদনায় অস্থির হইয়া রুধির বমন করিতেছিলেন; কুরুরাজের এতাদৃশী দশা দর্শন করিয়া বীরত্রয়ের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল; তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "মহারাজ! আমরা কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা; নয়নোন্মীলন করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করুন্; আমরা অদ্য আপনার শত্রুগণকে সংহার করিব।" দুর্য্যোধন, নয়নোন্মীলন করিলেন; তখন ও তাঁহার রোষানল নির্ব্বাণ হয় নাই; তিনি শত্রু-সংহারের জন্য অশ্বত্থামাকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিয়া পুনরায় অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। অশ্বত্থামা সেনাপতি হইলেন; কিন্তু ভিন্নাহবে সেনা কোথায়?

বন-প্রদেশে পলায়িত সেনাগণ মিলিত হইয়া নিশাকালে অতর্কিত ভাবে শত্রু সংহারের সঙ্কল্প করিল।

পাণ্ডব ও পাঞ্চাল শিবির পরস্পর কিছু দূরবর্ত্তী ছিল। অশ্বত্থামা জানিতে পারিলেন, পাণ্ডব-শিবির বিশেষ সতর্কতা সহকারে রক্ষিত হইতেছে; পাঞ্চাল-শিবিরে সেরূপ বিধান করা হয় নাই। অষ্টাদশ দিবস ঘোর পরিশ্রম করিয়া অদ্য পাঞ্চালগণ বিশ্রাম করিতেছে। অশ্বত্থামা নিশার অন্ধকারে কোন গুপ্ত দ্বার দিয়া শিবিরে প্রবেশ করিলেন; রক্ষিবর্গ কিছুই জানিতে পারিল না। অশ্বত্থামা, নিদ্রাভিভূত ধৃষ্টদ্যুম্ন, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে সংহার করিয়া যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাহাকেই সংহার করিতে লাগিলেন। শিবির-মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। নিদ্রো-ত্থিত বীরগণ কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া পরস্পরের প্রহারে ছিন্ন হইতে লাগিল; অনেকেই অশ্বত্থামার খড়্গে ভূতল-শায়ী হইল। কৃপ ও কৃতবর্ম্মা শিবিরের তিন স্থানে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেন। শিবির প্রজ্ব-লিত হইয়া উঠিল। শিবির হইতে পলায়ন কালে অনেকে কৃপ ও কৃতবর্ম্মার খড়্গাঘাতে বিচ্ছিন্ন হইল। এই রূপে অল্প কালের মধ্যেই সমুদায় কলরব নিবৃত্ত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের এক জন অনুচর, মৃত-ব্যক্তিদিগের মধ্যে মৃতের ন্যায় পড়িয়াছিল; সে কোন রূপে উদ্ধার পাইল; সে কেবল যুধিষ্ঠিরের নিকট এই দুর্ঘটনার সংবাদ দিবার জন্যই জীবিত ছিল। অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীরত্রয়, এই কার্য্য

সম্পাদন করিয়া দুর্য্যোধন-সমীপে উপস্থিত হইলেন। দুর্য্যোধন, শেষ-মুহূর্ত্তে শত্রু-বিনাশের সংবাদ পাইয়া কথঞ্চিৎ হর্ষলাভ করিলেন। অনন্তর, অভিমানের অবতার মহাতেজস্বী দুর্য্যোধনের প্রাণ-বায়ু অনন্ত আকাশে মিশিয়া গেল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

রজনী প্রভাত হইলে, রোষ-পরায়ণ পাণ্ডবের ক্রোধাগ্নিতে পতঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে জানিয়া অশ্বত্থামা, প্রাণভয়ে গঙ্গাতীরে পলায়ন করিলেন। কৃতবর্ম্মা, স্বীয় রাজধানীতে এবং কৃপাচার্য্য হস্তিনায় প্রস্থান করিলেন। পরদিন প্রভাত হইলে পাণ্ডবগণ, অতীত রজনীর দারুণ ব্যাপার শুনিতে পাইয়া যৎপরোনাস্তি শোকাকুল হইলেন; অবিলম্বে তাঁহারা অশ্বত্থামার অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন; এবং গঙ্গাতীরে অশ্বত্থামাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার প্রাণ-বধার্থ ধাবিত হইলেন। কিন্তু অশ্বত্থামা ঋষিগণের শরণাপন্ন হইলেন। ঋষিদিগের অনুরোধে পাণ্ডবেরা দুরাচারের প্রাণবধ করিলেন না; কেবল তাঁহার শিরঃস্থিত মহামূল্য মণিটী কাড়িয়া লইলেন।(১)

(১) এই সময় হইতে অশ্বত্থামার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। বোধ হয় তাদৃশ জুগুপ্সিত কার্য্যানুষ্ঠানের পর তিনি লোকালয়ে মুখ দেখাইতে সাহস করেন নাই। অশ্বত্থামা কোন সময়েই আপনার মহত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। তিনি বীর-সমাজে সম্মানিত ছিলেন না। ভীষ্ম এক স্থানে বলিয়াছিলেন, অশ্বত্থামা যোদ্ধা বটেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণ-ভয় বড় বেশি। অশ্বত্থামার ন্যায় ব্যক্তির কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে প্রাণনাশ না হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়। এই জন্য লোকের বিশ্বাস যে অশ্বত্থামা অমর।

কুরুক্ষেত্রের নিদারুণ সংগ্রামে কুরু, পাঞ্চাল ও মৎস্যগণ প্রায় নিঃশেষিত হইয়া যায়। এই যুদ্ধের পর ত্রিগর্ত্তীয়েরাও শীঘ্র মস্তকোত্তোলন করিতে পারে নাই।

পর দিন ধৃতরাষ্ট্র, কুলকামিনীগণের সহিত হস্তিনা হইতে নির্গত হইয়া রণ-ভূমিতে আগমন করিলেন। রণ-নিহত বীরগণের প্রেত-কার্য্য সম্পাদন, তাঁহার এই আগমনের উদ্দেশ্য ছিল। যুধিষ্ঠির, জ্যেষ্ঠ-পিতৃব্যের রণ-ভূমিতে আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ ও অনুজগণ সহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা উপস্থিত হয়;——ভীমের সহিত দুর্য্যোধনের নিদারুণ শত্রুতা জন্য, দুর্য্যোধন, ভীমের লৌহময়ী-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বোধ হয়, দুর্য্যোধন এই মূর্ত্তির প্রতি অত্যাচার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। কৌরব-শিবির অধিকার কালে এই মূর্ত্তি, পাণ্ডবগণের হস্তগত হয়। অসাধারণ বুদ্ধিমান্ কৃষ্ণ ভাবিলেন যে, ভীম, ধৃত-রাষ্ট্রের নিকটবর্ত্তী হইলেই, ধৃতরাষ্ট্র হয়ত তাঁহাকে এমন করিয়া ধরিবেন যে, তাহাতে উভয়েরই মৃত্যু হইবে; অতএব যুধিষ্ঠিরের অভিবাদন করা হইলে পর, কৃষ্ণের পরামর্শ অনুসারে, ভীমের লৌহ-মূর্ত্তি ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে উপস্থাপিত হইল। ভীমের নাম শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের রোষানল অনিবার্য্যবেগে জ্বলিয়া উঠিল। বৃদ্ধের শরীরে অসাধারণ সামর্থ্য ছিল; তিনি লৌহ-মূর্ত্তি এমন বল প্রয়োগ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন যে, তাহা চূর্ণ হইয়া

গেল।(১) ধৃতরাষ্ট্র যখন প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহার লজ্জা উপস্থিত হইল। লজ্জার উদ্রেকে ক্রোধ বিগত হইলে ভীমসেন, তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন।

রণ-ভূমি দর্শনে নারীগণের শোক-সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ধৃতরাষ্ট্র ও যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে মৃত-ব্যক্তিদিগের দেহ দগ্ধ করা হইল। মহারাজ দুর্য্যোধনের মৃতদেহ অগুরুচন্দন, কালীয়ক, ঘৃত, তৈল, ক্ষৌমবস্ত্র, ও মহামূল্য কাষ্ঠ সহ দগ্ধ করা হইল। যুধিষ্ঠির, আত্মীয় স্বজনের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া এক মাস গঙ্গাতীরে বাস করিলেন। এই স্থানে নানা দেশীয় ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়া যুধিষ্ঠিরের শোকাপনোদন করিতে লাগিলেন। এই এক মাস হস্তিনায় গমন না করিবার কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকাও অসম্ভব নহে। এক মাস অতীত হইল যুধিষ্ঠির হস্তিনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির, কম্বলাজিন-সংবৃত শ্বেতবর্ণ সুলক্ষণ-সম্পন্ন ষোড়শ বলীবর্দ্দ-বাহিত রথে আরোহণ করিলেন। ভীমার্জ্জুনাদি ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণ তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন। হস্তিনা, গন্ধ-মাল্যে ও পতাকায় সুশোভিত হইল। রাজপথ জনতায় পরিপূর্ণ হইল। রাজ-পথের হর্ম্ম্য সমুদায়, কামিনীগণের আনন্দ-কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনস্বিনী দ্রৌপদী, কামিনীগণের

(১) প্রাচীন ক্ষত্রিয়েরা নিতান্ত কোপন-স্বভাব, ও হিংসা-পরায়ণ ছিলেন। মহাভারতে লিখিত আছে; কুরু-পাঞ্চালগণের ন্যায় ভারতবর্ষের অষ্টাদশটী প্রথিত ক্ষত্রিয়-বংশ আপনাদিগের রোষানলে ধ্বংস হইয়া যায়।

প্রশংসাধ্বনিতে উল্লাসিত হইয়া রাজ-ভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। রাজ-ভবনে প্রধান প্রধান প্রজাবর্গ সমবেত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে একটী ব্রাহ্মণ, "জ্ঞাতি বিনাশ করিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজ্য গ্রহণ অবৈধ হইয়াছে" এই কথা বলিয়াছিলেন; তাহাতে তিনি সেই স্থানেই নিহত হন।

প্রজাগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া যুধিষ্ঠির, হস্তিনার সুসমৃদ্ধ রাজ-ভবনে হিরণ্ময় আসনে উপবেশন করিলেন। যুধিষ্ঠির যথা-বিধানে অক্ষত, স্বস্তিক, শ্বেতপুষ্প, ভূমি, কাঞ্চন, রজত ও মণি স্পর্শ করিলে প্রজাগণ তাঁহাকে উপহার প্রদান করিল। অনন্তর মৃত্তিকা, কাঞ্চন, বিবিধ বত্ন, হিরণ্ময় রজতময় তাম্রময় মৃণ্ময় পূর্ণকুম্ভ সকল, লাজ, কুসুম, অনল, দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, স্রুব, কনকালঙ্কৃত শঙ্খ, শমী, পিপ্পল, পলাশ, সমিধাদি অভিষেকের দ্রব্য সংগৃহীত হইল। পুরোহিত ধৌম্য, পূর্ব্বোত্তর-প্রবণা বেদী নির্ম্মাণ করিলেন; তদুপরি সর্ব্বতোভদ্র-আসনে যুধিষ্ঠির ও দ্রুপদ-নন্দিনী উপবেশন করিলেন। মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি দেওয়া হইল। কৃষ্ণ ও ধৃতরাষ্ট্র, গাত্রোত্থান করিয়া পাঞ্চজন্যের জলে যুধিষ্ঠিরকে অভিষিক্ত করিলেন। মনোহর বাদ্যধ্বনি ও জন-কোলাহলে হস্তিনার আকাশ শব্দায়মান হইয়া উঠিল। হত-ভর্ত্তৃকা এবং হত-পুত্রা রমণীগণের সকরুণ বিলাপ বৃথা আচ্ছাদনের চেষ্টা করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির অদ্য নিঃসপত্ন রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

নূতন রাজ্যে—

ভীমসেন ... যৌব রাজ্যে,

বিদুর ... মন্ত্রণা ও সন্ধি বিগ্রহ কার্য্যে,

সঞ্জয় ... কার্য্যাকার্য্য পরিজ্ঞান ও আয়ব্যয় বিষয়ে,

নকুল ... প্রধান সেনাপতিত্বে,

ধনঞ্জয় ... পরসৈন্যোপরোধ ও দুষ্ট-নিগ্রহ কার্য্যে,

সহদেব ... রাজ-দেহ রক্ষা বিষয়ে, এবং

ধৌম্য ... দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি বিনা কোন কার্য্য সম্পন্ন হইবে না, অবধারিত হইল। যুধিষ্ঠির, অন্ধরাজের শোকাপনোদনের যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কৌরবগণের মহিলা, অমাত্য, ভৃত্য প্রভৃতি নূতন রাজ্যে যথেষ্টরূপে সম্মানিত হইলেন। ভীমসেন—দুর্য্যোধনের, অর্জ্জুন—দুঃশাসনের, নকুল—দুর্ম্মর্ষণের, সহদেব—দুর্ম্মুখের প্রাসাদ অধিকার করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে এই সকল ব্যবস্থা হইল। যুধিষ্ঠির, রাজপদে অভিষিক্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সুভদ্রা সমভিব্যাহারে দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভের পর, রাজ্য-মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল; যুধিষ্ঠির সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তাহার সংশোধন এবং সর্ব্বত্র শান্তি-স্থাপন করিলেন।

শর-শয্যায় শয়ান ভীষ্ম, সমর-ভূমিতে অষ্টপঞ্চাশৎ দিবস জীবিত ছিলেন। মধ্যে মধ্যে যুধিষ্ঠির তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। অনন্তর মহাবীর ভীষ্ম, উত্তরায়ণকালে শরীর-ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত-দেহ, বিদুর ও যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পট্টবস্ত্রে সমাচ্ছাদিত হইল; যুযুৎসু শবের উপরি উৎকৃষ্ট ছত্র ধারণ করিলেন; ভীমার্জ্জুন চামরব্যজন করিতে লাগিলেন; মাদ্রীতনয় শব-মস্তকে উষ্ণীষ প্রদান করিলেন। চিতা সজ্জিত হইল; মৃতদেহ তদুপরি আরোপিত ও ভস্মীভূত হইল; কিন্তু ভীষ্মের অতুল যশঃ জগতে রহিয়া গেল। অটল-প্রতিজ্ঞা, অসাধারণ-জিতেন্দ্রিয়ত্ব, অসামান্য-স্বার্থ-ত্যাগ, এই গুণত্রয় একত্র সংস্থিত হইয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক যেন দেবব্রত ভীষ্ম নামে কুরুমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছিল। এক সময়ে কুরুবংশের এমন দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল যে, সে সময়ে ভীষ্ম না থাকিলে বংশটা একবারে নির্ম্মূল হইয়া যাইত;—শত্রুগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে রাজ্যটী আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; কিন্তু ভীষ্মের পরাক্রমে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলায়ন করে। জরাসন্ধের প্রবল পরাক্রমে যখন যাদবগণ শূরসেন পরিত্যাগ করিয়া সুদূরবর্ত্তী আনর্ত্তরাজ্যে উপনিবিষ্ট হয়, তখন তাহারা ভীষ্মের নিকটবর্ত্তী হইতে সাহস পায় নাই। ভীষ্ম, দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু কখন পাণ্ডবগণের ধ্বংস কামনা করেন নাই। তিনি, সুক্ষত্রিয়োচিত সমর-বীরত্ব প্রকাশকালেও নিষ্ঠুরাচরণ

করিতেন না। রাজসূয়-সভায় শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য-প্রদান করিতে উপদেশ দিয়া, ভীষ্ম, আপনার অসাধারণ গুণ-গ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

রাজ্যাভিষেকের পর, কিয়দ্দিবস অতীত হইলে, যুধিষ্ঠির বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারই লোভ জন্য কুরুক্ষেত্রপ্রান্তরে মহাহত্যা-কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। কত কত পতি-হীনা-রমণী, পুত্রহীনা-মাতা, অশ্রু-জলে অভিষিক্তা হই-তেছে, ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহার সুকোমল হৃদয় প্রতিদিন পর-দুঃখে অবসন্ন হইতে লাগিল। তিনি এই প্রাণিহত্যা-পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্কল্প করিলেন। অবিলম্বে কৃষ্ণের আনয়নের জন্য দ্বারকায় লোক-প্রেরিত হইল। কৃষ্ণ, হস্তিনায় আগমন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের সঙ্কল্পে অনুমোদন করিলেন। যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন; তৎকালে হস্তিনার রাজকোষের অবস্থা ভাল ছিল না; পাণ্ডবগণ, ধৃতরাষ্ট্র-তনয় যুযুৎসুর প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া ধনাহরণের জন্য উত্তর প্রদেশে গমন করিলেন। পাণ্ডবদিগের উত্তর-প্রদেশ হইতে আগমনের পূর্ব্বে প্রধান প্রধান যাদবগণ, হস্তিনায় আগমন করেন। এই সময়ে বিরাটনন্দিনী উত্তরা একটী পুত্র প্রসব করেন। বালক, প্রথমতঃ মৃতের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। নিষ্পন্দ-পুত্র, ভূমিষ্ঠ হইলে অন্তঃপুরে মহান আর্ত্তনাদ উপস্থিত হয়। কৃষ্ণ, বালকের অবস্থা নিরীক্ষণ করিতে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন। সূতিকাগৃহ,

নানাবিধ মাল্যে সুসজ্জিত হইয়াছিল; উহার চারিদিকে পূর্ণকুম্ভ, ঘৃত, সর্ষপ, তিন্দুককাষ্ঠের অঙ্গার ও শাণিত অস্ত্র স্থানে স্থানে সজ্জিত ছিল; স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছিল; ধাত্রী ও চিকিৎসা-নিপুণ বৈদ্যগণ সূতিকা-গৃহে বাস করিতেছিলেন। কৃষ্ণ, সূতিকাগৃহের এইরূপ শোভা দেখিয়া প্রীতিলাভ করিলেন। কৃষ্ণের চিকিৎসা-গুণে মৃত-প্রায় সদ্যোজাত বালক ক্রন্দন করিয়া উঠিল।

পাণ্ডবেরা প্রচুর ধনসংগ্রহ করিয়া হস্তিনায় আগমন করিলে মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ হইল। ব্যাস, পৌল ও যাজ্ঞবল্ক্য পুরোহিত হইলেন। যজ্ঞীয় অশ্বমোচিত হইল। অর্জ্জুন, অশ্বরক্ষার্থ নিয়োজিত হইলেন। কুরুক্ষেত্র-সমরে অসংখ্য ক্ষত্রিয় নিহত হইয়াছে; আবার, যাহাতে অনর্থক যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত না হয়, যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকেতদ্-বিষয়ে উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন। কিন্তু অর্জ্জুনকে বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তখনও আর্য্য-স্থান এক কালে বীর-শূন্য হয় নাই;—যজ্ঞীয়াশ্ব, ত্রিগর্ত্ত-রাজ্যে উপস্থিত হইলে ত্রিগর্ত্তীয়েরা অর্জ্জুনের সহিত ঘোর-তর সংগ্রাম করিয়াছিল; কিন্তু পরিশেষে তাহারা পরাজিত হইয়া কর-দান করে। অনন্তর অশ্ব, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হইল। প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের পুত্র বজ্রদত্ত, চারি দিবস অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইলেন। যজ্ঞীয়াশ্ব নানা দেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক সিন্ধু দেশে উপনীত হইল। তখন জয়দ্রথ-পুত্র সুরথ সিন্ধুদেশের রাজা ছিলেন; তিনি পূর্ব্বাবধি পিতৃশোকে ম্রিয়মাণ

হইয়াছিলেন ; এখন পিতৃ-শত্রু অর্জ্জুনের আগমন বৃত্তান্ত শুনিয়া ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ; আর তাঁহার চৈতন্য হইল না। সিন্ধুবীরেরা অর্জ্জুনের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ধৃতরাষ্ট্র-কন্যা জয়দ্রথ-পত্নী দুঃশলা, সুরথের শিশুপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অর্জ্জু-নের নিকট উপস্থিত হইয়া শরণ প্রার্থনা করিলেন। লজ্জা ও দয়ায় অর্জ্জুন অভিভূত হইলেন। ভগিনীর করুণবাক্যে অর্জ্জুনের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। সৈন্ধবগণ রণ হইতে নিবৃত্ত হইল। অশ্ব, নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া হস্তিনায় আগমন করিল। মহাসমারোহে যজ্ঞ নির্ব্বা-হিত হইল।

যুধিষ্ঠির, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী প্রভৃতি কৌরব-রমণী-গণের প্রতি অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিতেন। যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা ছিল যে, যে ব্যক্তি কৌরব-পতির অপ্রিয় সাধন করিবে, সে রাজ্যের শত্রু হইবে। ধৃতরাষ্ট্রের জন্য মৎস্য-মাংসাদি উপাদেয় খাদ্য সংগৃহীত হইত ; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তৎসমুদায় স্পর্শ করিতেন না ; তিনি, দিবসের চতুর্থ ভাগে সামান্যভাবে কিঞ্চিৎ আহার করিতেন ; এবং ভূমিতলে কুশ-শয্যায় শয়ন করিতেন ; যুধিষ্ঠির ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পাইতেন না। রাজ্যতন্ত্রের কোন ব্যক্তিই ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি অভক্তি প্রকাশ করিতেন না ; কিন্তু এই বৃদ্ধের উপর ভীমের কিঞ্চিন্মাত্র ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল না। ভীমসেন, যুধিষ্ঠিরের অগোচরে কৌরব-পতির অপ্রিয়সাধন ও কপট পুরুষ দ্বারা তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করাইতেন। এক দিবস

ভীমসেন, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর অনতিদূরে দুর্য্যোধনাদির নিধন-বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়া বাহ্বাস্ফোট করিয়াছিলেন। ঐরূপ ব্যবহার করা কৌরব-পতির মনঃপীড়া জন্মানই ভীমের উদ্দেশ্য ছিল। ধৃতরাষ্ট্র, ভীমের স্পর্দ্ধা শ্রবণ করিয়া বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইলেন, এবং যুধিষ্ঠিরের নিকট আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন! যুধিষ্ঠির মনে করিলেন, কোন ব্যক্তি জ্যেষ্ঠতাতের মনঃপীড়া জন্মাইয়াছে, তাহাতেই তিনি বনগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। যুধিষ্ঠির, শোকাকুল হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "বৎস! তুমি আমার যথেষ্ট সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছ, তোমার কোন বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র দোষ দেখিতে পাইতেছি না। আমি পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণাচরিত পথ অবলম্বন করিতে কৃত-নিশ্চয় হইয়াছি, তুমি বাধা দিও না।" ধৃতরাষ্ট্রের বনগমন যুধিষ্ঠিরের অনুমত ছিল না; কিন্তু ব্যাসের উপদেশানুসারে পরিশেষে যুধিষ্ঠির তাহাতে সম্মতি দান করেন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠির দ্বারা কুরুজাঙ্গলের প্রধান প্রধান প্রজাগণকে আহ্বান করাইলেন। আর্য্য-অনার্য্য-জাতীয় প্রধান প্রধান প্রজা হস্তিনার রাজভবনে সমবেত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র, অসাধারণ বাগ্মিতা-সহ স্বীয় বংশের দুরবস্থা বর্ণন করিয়া কহিলেন, "মহাত্মগণ! দুর্য্যোধন যদিও দুরাচার ছিল, তথাপি সে আপনাদের প্রতি কোন দিন অসদাচরণ করে নাই। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ, আপনাদের সুখসমৃদ্ধি

সম্পাদন জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। আপনারা অজ্ঞানকৃত দুষ্কৃতির ক্ষমা করিবেন; যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবেন এবং তাঁহার উন্নতির সহায় হইবেন। মহাত্মগণ! আপনারা প্রসন্নমনে আমাকে বিদায় দান করুন্।"

কুরুপতির বাক্যশেষে, শাম্ব-নামক একজন ব্রাহ্মণ, প্রজাদের প্রতিনিধি স্বরূপ উত্থিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন। প্রজাগণ, পরিপ্লুত-নয়নে অস্তোন্মুখ কুরু-ভাস্করের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।(১)

বন-গমনের পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র, মৃত-বন্ধু-বান্ধবগণের শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য বিদুর দ্বারা যুধিষ্ঠিরের নিকট ধন-প্রার্থনা করিলেন। যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন, তৎক্ষণাৎ ধন প্রদানে সম্মত হইলেন; কিন্তু ভীমের ঐ ধন-দান সহ্য হইল না; তিনি তাহা অনুচিত বলিয়া বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীমকে র্ভৎসনা করিলেন এবং নীরব হইতে বলিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, দশদিন ব্যাপিয়া বন্ধু-বান্ধবদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন ও ধন-দান করিয়া প্রীতি-লাভ করিলেন। বন-গমন দিবসে ধৃতরাষ্ট্র, ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা যজ্ঞ-কার্য্য সম্পাদন করাইয়া বল্‌কলাজিন পরিধান করিলেন; অনন্তর লাজ দ্বারা গৃহার্চ্চনা করিয়া বহির্গত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে গান্ধারী,

(১) আমরা এই বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারি যে, প্রাচীন-কালে প্রজাগণ রাজাদিগের দাস স্বরূপ ছিল না। প্রজাদের সম্মতি লইয়া রাজা অনেক কার্য্য করিতেন।

বিদুর, সঞ্জয় ও কুন্তী বন-গমন করিলেন। গৃহে অবস্থান করিবার জন্য কুন্তীকে অনেক বুঝান হইল; কিন্তু তিনি সম্মত হইলেন না। ইঁহারা যখন বন-গমন করেন, তখন রাজ-মার্গের পার্শ্বস্থ অট্টালিকা হইতে ক্রন্দন শব্দ সমুত্থিত হইল। অদ্য ভুবন-বিখ্যাত কুরু-বংশের প্রধান শাখার শেষ-পুরুষ, চিরদিনের জন্য হস্তিনা ত্যাগ করিলেন। ইঁহারা প্রথম দিনে ভাগীরথী তীরে গিয়া বাস করেন। পর-দিন তথা হইতে উত্তর-মুখে গমন করিতে লাগিলেন। এখানে বান-প্রস্থাবলম্বী কেকয়-রাজ শত-যূপের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা শত-যূপের সহিত ব্যাসাশ্রমে গমন পূর্ব্বক তথায় দীক্ষিত হইলেন। শতযূপ তাঁহাদিগকে আরণ্যবিধি সমুদায়ের উপদেশ দিলেন। অনন্তর, তাঁহারা যমুনার নিকটবর্ত্তী কোন আশ্রমে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের বন-গমনের এক বৎসর পরে পাণ্ডবেরা বহুসংখ্যক পুরবাসী সহ সসৈন্যে আশ্রমে আসিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গিগণের মধ্যে বিদুর, কঠোর-তপস্যা করিয়া শরীর শীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির, অনেক অনুসন্ধানের পর বন-মধ্যে তাঁহার দর্শন পান। তিনি যুধিষ্ঠিরকে দেখিবা মাত্র এক বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান হন, এবং তদবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। যুধিষ্ঠির একমাস, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট থাকিয়া হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিলেন। যুধিষ্ঠির হস্তিনায় গমন করিলে ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গাদ্বারে গমন করেন।

একদিন গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, এমন সময়ে দাবানল উৎপন্ন হয়। ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তী, সেই অনলে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করেন। সঞ্জয়, আত্মরক্ষা করিতে পারিয়া হিমালয়-প্রদেশে প্রস্থান করেন। যুধিষ্ঠির হস্তিনায় থাকিয়া নারদ-মুখে এই শোচনীয় ঘটনা শুনিতে পান।

ষোড়শ অধ্যায়।

যদুবংশ ক্ষত্রিয়-সমাজে তাদৃশ সম্মানিত ছিল না। এই বংশের আচার ব্যবহার কুরুপাঞ্চালবাসীদের আচার ব্যবহারের ন্যায় উৎকৃষ্ট ছিল না। ভারত-যুদ্ধের পর এই বংশের দুর্নীতি চরম সীমায় উপস্থিত হয়। যাদবেরা অতিশয় মদ্যাসক্ত ছিল। মদ্যপান নিবারণোদ্দেশে কোন সময়ে দ্বারকায় এরূপ ঘোষণা করা হয় যে, "নগর মধ্যে যে ব্যক্তি সুরা প্রস্তুত করিবে, সে সবান্ধবে শূলে আরোপিত হইবে।" মদ্যপান নিবন্ধন দ্বারকায় যে কীদৃশ কুক্রিয়া সাধিত হইত তাহা এই ঘোষণা দ্বারা কতক অনুমিত হইতে পারে। লাম্পট্য, মর্য্যাদালঙ্ঘন প্রভৃতি কুক্রিয়া সকল যদুবংশের খ্যাতি দূষিত করিয়াছিল।

ভারতযুদ্ধের ৩৬ বৎসর পর, একদা ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যার সঙ্ঘটন হইয়া ত্র্যহস্পর্শ উপস্থিত হইল; তদুপলক্ষে দান-ধ্যান ও আমোদ-প্রমোদ জন্য যাদবগণ, প্রভাস-তীর্থে গমন করিলেন। তথায় বিবিধ ভোজ্য পেয় প্রস্তুত হইল। গায়ক ও নর্ত্তক, প্রভাসের

শোভা বর্দ্ধন করিল। যাদবগণ সুরাপানে উন্মত্ত হইল ; এবং ভারত-যুদ্ধে আপনাদের বীরত্ব কাহিনীর উল্লেখ করিয়া উৎফুল্ল হইতে লাগিল। কৃষ্ণের কথা লইয়া সাত্যকির সহিত কৃতবর্ম্মার বিবাদ উপস্থিত হইল। এই বিবাদে যদুবংশীয়েরা পক্ষদ্বয়ে বিভক্ত হইয়া ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কথিত আছে, যদুবংশের পাঁচলক্ষ বীর এই স্থানে পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করে। কৃষ্ণ স্বহস্তে অনেকের প্রাণবধ করেন।

এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডের অভিনয় দেখিয়া বলদেব বন-গমন করেন। বলদেব প্রস্থান করিলে, কৃষ্ণ, দস্যু-হস্ত হইতে দ্বারকা রক্ষা জন্য অবিলম্বে তথায় গমন করেন। আর্য্যেরা, অনার্য্যদিগের হস্ত হইতে এইস্থান আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিলেন। অনার্য্যেরা ভয়ে আর্য্যদের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া গোপনে তাঁহাদিগের অনিষ্টের চেষ্টা করিয়া বেড়াইত। যদুবংশের বিপদ্ উপস্থিত হওয়াতে অনার্য্যদিগের আহ্লাদের সীমা রহিল না। কৃষ্ণ, দ্বারকায় আগমন পূর্ব্বক নগরের রক্ষা-বিধান করিয়া অর্জ্জুনের নিকট লোক পাঠাইলেন; এবং পিতা বসুদেবের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠের অনুসন্ধান জন্য বনে গমন করিলেন। কৃষ্ণের বন প্রস্থানে দ্বারকা নগর হইতে গগন-বিদারী শোকধ্বনি উত্থিত হইল। বহু অনুসন্ধানের পর কৃষ্ণ, বলদেবের দর্শন পাইলেন; কিন্তু বলদেব অবিলম্বে-দেহ ত্যাগ করিলেন। বলদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, কৃষ্ণ; এক ব্যাধের বাণে নিহত

হইলেন। অনার্য্যগণ, বৈরনির্য্যাতনের সম্পূর্ণ সুযোগ পাইল।

অর্জ্জুন, কৃষ্ণের প্রেরিত দূতের মুখে যাদবগণের বিপদ্‌বার্ত্তা জানিতে পারিয়া শোকাকুল-চিত্তে অবিলম্বে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তিনি, বলদেব ও কৃষ্ণের মৃত-দেহ অগ্নিতে দগ্ধ করাইলেন। কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনের অচ্ছেদ্য প্রণয় ছিল; উভয়ে উভয়ের গুণে মুগ্ধ ছিলেন। কৃষ্ণ না থাকিলে পাণ্ডবগণের অস্তিত্ব বহুদিন পূর্ব্বে লুপ্ত হইত। পাণ্ডবেরা, কৃষ্ণকে স্বীয় স্বীয় প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। কৃষ্ণ যেমন অদ্বিতীয় বিক্রম-শালী ছিলেন, তেমন ক্ষমাগুণের একাধারছিলেন। শিশুপাল, বারংবার তাঁহার অপকার করেন; কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপালের প্রাণবধ না করিলে যজ্ঞ পণ্ড হইত বলিয়াই কৃষ্ণ তাঁহাকে নষ্ট করেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষ নানা রাজ্যে বিভক্ত ছিল, রাজগণ পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া অনর্থক নর-শোণিত বর্ষণ করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ, সমুদায় রাজ্যের একীকরণ কার্য্যে সযত্ন হন; এবং দয়া ধর্ম্মের অবতার অজাত-শত্রু যুধিষ্ঠিরকে এরূপ একাধিপতি হওয়ার উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়াই তাঁহার পক্ষাবলম্বন করেন। এখন কৃষ্ণকে হারাইয়া অর্জুন অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহের বল কমিয়া গেল।

অর্জ্জুনের দ্বারকায় আগমনের কয়েকদিন পরে শোকাতুর বসুদেবের মৃত্যু হইল। বসুদেবের মৃত্যুর পর

অর্জ্জুন, যদুবংশীয় স্ত্রী, বালক ও অন্যান্য লোকদিগকে লইয়া হস্তিনায় আগমন করিতে লাগিলেন। তিনি যখন ইহাদের সহ পঞ্চনদ প্রদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন দস্যুগণ, অর্জ্জুনকে একাকী দর্শন করিয়া আক্রমণ করিল। অর্জ্জুন, তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। তিনি কৃষ্ণের শোকে এতদূর দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, চির-পরিচিত গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ করা তাঁহার অসাধ্য হইয়া উঠিল। দস্যুগণ অর্জ্জুনকে পরাজয় করিয়া সমুদায় ধন রত্ন, বালক ও স্ত্রীগণ অপহরণ করিল। অনেক রমণী ইচ্ছাপূর্ব্বক দস্যুগণের সঙ্গিনী হইল।(১) অর্জ্জুন, অবশিষ্ট বালক, স্ত্রী ও প্রজাগণ সমভিব্যাহারে কুরু-জাঙ্গলে আসিয়া কৃতবর্ম্মা তনয়কে—মার্ত্তিকাবত নগরে, কৃষ্ণের পৌত্র বজ্রকে—ইন্দ্রপ্রস্থে, এবং সাত্যকি-পুত্রকে—সারস্বত নগরে, স্থাপন করিলেন। দ্বারকার প্রজাগণ কুরুরাজ্যের নানাস্থানে বাস করিতে লাগিল। অর্জ্জুনের দ্বারকা ত্যাগের কিয়দ্দিবস পরেই ঐ নগর সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করে।

কৃষ্ণের মৃত্যুর পর পাণ্ডবগণ যৎপরোনাস্তি শোকাকুল হইয়া বান-প্রস্থাবলম্বনে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎ ব্যতীত তাঁহাদের বংশে অন্য কেহ ছিল না। পাণ্ডবেরা পরীক্ষিৎকে প্রাপ্ত-বয়স্ক দেখিয়া সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। বর্ষীয়ান্ কৃপাচার্য্য,

(১) যদুবংশে কুক্রিয়ার কিরূপ আতিশয্য ছিল, তাহা এই বর্ণনা পাঠে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

তখনও জীবিত ছিলেন। পাণ্ডবেরা তাঁহাকে সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিয়া কুমারের অস্ত্রাচার্য্য পদ-প্রদান করিলেন। যুতত্রা ও যুযুৎসুর উপর পরীক্ষিৎ ও বজ্রের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া পাণ্ডবেরা রাজ্যত্যাগ এবং বান-প্রস্থাবলম্বন পূর্ব্বক হিমালয় প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

পরীক্ষিৎ ৬০ বৎসর রাজ্যশাসন করেন। পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর জনমেজয় কুরুরাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। জনমেজয়, কাশীরাজ-তনয় বপুষ্টমার পাণি-গ্রহণ করেন। জনমেজয়ের সময়ে মহাভারত গ্রন্থ প্রচারিত ও নৈমিষারণ্যস্থ ঋষি পরিষদ্ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়।(১)

সমাপ্ত।

---

(১) কুরুবংশে যুধিষ্ঠির, ভীম, পরীক্ষিৎ ও জনমেজয় নামে একাধিক রাজা ছিলেন। কোন কোন ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে রাজসূয়-যাজী রাজগণের নামের মধ্যে পরীক্ষিতের নাম আছে, যুধিষ্ঠিরের নাম নাই। এস্থলে ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণ, ভ্রমে পতিত হইয়া প্রথম পরীক্ষিৎকে গ্রহণ না করিয়া যুধিষ্ঠিরের পরবর্ত্তী পরীক্ষিৎকে গ্রহণ করেন এবং রাজসূয় যজ্ঞের মহাভারতীয় বর্ণনা কাল্পনিক মনে করিয়া থাকেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এ বিষয়ে বহু মত-ভেদ আছে। যাঁহারা উহার বহু-প্রাচীনত্বের বিপক্ষ, তাঁহারাও ঐ যুদ্ধকে খৃষ্ট-জন্মের ত্রয়োদশ শতাব্দীর অধস্তন ঘটনা বলেন না।

কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে, পরীক্ষিৎ-জনমেজয়ের সময় পাঞ্চাল জাতির সহিত কৌরবদের সংগ্রাম হয়। অনেকে মনে করেন, উহাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ; বাস্তবিক তাহা নহে। উহা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ ঘটনার বহু পূর্ব্বে প্রথম পরীক্ষিৎ-জনমেজয়ের সময় ঘটিয়াছিল। কুরু-পাঞ্চাল জাতির বিবাদ, সময়ে সময়ে ঘটিত।